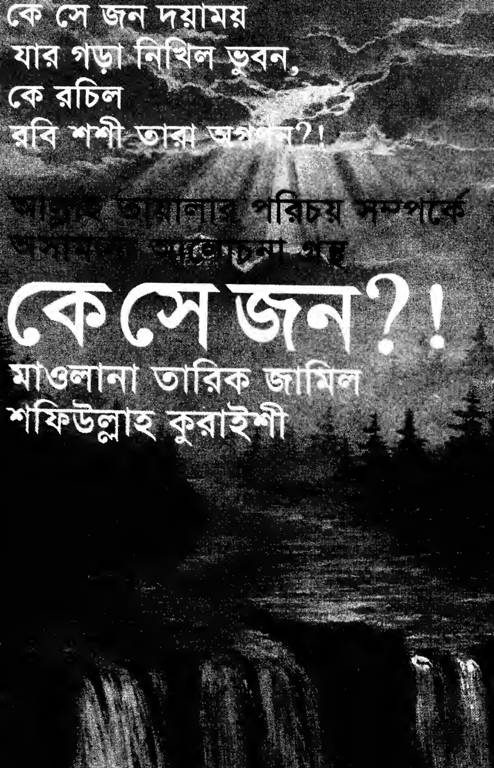
কে সে জন দয়াময়
যার গড়া নিখিল ভুবন,
কে রচিল
রবি শশী তারা অগণন?!
আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্পর্কে
অসাধারণ আলোচনা গ্রন্থ
কে সে জন?!
মাওলানা তারিক জামিল
শফিউল্লাহ কুরাইশী

"বলুন, যদি তারা তাঁদের প্রভুর প্রশংসা লেখার জন্যে জগতের সব জলরাশিকে কালি হিসেবে নেয় আর সব বৃক্ষরাজি নেয় কলম হিসেবে; একদিন ফুরাবে কালি। কলম শেষ হবে। আবার যদি জলরাশি হয় কালি আর বৃক্ষেরা হয় কলম তো শেষ হবে তা একদিন। তবুও তাঁদের প্রভু আল্লাহতায়ালার গুণগান শেষ করতে পারবে না।"

-আল কোরআন।

মাওলানা তারিক জামিল ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। দেখা হলো বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ নাঈমের সাথে। কথা শুনে নয় নাঈমের নামাজ দেখে বদলে গেল তারিকের চেতনা। যাদুমন্ত্রে!? তিনি এখন পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট আলেম। তাবলিগী জামাতের বিশ্বব্যাপী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নিবেদিত প্রাণ জীবিত কিংবদন্তী। তাঁর অসাধারণ মর্মছোঁয়া সব আলোচনা আল্লাহর পথের পথিকদের আত্মার সার্বক্ষণিক সাথী।

অনুবাদক ও আলোচক শফিউল্লাহ কুরাইশী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শেষ বর্ষের ছাত্র তখন দেখা ডঃ নাঈমের সাথে। মাত্র ক'মিনিটের কথা শুনে বদলে ফেলেন জীবন।

ডাক সম্প্রদায়ের চারজন
মুহররম, ১৪১৬।

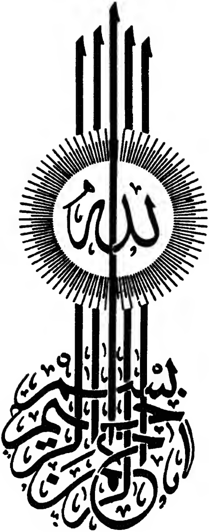

এক

'ক্বোল হাজিহী সাবিলি আদ'উ ইলাল্লাহ্ আলা বাসিরাতিন আনা অ–আ মানিত্ তাবানী।'

'আপনি বলে দিন, এটাই আমার রাস্তা, যে আমি ডাক দিই আল্লাহ্র দিকে, জেনে শুনে (বিজ্ঞতার সাথে), আমি আর যারা আমার অনুসরণ করে।'

আমার বন্ধু ও ভাই!

যার প্রতি আল্লাহ্ রাজী হয়েছেন সে সফলকাম হয়েছে। তার সব কাজ সফলতা পেয়েছে। যার ওপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার সব কিছু বিফল হয়েছে। তার সব কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমরা দুনিয়াতে এসেছি আল্লাহ্কে রাজী খুশি করার জন্যে। এই দুনিয়াতে মানুষের কোনও কাজ নেই, আছে শুধু কিছু প্রয়োজন। আমার কাজ আল্লাহ্কে রাজি করা।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'অ–রিদওয়ানুহুম মিনাল্লাহি আকবার।'

'আমার (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় কথা।'

দুনিয়া খুবই ছোট।
দুনিয়ার ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য ও বৈভব খুব অল্প।
দুনিয়ার সম্মান, মাতবরি–সর্দারি খুব ছোট, ক্ষণস্থায়ী।
আল্লাহ্ অনেক বড়। তিনি দৈনিক তিরিশ বার তার মুয়াজ্জিনকে দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন বলো, বলো 'আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়,আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।'
'আল্লাহু আকবার–আল্লাহু আকবার।'
আল্লাহ্ যার ওপর রাজী হয়েছেন তার সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্ যার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার সব কাজ বিফল হয়েছে।
আল্লাহ্ রাজি হলে কী দেন?
কোন্ কথায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, কীসে রাজী হন?
কোন্ কথায় আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন, কীসে নারাজ হন?
আল্লাহ্ নারাজ হলে কী করেন?
এ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান বা ধারণা আমাদের ছিল না। এসব ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান বা সম্যক ধারণা দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পূতঃ পবিত্র নবীদের পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির কাছে। তাঁদের ওপর এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, যাও তুমি আমার বান্দাদের একথা জানাও যে এক জীবন আসছে মৃত্যুর দরোজার ওপারে। অনন্ত জীবন। নবী, পয়গম্বরগণ এই কাজ করতেন। মানুষকে টেনে আনতেন আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি বা নারাজির হাত থেকে। টেনে আনতেন আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে। মানুষের স্রষ্টার দাসত্বের দিকে। নবী ও পয়গম্বরগণ আমাদের এই খবর দিয়েছেন।
আর আমাদের নবী সারওয়ারে কায়েনাত সাইয়্যিদিল কাওনাইন মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই খবর দিয়েছেন। যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। হতে পারে না।
তিনি কি বলেছেন? ব্যর্থ কে?
তিনি আল্লাহ্তায়ালার কথা বলেছেন।
আল্লাহ্তায়ালা কি বলেন?
তিনি বলেন, 'ফালাম্মা আ'তাও আ'ম্মা নুহু আন্হু। ক্বোলনা লাহুম কুনু ক্বিরাদাতান খাশিঈন ০'
'যখন তারা নাফরমানী করে যে কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল সেই কাজ করলো; তখন আমি বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও; পাপের সাজা ভোগ করো।' (তখন তারা বানরে পরিণত হলো।)
তাহলে ব্যর্থ কে? যে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা মানুষ থেকে নিকৃষ্ট জানোয়ার বানরে পরিণত হলো। কেন? পাপের কারণে।
আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ফালাম্মা শাফুনা তাকাম্না মিন্হুম।'
'যখন তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে অসন্তুষ্ট বা নারাজ করলো; তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম।'
এখানেও ব্যর্থতার আর অসন্তষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। পাপ। পাপ ব্যর্থতার ও অসন্তুষ্টির মূল কারণ।
আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ইন্না তাত্তাকুল্লাহা ইয়াজআল লাকুম ফুরকানাও অইয়ু কাফ্ফিরু আনকুম।'
'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের চাওয়ার বস্তু দান করবেন। আর তোমাদের গোনাহ মাফ করে পবিত্র করে দিবেন।'
তিনি আরও বলেন, 'লা বিস্তাকামু আলাত্ তারিকাতি লা' আশকায়নাহুম মাআন্ গাদাকা।'

'যদি তারা সোজা পথে দৃঢ় থাকতো, পাপের পথে না যেতো তাহলে আমি তাদেরকে (খুশি হয়ে) প্রচুর পরিমাণে পানি (সুবৃষ্টি) দান করতাম।'
আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন, 'ফাইন্ তাবু অ আকামুস্ সালাতা অ তাউজ্জাকাতা ফাইখ্ওয়ানুকুম ফিদ্ দ্বীন।'
'যদি তারা তাওবা করে বা দ্বীনে ফিরে আসে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।'
তিনি আরো বলেন, 'যালিকা বিমা কাদ্দামত্ আয়দিহিম০'
'হাশরের দিন পাপীদের বলা হবে, তোমাদের পাপের জন্যেই এই শাস্তি (আল্লাহ্ নারাজ হয়ে) পাচ্ছ।'
তিনি বলেন, 'যালিকা বিআন্নাহুম কাফারু বিআয়াতিনা।'
'ওরা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার ও অমান্য করেছিল।'
আল্লাহ্ পাক আরও বলেন, 'ফাআসাও রাসুলা রাব্বিহিম ফাআখাজাহুম।'
'তারা প্রভু আল্লাহ্র পাঠানো রাসুলের নাফরমানী করার জন্যে আল্লাহ্ তাদের ধরলেন (নারাজ হয়ে শাস্তি দিলেন)।'
তাহলে ব্যর্থ কে? যে পাপ করলো আর প্রভুর কোপানলে পড়লো।
আর প্রকৃত ব্যর্থ কে, কখন বোঝা যাবে?
হাশরের দিন।
হাশরের দিন বড় কঠিন দিন।
'কাল্লা ইজা দুক্কাতিল আরদু দাক্কান দাক্কা০'
'যেদিন জমিনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে, ভেঙে ফেলা হবে।'
'অজাউ রাব্বুকা অল্ মালাকু সাফ্ফান সাফ্ফা–'
'যেদিন আল্লাহ্ ফিরিশতা সহকারে আসবেন–'
'ইয়াওমা ইয়াখ্রুজুনা মিনাল্ আজ্দাসি ইস্তারাআ–'
'যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে দ্রুতগতিতে।'
'অনুফিখা ফিস্সুরি ফাইজাহুম মিনাল আজ্দাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ান্শিলুন–'
'যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে আর দলে দলে মানব তার প্রভুর দিকে ফিরে আসবে।'
'ক্বালু ইয়াওয়লানা মাম্ বাআসানা মিম্ মারক্বাদিনা হাজা মা ওয়াদার রাহ্মানু অসাদাকাল মুর্শালুন।'
'তারা বলবে আজকের দিন কোন্ দিন? বলা হবে, এই সেই দিন যেদিন সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত নবীও রাসুলগণ সতর্ক করেছিল।'
'হাশিয়াকান আব্সারুহুম।'
'সেদিন তোমাদের দৃষ্টি হবে অবনত, চেহারায় নামবে বিষাদ–'
'তুম্ বিল্লাহ–'
'আল্লাহ্র সামনে।'
'লা ইয়াশআলু হামিমুন হামিমা।'
'কেউ কারো খোঁজ নেবার নেই।'
'ইয়াওমা তাজ্হালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আরদাআত।'
'যেদিন দুগ্ধপানকারিনী মা ভুলে যাবে তার বাচ্চাদের।'
বড় কঠিন দিন। সেদিন। এই দিন আল্লাহ্পাক মহান আরশে অধিষ্ঠিত। প্রকাশ্যে। আমরা তাঁর চোখের সামনে। আল্লাহ্ আজ সরাসরি বলবেন। আর আমরা সরাসরি শুনবো।
'মা মিন্কুম মিন্ আহাদ ইল্লা ফা ইয়ুকাল্লিবুল্লাহ লায়শা বায়নাহু অ বায়নাহু তারজুমান।'
'প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন।'
'ইয়া ইবনে আদাম, আতায়তুহু খাওয়ালতুহু আন্ আম্তু আলাইহি–'
হাদীসে পাকে আসছে, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বনি আদম। জীবন দিয়েছেলাম, সম্পদ দিয়েছিলাম, বুদ্ধি দিয়েছিলাম–বলো আজ কী নিয়ে এসেছো?'

'মাজা সানাআ তাসিহা।' 'কী করে এসেছো, বলো?'

এক বড় ভয়ঙ্কর দিন। আমার ভায়েরা, মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় এমন বিভীষিকাময় দিন।

সামনে দাঁড়িপাল্লা। পেছনে মানব। চারদিকে ফিরিশতা।

দাঁড়িপাল্লার সামনে জাহান্নাম ফুঁসছে। ফুলছে।

'হাজিহি জাহান্নামুল্লাতি কুন্তুম তু আদুন।'

'এই সেই জাহান্নাম! প্রবেশ করো।'

'তাফুরু তাকাদু তামাইয়াজু মিনাল গায়জি–'

'জাহান্নাম ফুঁসছে, ফুলছে, রাগে ফেটে পড়ছে।'

ডানে বাঁয়ে আমলের সারি। ওদিকেও আমল, এদিকেও আমল।

'অ–ইয়াহ্মিলু আরশা রাব্বিকা ফাওকাহুম ইয়াওমাইজিন্ সামানিয়া–'

'ওপরে মহান প্রভু আল্লাহ্র আরশ, আসন, চারদিকে ফিরিশতাদের পাহারা।' দাঁড়িপাল্লার কাঁটা মাঝামাঝি। আমাল নিয়ে আসছে। বান্দা জানেনা, কোনদিকে ঝুঁকবে আজ কাঁটা। ডান দিকে না বাঁ দিকে। এটা সেই সময় যখন প্রত্যেকে ভুলে যাবে অন্যকে।

এই সময় সম্পর্কে আমাদের খবর দিয়েছেন আমার নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কে হবে সেই দিন ব্যর্থ?

যার নেকীর পাল্লা হালকা হয়েছে।

'ফামান খাফ্ফাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকাল্লাজিনা খাসিরু আনফুসাহুম ফি জাহান্নামা খালিদুন–'

'যার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে গেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।'

জিব্রাইল আলাইহিস্সালাম ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাব্না ফুলানিন ক্বাদ খাফ্ফাত মাওয়াজিনুহু; অ–শাকিয়া শাকাআন লা ইয়াশ্আদ বা'দাহু আবাদা।'

'অমুকের পুত্র অমুক এর নেকী কম হয়ে গেছে; সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে আর কখনও সফল হবে না।'

এই ঘোষণার পর জাহান্নামের আগুন ফুঁসে উঠবে। 'শারাবী লাহুম মিন কাতিরান।' পাপিষ্ঠকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে। 'অ তাখ্শা অজুহু হুমুন্ নার।'

আগুনের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। আর জাহান্নামের উচ্ছ্বসিত আগুনের ঢেউএর মাঝে ফেলে দেয়া হবে। এখান থেকে সে আর কখনও বের হতে পারবে না। কোনও পথ পাবে না নিস্তারের। সে চিৎকার করবে। ভয়ার্ত আর্তনাদ! সে বাঁচতে চাইবে এই নিদারুণ কষ্ট থেকে। সে সাপ দেখবে, দেখবে বিচ্ছু। একটি সাপ উটের গর্দানের চেয়ে মোটা। একটি বিচ্ছু গাধার মতো। সে দেখবে আগুন। লেলিহান শিখা। যা অবিশ্বাস করেছিল সবই দেখতে পাচ্ছে। সে দেখবে রক্ত–পুঁজ মেশানো পানি। ফুটছে। টগবগ করে। হামীম! তার খাবার দেখতে পাচ্ছে। কাঁটা ভরা শিকড়। যা গলায় আটকে যায়। যাক্কুম। তার আর মৃত্যু নাই। অনাদি, অনন্তকাল। জ্বলবে, পুড়বে। সে আর্তনাদ করবে। সে কাঁদবে। তার চোখ দিয়ে রক্ত বের হবে। পুঁজ বের হবে। সে এমন ভয়াবহ, কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচতে চাইবে। সে চিৎকার করবে। আহত পশুর মতো। তার চিৎকার বাড়তে থাকবে। বেড়েই চলবে।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, 'মালিক (জাহান্নামের দারোগা), তালা লাগিয়ে দাও জাহান্নামে। যেন বাইরের চিৎকার ভেতরে আর ভিতরের চিৎকার বাইরে না আসতে পারে।'

চিরদিনের জন্যে। অনন্তকাল ধরে।'

'লাহুম মিন জাহান্নাম মিহাদ–'

'এর জন্যে আগুনের বিছানা বিছাও।'

'অমিন ফাওকিহিম গাওয়াশ–'

'এর ওপর আগুনের কম্বল বিছাও।'

ওপরে আগুন, নিচেও আগুন!

ওদিকে দরজায় তালা দেয়া। যেন বের হয়ে না আসতে পারে।

এই ব্যক্তি ব্যর্থ।

খবর দিয়েছেন আল্লাহ্র হাবিব, আমাদের কল্যাণকামী, আকাই নামদার তাজিদারে মাদীনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম।

দুই

সফলকাম কে?

সাফল্য পেয়েছে কে?

কে কামিয়াব হয়েছে?

যার নেকীর পাল্লা হয়েছে ভারী।

'ফামান ফাকুলাত্ মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা হুমুল মুফ্লিহুন।'

'যার নেকী বা পূণ্য বেশি হয়েছে তিনি পেয়েছেন সফলতা।'

জিব্রাইল আমিন ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাব্না ফুলানিন্ ক্বাদ ফাকুলাত মাওয়াজিনুহু অ শায়িদা শাঈদাতান লাইয়াশ্কা আবাদাহা আবাদা–'

'অমুকের পুত্র অমুক এর পূণ্য বেশি হয়েছে। পাল্লা ভারী হয়েছে। সে সফল হয়েছে। সে কামিয়াব। আর কখনও সে ব্যর্থ হবে না। তার সফলতা চিরদিনের, চিরকালের। অনন্ত।'

এই এলানের সাথে সাথে তার কাঁধ আদম আলাইহিমুস্সালাতু ওয়াস্সালামের মতো সাত হাত উঁচু হয়ে যাবে। সাত হাত চওড়া হয়ে যাবে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো সৌন্দর্য এসে যাবে। দাউদ আলাইহিস সাল্লামের মতো কণ্ঠস্বর হবে। আইউব আলাইহিস্সালামের মতো অন্তর পাবেন। ঈসা আলাইহিস্সালামের মতো বয়স ও দেহ সৌষ্ঠব পাবেন। শেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো চরিত্র হবে। ছয়জন নবী আলাইহিমুস্সালাতু ওয়াসসালামের গুণাবলী তার মধ্যে প্রবেশ করবে। এক পলকে। দুনিয়া থেকে গিয়েছিল পাঁচ ফুট দেহ নিয়ে। সবার সামনে পরিবর্তন ঘটবে তার দেহের। যেমন ক্রেন কোনও জিনিসকে ওঠায় তেমন সবার দৃষ্টির সামনে বেহেশতী, সফলকাম মানুষটির কাঁধ উঁচু হতে থাকবে।

গোটা হাশরবাসী দেখতে পাবে এই দৃশ্য। তারা বলবে, 'ওই যে, একজন মুক্তি পেল! ওই যে একজন সফল হলো! ওই যে একজন কামিয়াব হয়ে গেল!'

পাঁচটা আরো গুণ প্রবেশ করবে জান্নাতীর ভেতর।

চেহারা ফর্সা আর লালিমা মাখা হবে। দেহের সমস্ত পশম অদৃশ্য হয়ে যাবে। চেহারায় দাড়ি আর থাকবে না।

'মুকাহ্হাল'– চোখে সুরমা লেগে যাবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো হয়ে যাবে।

মোট এগারোটা পরিবর্তন আসবে।

আল্লাহ্ বলবেন, 'এখন আমার বান্দাকে বেহেশ্তী পোশাক পরাও।'

জান্নাতের একশত জোড়া পোশাক তাকে পরানো হবে।
আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার বান্দাকে বেহেশতী মুকুট পরাও।'
জান্নাতের মুকুট তাকে পরানো হবে। যার মাঝে শোভা পারে সত্তরটি ইয়াকুত পাথর। একটা ইয়াকুত দুনিয়াতে রাখলে গোটা বিশ্বজগত চোখ ঝলসানো আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে।
'অ-ইয়ানকালিবু ইলা আহ্লিহি মাশরুবা-' তাকে আল্লাহ্তালা বলবেন, 'এখন যাও ময়দানে মা' হাশরে তোমার লোকজনের কাছে (অর্থাৎ তারা দেখুক তোমার সম্মান!)।'
'কে তুমি?' লোকেরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাকে তো চিনি না!'
'আমি অমুকের পুত্র অমুক।' বেহেশতী বলবে।
'তুমি এতো আলো কোথায় পেলে? গোটা হাশরের মাঠ আলোকিত করে দিয়েছো।'
'আমার দয়ালু/প্রভু আমায় পাপ মাফ করেছেন। আমাকে আলো দিয়েছেন। আর সম্মান। আর বেহেশত।'
'তুমি কার ঘরের ছেলে? কোন্ পাড়ার? কোন্ বংশের? কোন্ যুগের? তুমি বড় সৌভাগ্যবান। তুমি সফলতা পেয়েছো। চিরকালের!'
'আমাকে চেনো না?' সে বলবে, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক-আনা ফূলানাবনু ফুলানিন। আমি অমুক পাড়ার, অমুক বংশের, ওই যুগের। হ্যাঁ, মহান প্রভু আমাকে করেছেন সৌভাগ্যবান। আমি পেয়েছি সফলতা। চিরদিনের। 'হাউ মুক্ রিউ কিতাবিয়া-এসো আমার কিতাব (আমলনামা) পড়ো।'
'ইন্নি জানান্তু আন্নি মুলাকিন হিসাবিয়া- আমার বিশ্বাস ছিল একদিন হিসাব নেয়া হবে।'
এমন সময় আওয়াজ আসবে-
'ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া।'
'এ উঁচু (সম্মানিত) জীবনের মালিক হয়েছে।'
'ফি জান্নাতিন আলিয়া।'
'জাঁকজমকপূর্ণ, মর্যাদাশীল বেহেশতের মালিক হয়েছে।'
'অ তুফুহা দানিয়া।'
'যেখানে বেহেশতীর হাতের কাছে ঝুলন্ত রয়েছে ফলবৃক্ষের ডাল পালা।'
বেহেশ্তে আঙুরের একটা বীথি এতো বড় হবে যে, এক বছর ধরে একটা কাক ক্রমাগত উড়লেও তার সীমানা শেষ করতে পারবে না। এমন আঙুর গুচ্ছ জান্নাতে মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন আল্লাহ্তালা।
'কুলু আশরাবু হানিয়াম্ বিমা আফ্লাতু ফি আইয়ামিল খালিয়া-'
'এখন খাও, পান করো; যা কিছু তুমি দুনিয়াতে পরিশ্রম করেছিলে তার প্রতিফল ভোগ করো?'
এই হচ্ছে সফলতা। চূড়ান্ত পরিণতি। আর ওটা হচ্ছে ব্যর্থতার ঠিকানা।
একে বলে সফলতা আর ওটা হলো ব্যর্থতা।
এসব কথা কে আমাদের জানিয়েছেন? আম্বিয়া আলাইহিস সালাম। এ হচ্ছে নবীদের দেয়া খবর। মিথ্যা নয়। সত্য সংবাদ।
এই মানুষটি এখন সাফল্য পেয়েছে। তার জন্যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে-
'ইন্না লাকুম আন্তান্নামু ফালা তাস আলু আবাদা-'
'সুস্থ থাকো, আর কখনও অসুস্থ হবে না-'
'ইন্না লাকুম আন্ তাসিব্বু ফালা তাহ্রামু আবাদা-'
'চিরকাল যুবক থাকো কখনও বুড়ো হবে না-'

তিন

এই সফলতাকে কে নেবে ব্যর্থতা থেকে বেঁচে?
যে আল্লাহ্কে রাজী করেছে।
ব্যর্থ হয়েছে কে সফলতার সোনালী স্বাদ না পেয়ে?
যে অসন্তুষ্ট বা নারাজ করেছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে।
আল্লাহ্ পাক কার ওপর রাজী হবেন?
যিনি তার জীবনকে সাজিয়েছেন, গড়েছেন নবীয়ে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর তরীকা বা আদর্শে।
কার ওপর আল্লাহ্তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন?
যিনি সম্পর্ক গড়েছেন আল্লাহ্তায়ালার সাথে ভালবাসার।
সোয়া লাখ নবী এসেছেন। তাঁরা দুনিয়াতে একটা কাজ করেছেন। দুনিয়াতে আদম আলাইহিসসালাম পেশা শিখিয়েছেন। এক হাজার পেশা। মানুষ দুনিয়াতে পেশার লাইনে যা কিছু করছে তা এখনও আদম আনা নবী আলাইহিসসালামের জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই পরিবর্তন আসুক মানুষ ওই এক হাজার পেশার বলয় থেকে বের হতে পারবে না। ওই এক হাজার পেশার ভিতরেই মানুষ আবর্তিত হতে থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওইপেশাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রেখে দিয়েছেন দ্বীনের। যাতে ওই সব জীবন যাপন পদ্ধতিতে দ্বীন জীবিত বা প্রকাশ করা যায়। আর নবীদের পাঠিয়েছেন একটি কাজ দিয়ে। কাজটি হচ্ছে, তুমি আমার সাথে বান্দাদের মিলিত করো। বান্দা আর আমার মাঝে মিলনের সেতু রচনা করো।
তাদের বলো, মৃত্যুর পর আর এক জীবন আসছে। অন্তহীন, অনাদিকাল থাকতে হবে সেখানে। সে জীবনের জন্যে তোমরা তৈরি হয়ে এসো।
আমার সম্মানিত ভাই আর বুজুর্গ এখন তায়ালা চান তাঁর সাথে আমরা জুড়ে যাই, মিলিত হই। আমাদের কাজ কাজ হচ্ছে তার ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়া।
এমন রাহমান, এমন রাহীম খোদা! তাঁর হুকুম যা অক্লেশে পালন করা যায় তা আমরা মানি না। আল্লাহতালা বলেন, 'ইয়া ইবনে আদাম, লি আলাইকা ফারিদা, অলাকা আলাইকা রিজ্কুক-' 'হে আদমের সন্তান, হে আমার বান্দা, এক কাজ আমার আর এক কাজ তোমার। তোমাকে রুজি পাঠানো আমার কাজ আর আমার হয়ে থাকা তোমার কাজ। আমি তোমাকে রুজি দেব এটা আমার কাজ আর তুই আমাকে মানবি এটা তোর কাজ।'
'ফাইন খালাক্তানি ফি ফারিদাতি লাম্ উখ্লিকা ফি রিজ্কিক-'
'বান্দা তুই যদি আমার হুকুম নাও মানিস তবুও আমি তোকে রুজি পৌছে দেব। যদি তুই আমার ইবাদাত ছেড়ে দিস, আমার আনুগত্য যদি তোর ভালো নাও লাগে তবু আমি তোর রুজি দিতে থাকবো, রুটি আমি তোকে খাওয়াতে থাকবো।'
'ফাইন রাদিতাবিমা কাসাম্তাহু লাক্-'
'এই যে আমি তোকে রুটি দিলাম তুই আমার উপর রাজী আর খুশি হয়ে যা-'
'আরাকতু কাল্বাক অ-বাদানাক্-'
'তোকে আপন প্রেমিক বানাবো আর তোর দেহ ও মনকে শান্তিতে ভরিয়ে দেব-'
'অ-ইল্লাম তারদা বিমা কাসাম্তুহু লাক্-'

'আর যদি আমার দেয়া রুজির ওপর তুই সন্তুষ্ট না হোস; রুজির পেছনে দুনিয়া কামানোর পেছনে যদি অশান্ত হয়ে ছুটতে থাকিস, হারাম হালাল বাছ বিচার না করিস–'

'ফালা ইজ্জাতি অ–সুলতানি' 'তাহলে মনে রেখো, আমার ইজ্জত মর্যাদা আর বাদশাহীর কসম–'

'লা উসাল্লিতানা আলাইকাল দুনিয়া–'

'আমি তোর ওপর দুনিয়াকে চড়াও করে দেব–'

'ফার্‌কাদ্‌ ফিহা রাক্‌দাল উহুসি ফিল্‌ বারিয়া–'

'তখন তুই দুনিয়ার পেছনে এমন উম্মাদের মতো ছুটতে থাকবি যেমন শিকারীর ভয়ে পালাতে থাকে জানোয়ার।'

'সুম্মা লা ইয়াকুল্‌ লাহা মিন্‌হা কাতাব্‌তুহু লাক্‌–'

'তারপরও তুই ঐটুকুই পাবি যতটা তোর কপালে আমি লিখেছিলাম।'

'অতাকুনু ইন্‌দি মাগলুমা–'

'তখন তুই আমার (রাহমানুর রাহীম) সুনজর থেকে সরে যাবি।'

তো সেই রাহমান আর রাহীম আল্লাহ্‌ আমাদের কতুটুকু ভালবাসেন?

আল্লাহ্‌ আকবার!

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন্নি লাকা মুহিব্বুল ফাবি হাক্কি আলাইকা কুন্নি মুহিব্বা–'

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, 'হে বনী আদম, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার সেই ভালবাসার দাবী তুই–ও আমাকে ভালবাস্‌! হে আমার বান্দা, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার ভালবাসার কসম, তুই–ও আমাকে একটু ভালবাসা দে!'

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন জাকার্‌তানি জাকারতুক–'

'হে আদমের সন্তান, তুই আমাকে স্মরণ কর্‌ আমিও তোকে স্মরণ করবো–'

'অইন্‌ নাসাতানি জাকারতুক–'

হায়রে মানুষ! তুই আমাকে যদি ভুলে যাস তবুও আমি তোকে মনে রাখি আমি কখনও তোকে ভুলি না।

'তু শাফি নি অশাফিক–'

'আমার সাথে বন্ধুত্ব কর্‌, আমিও হবো তোর বন্ধু–'

'তু–ওয়ালিনি অ–ওয়ালিক–'

'আমার সাথে যখন খারাপ ব্যবহার করবি আমি কিন্তু তখনও তোর ভালো করবো–'

'তু–ওয়া রিদওয়ান্নি অ–আনা মু'মিনুন আলাইক–'

'আমি দেখতে থাকি কখন তুই খারাপ আচরণ ছেড়ে ফিরে আসিস আমার দিকে–'

আর যখন তুই আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে, আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তানের পথ ধরিস আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিস, আমার দিকে পিঠ ফিরে চলে যাস; তবুও আমি অপেক্ষা করি। যদি তুই এখনি ফিরে আসিস কাছে। তুই যতই আমার থেকে দুরে সরে যাবি আমি কিন্তু তোর দিক থেকে মুখ ফেরাবো না। আমি শুধু তোকে দেখতে থাকবো। দেখতেই থাকবো। মনে করবো, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বান্দা।

'তু ওয়া রিদওয়ান্নি অ–আনা মুমিনুন আলাইক–'

তুই আমার ওপর রাগ করবি আমি তোকে দেখতে থাকবো। যেমন, মা তার সেই মাসুম বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, যে তার ওপর রাগ করে চলে গেছে চোখের সামনে থেকে দূরে। মা কিন্তু তার পথের পানে চেয়েই থাকে। ভাবে, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বাচ্চা! এই বুঝি ফিরে এলো আমার কাছে।

আল্লাহ্‌ তো তার বান্দাকে মায়ের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ভালবাসেন।

এক হাদীসে এসেছে, সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্‌ যখন বান্দা তাওবা করে। আমাদের গোনাহের কোনও মূল্য বা প্রভাবই নেই আল্লাহ্‌র ক্ষমা আর দয়ার সামনে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার 'তাওবা'র উপর। কেমন খুশি হন?

'ইজা তা'বালা আব্‌দু লাহুল কানাদিনু ফিস্‌ সামায়ি–'

'যখন কোনও বান্দা তাওবা করে তখন আসমানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।' জ্বালানো হয় প্রদীপমালা। যেমন ধনী লোকেরা বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালায়। আর এক ফিরিশতাকে দিয়ে বলা হয়–

'ইস্‌তা লাহাল আব্‌দু আলা মাওলা–'

'শোনো শোনো হে আসমানের বাসিন্দারা! আজ এক বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি করে নিয়েছে।' এমন প্রতিপালক, এমন দয়াল আল্লাহ্‌তায়ালা!

তার সাথে সম্পর্ক তৈরি না করা কতবড় অন্যায়! তিনি আমাদের ফিরে আসার (তওবা) ওপর সমস্ত গোনাহকে কেটে দেন।

'ইয়া ইবনে আদাম, লাও, বালাগাত জুনুবুকা আনা নাস্‌সামাআ সুম্মাস্‌ তাগ্‌ফারতানি গাফারতুলাকা অলা উবালি–'

'হে আদমের সন্তান, যদি তোমার গোনাহ জমিন ভরে আসমানেও পৌঁছে যায়, যদি চাঁদ সুরুজকে ছুঁয়ে যায় তবুও তুমি যদি বলো, 'হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাকে মাফ করে দাও–' সাথে সাথে তোমার গোনাহ আমি এমনভাবে মাফ করে দিই যেন তুমি কোনও গোনাহ্‌–ই করোনি।'

এমনই হচ্ছে, রাহমান আর রাহীম আমাদের প্রভু।

চার

এমন কারিম, রাহিম, শফিক, হান্নান, মান্নান, রাহমান, দায়আন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক না করা; আর টাকা, পয়সা, ধন দৌলতের সাথে সম্পর্ক করা বা মন লাগানো কতবড় অন্যায়, কত বড় জুলুম! নবী ও পয়গম্বরগণ বান্দাদের এমন অন্যায় থেকে বের করে আনতেন। নবীরা কী করতেন?

এমন জুলুম বা অবিচার থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উদ্ধার করতেন। তারা বলতেন, ভাই তুমি মালিককে চিনে নাও। তোমার স্রষ্টাকে চিনে নাও। ভাই, তার সাথে সম্পর্ক করো যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌পাক নিজে বলেন–

'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম।'

'হে পথভোলা মানুষ! কী জিনিস তোমাকে দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে দিল! কেন ভুলে গেলি দয়ালু মালিককে।'

আল্লাহ্‌পাকের তো অনেক বড় বড় গুণবাচক নাম আছে; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যখন কুরআনকে শুরু করলেন তো সবার পয়লা নিজের রবুবিয়াতের সাথে বান্দার পরিচয় করিয়েছেন।

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার–'

আল্লাহ্‌ কে ? তিনি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, রব! রাব্বিল আলামীন! আল্লাহু আকবার! তিনি কিভাবে প্রতিপালন করেন? আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন–

'শাররুহুম ইলাইয়া শায়িজ অ খায়রি ইলাইহিম্ নাজিল আক্লাওহুম ফি মাদাজিইল কাআন্নাহুম ইয়াম্ইয়াম্ আকুনি-'

'আমি তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করি যে, প্রতিদিন তোমার গৌনাহ্ আমার কাছে আসে তবু আমার রহমতের দরোজা আমি খুলে দিই। আর আমি রাতের বেলা তোমাকে এমনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিই যে, যেন তুমি আমার কোন অবাধ্যতাই করোনি!'

তো আমার ভাই!

নবী কী করেন? নবী আমাদের বলেন, আল্লাহ্র থেকে সবকিছু হয়। আল্লাহ্ই বাঁচান ও মারেন। তিনি ইজ্জত দেন, তিনিই অপমান করেন। কাজেই আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যাও। দৌড়ে চলো। তাঁর জন্যে মৃত্যুকে বরণ ও আপন করে নাও।

আল্লাহ্ কি রকম রাহমান, রাহীম, কারিম বা দয়ালু?

'ইন্ তাকার্‌রাব ইলাইয়া শিব্‌রা-'

'তুমি এক বিঘত আমার দিকে এসো-'

'তাকার্‌রাব্‌তু ইলাইহি জিরাআ-'

'আমি এক হাত এগিয়ে যাবো তোমার দিকে-'

'ইন তাকার্‌রাব্ ইলাইআ জিরাআ-'

'তুমি এক হাত এগিয়ে এসো-'

'তাকার্‌রাব্‌তা মিনহু বায়া-'

'আমি দু'হাত এগিয়ে যাবো-'

'ইন্ আতানি ইয়াম্‌শি-,

'তুমি চলতে থাকবে-'

'আতায়তুহু হারওয়ানা-'

'আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসবো।'

তার মানে আল্লাহ্র রহমত বা দয়া দৌড়ে আসবে।

কত বড় কারিম, রাহমান, রাহিম, দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালা। বান্দা সামান্য উদ্যোগ নিবে তিনি দৌড়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। সুব্‌হানাল্লাহ!

তো ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মন দেয়া এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রভাব দিল থেকে বের করা হচ্ছে সফলতার প্রথম সিঁড়ি।

আমি ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানবো। যিনি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, তিনি সবকিছু ছাড়া যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। আমি বিশ্বাস আনবো আল্লার প্রতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণাবলী সহকারে। তাঁর গুণবাচক নাম কি? রাহমান, রাহিম, কারীম, জাব্বার, হান্নান, মান্নান। তিনি দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনি আমাকে ভালবাসেন মা'র চেয়ে। মায়ের ভালবাসার চেয়ে সত্তুরগুণ বেশি ভালবাসেন।

যে মায়ের একটা মাত্র ছেলে। চোখের তারা সে মায়ের। অন্তরের একমাত্র শান্তির কারণ সে। কলিজার টুক্‌রা। কিন্তু ওই মাকেই ছেলে যখন একবার ডাকে 'মা-'। মা জবাব দেন 'জ্বি'। আবার ছেলে ডাকে 'মা'। 'জ্বি'– জবাব দেন মা।

ছেলে আবার ডাকে। মা জবাব দেন। আবার ডাকে ছেলে। মা জবাব দেন। ছেলে বার বার ডাকে। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে যান মা। বলেন, 'মা' 'মা' ডেকে মাথা খাবি নাকি? চুপ কর্!'

অথচ বান্দা যখন তার প্রভুকে ডাকে 'আল্লাহ্!'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সত্তর বার তার জবাব দেন। সুব্‌হানাল্লাহ!

আবার ডাকে 'ইয়া আল্লাহ্!'

'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

'আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা!' জবাব দেন আল্লাহ্। সত্তুর বার! আল্লাহু আকবার।

এই ভাবে বান্দা হাজার বার ডাকে। 'ইয়া আল্লাহ্।' সত্তুর হাজার বার জবাব দেন আল্লাহ্।

'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'---!

একটা ঘটনা আছে।

এক মূর্তিপূজক ছিল। সে আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমরা তো মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌তালার জাত ও সীফাতকে জানি। তো সেই পূজারী পূজার ঘরে ঢুকে মূর্তিকে ডাকতো 'সনম' 'সনম'---।

সত্তর বছর ধরে সে ডাকলো। একদিন হঠাৎ। ফসকে ভুল একটা শব্দ বেরুলো তার মুখ থেকে। 'সামাদ'।

আসমান থেকে সাথে সাথে প্রতি উত্তর ভেসে এলো 'লাব্বাইক ইয়া আব্‌দি!'

ফিরিশতারা আরজ করলো, 'হে আল্লাহ্! এই পূজারী তো আপনার সম্পর্কে জানেই না।'

'কিন্তু সে আমাকে ডেকেছে।' বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহ্ বললেন।

'ভুল করে ডেকেছে, হে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! তবু আপনি জবাব দিলেন?!'

'আরে ফিরিশতারা! আমি সত্তর বছর ধরে অপেক্ষা করছি কখন আমার এই বান্দা আমার নাম উচ্চারণ করবে। একবার মাত্র। আর সাথে সাথেই 'আমি হাজির বান্দা' বলবো। যদিও সে ভুল করে আমাকে ডাকে।'

হায় দুর্ভাগা মানুষ!

তুই চিনলি না তোর দয়াল মালিককে!

মালিক রাহমান, মালিক রাহীম, মালিক কারীম।

তিনি চান তাঁর বান্দার অন্তর আর কারো দিকে না পড়ুক। আর কারও দিকে ঝুঁকে না যাক। আমার এতো আদরের বান্দা সে যেন আমারই সৃষ্ট অন্য কোনও জিনিসকে মন না দিয়ে বসে।

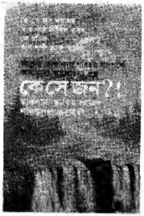

পাঁচ

তো এই আম্বিয়া আলাইহিসসালামের কাজ ছিল যাতে আমরা ওই দয়ালু মালিকের সাথে মিলিত হই, সম্পর্ক করি। যাঁর হাতে আসমান জমিনের যাবতীয় ভান্ডার।

ভাই,

দুনিয়াতে বড় কাকে বলে?

যার কাছে অনেক বেশি সম্পদ আছে, বেশি জমিন আছে, জমিদারি আছে। যার আছে অনেক বড় ব্যবসা, ক্ষমতা। কিন্তু আসলে সে বড় নয়। বরং তিনি বড় যিনি তাকে ওই সব জিনিস দান করে বড় করেছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে। যিনি তাকে জমি, ব্যবসা, ক্ষমতা আর সম্পদ দিয়েছেন তিনি মহা ক্ষমতাধর, প্রবল পরাক্রান্ত। আল্লাহ্ বড়। আর এই যে বড়ত্ব, বড়াই আর প্রতাপ এতো সামান্য সময়ের জন্যে। আজ যদি তার জমিন কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় ক্ষমতা, সম্পদ, ব্যবসা ও পদমর্যাদা?

তো কেউ তাকে আর জিজ্ঞেসও করবে না। অনেক বড় কর্মকর্তা, অবসর নিয়ে নিক কেউ তাকে মূল্য দেবে না।

আরেক সম্পর্ক আছে। যা মানুষকে সবচেয়ে বড় করে। তা হচ্ছে, 'মান রাফাআস্ সামাআ বি কুদরাতিহি–' 'যিনি আকাশকে উঁচু করে দিয়েছেন আপন অপার ক্ষমতা বলে...'

'বিগায়রি আমালিন তারাও নাহা–'

'যিনি বিনা খুঁটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আকাশকে'

'আলাম নাজ্আলিল আরদা মিহাদা–'

'কি আমি জমিনকে তোমাদের জন্যে করে দিইনি বিছানা?'

'অল জিবালা আওতাদা–'

'আমি কি পাহাড়গুলোকে পুঁতে দিই নি পেরেকের মতো?'

'অ–বানায়না ফাওকাকুম শাব্আন সিদাদা–'

'আমি সাত আকাশকে করে দিয়েছি ছাদ–'

'আন্না সাদাব্ নাল মা আসাব্বা–'

'কি আমি পানি বর্ষণ করে দিইনি?'

'সুম্মা শাকাক্নাল আরদা শাক্কা–'

'জমিনকে কি আমি চিরে ফেলিনি?'

'খালিকুল হাব্বি অন্ নাওয়া–'

'বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম কি আমি করিনি?'

'ইয়ুলিজুল লাইলা ফিন্ নাহার–'

'কি আমি রাতকে বদলে দিই নি দিন দিয়ে?'

'ইয়ুলিজুল নাহারা ফিল্ লাইল–'

'আবার কি দিনের পেছনে রাত্রিকে অনুসরণ করাইনা?'

রাত ও দিনকে বড় করে কে? কে ছোট করে রাত ও দিনকে? আমি আল্লাহ্ করি।

'ইয়ুগ্শিল লাইলা অন্ নাহার–'

'রাত ও দিনকে সামনে ও পিছনে করি আমি।'

'গরম ও শীত আমি আনি।'

'অশ্ শামসু তাজরি লিমুস্ তাকারিল্লাহা জালিকা তাক্দীরুল আজিজুল আলীম–'

'তিনি সূর্যকে পূর্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত দেন; যার মাঝে রয়েছে পরাক্রান্ত আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ্য নিদর্শন।'

'অজাআলনা সিরাজাঁও অহহাযা–'

'তাকে (সূর্য) তৈরি করেছি জ্বলন্ত তীব্র প্রদীপ হিসেবে–'

'অল কামারা কাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদাকাল উরজুনীল ক্বাদিম–'

'চাঁদকে আমিই ছোট ও বড় করি। তা কখনও খেজুর গাছের শাখার মতো পাতলা হয় আবার থালার আকার ধারণ করে–'

'অস্সামাআ রাফাআহা–'

'আসমানকে আমিই করেছি উঁচু–'

'জমিনকে নিচু করেছি আমিই। আমার পরাক্রমের দ্বারা। সৃষ্ট বস্তু তৈরি হয়েছে আমি ইচ্ছে করেছি বলে।

'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অলআরদি–'

'লক্ষ্য করো, আমার তৈরি আকাশ ও জমিনের দিকে–'

'অখ্তিলাফিল লাইলি অন্ নাহার–'

'লক্ষ্য করো, দিন ও রাত্রির পরিবর্তন।'

রাত আসে, আঁধারই আঁধার! সূর্য ওঠে, আলোয় আলো! সূর্য অস্ত যায়, ফের অন্ধকার। গাঢ় কালো অন্ধকার।

'অল ফুল্কিল লাতি তাজরি ফিল বাহ্রি বিমা ইয়ান ফাউন নাস–'

সাগরের বুকে ছুটে চলেছে ছোট জাহাজ। কে তাকে পৌঁছে দেয় তীরে? একমাত্র তিনি আল্লাহ্। একা। একাকী তিনিই সমাধান করেন সকল সমস্যার। এক মহাসমুদ্রে এতো বড় ক্ষমতা রয়েছে যে তার একটা ঢেউ গোটা দুনিয়াকে নিমজ্জিত করে দিতে পারে সমুদ্রের অতল তলায়। সেখানে সেই উত্তাল, বিশাল পাহাড়ের মতো ঢেউগুলোর মাঝে একটা ছোট্ট জাহাজ তো কিছুই না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ওই উত্তুঙ্গ উর্মিমালার মাঝে আমিই ভাসিয়ে রাখি জলযানগুলোকে। আমিই পৌঁছে দিই তীরে।'

'অমা আনজালনাহু মিনাস সামায়ি মিম্মা–'

'তারপর দেখো তোমরা বৃষ্টির দিকে। আকাশ থেকে কোমল ফোঁটায় যা নেমে আসে মাটির বুকে।'

যদি ফোঁটাগুলো সুতীক্ষ্ণ ধারালো করে দিতেন তাহলে ধ্বংস হতো পৃথিবী; ঘর বাড়ি অট্টালিকার ছাদ ফুটো হতে হতে ভেঙে পড়তো।

তো এই আল্লাহ্, রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মালিক। তাঁর মুঠোয় রয়েছে বিশ্ব ব্রম্মান্ড।

'অল আরদু জামিয়ান কাব্দাতুহু।'

'জমিন তাঁর কব্জা (মুঠো)র ভেতর।'

'অস্ সামাওয়াতি মাত্বিয়াতুন বিইয়ামিনিহি–'

'এবং আকাশগুলো তাঁর মুঠোর ভেতর–'

'ইয়ুখ্রিজুল হাইয়া মিনাল্ মাইয়িতি–'

'তিনি জীবনের ভিতর থেকে মৃত্যুকে বের করে আনেন–'

'ইয়ুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি–

'তিনি মরণের ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে–'

তিনি মরুভূমিকে পরিণত করেন শস্য শ্যামল সবুজে। সাগরের পানিকে তৈরি করেন বাষ্পে। হাওয়াকে আদেশ করেন বাষ্পকে শূণ্যে ওঠাতে। সেখানে বাষ্পকে আদেশ দেন মেঘ হতে। মেঘকে হুকুম দেন বৃষ্টি হতে।

'ইয়ুসাব্বিহুর রাদে বিহাম্দিহি–'

'তারপর ফিরিশতা তাকে খিঁচতে থাকে–'

এরপর ওই মেঘমালা থেকে নেমে আসে বৃষ্টি। ফোঁটায় ফোঁটায়। জমিনের দিকে। এদিকে জমিনকে হুকুম দেন 'বুককে চিরে দে'। জমিন চিরে দেয়। বৃষ্টির ফোঁটা আশ্রয় নেয় তার পেটে।

'আ আন্তুম আন্জাল তুমুহু মিনাল্ মুজ্নি আম্ নাহ্নুল মুনজিলুন–'

'বৃষ্টি তোমরাই বর্ষণ করাও, না আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি?'

তারপর বীজকে বলেন, 'তোর বুক চিরে ফেল্! বীজ অঙ্কুরিত হয়। কান্ড তৈরি করেন। তাকে বলেন, 'শিকড় তুমি মাটির আরো গভীরে যাও।' সে আরও গভীরে যায়। সেখানে তাকে ফের আদেশ দেন, 'মাটি থেকে খাদ্য ও পানি সংগ্রহ করো।'

সে তাই করে। এবার উপরে তোমার ডালপালা ছড়িয়ে দাও। তারপর পাতাকে আদেশ দেন, 'পাতা উপরের দিকে ওঠো'। ওঠে। বাতাসকে বলেন, 'বাতাস তুমি এতো জোরে প্রবাহিত হয়োনা যে পাতা ছিঁড়ে যায়, উড়ে যায়। হাওয়া থমকে যায়। ছোট্ট একটা পাতাকে হাওয়া উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম। সে জোরে প্রবাহিত হয় না। এমনিভাবে শিকড়কে নিচে যেতে বলেন। পাতা, ডালপালাকে উপরে উঠতে বলেন।

'কাজার্ ইন আখ্‌রাজ্জা সাত্‌রাহু; ফাআজারাহু ফাস্‌তাগলাজ্জা ফাস্‌তাআ আলা শুকিহি–'

এটা আমার রব একাই করেন। তিনি জমিনকে চিরে দেন, বীজের বুক ফাটিয়ে দেন, শিকড়কে নিচে নেমে যেতে বলেন, পাতাকে উপরে ওঠান, পাতাকে বড় করেন। ডালকে বলেন, 'শাখা তৈরি করো'। শাখা তৈরি হয়। শাখাকে বলেন, 'প্রশাখা তৈরি করো।' প্রশাখা তৈরি হয়।

তাকে বলেন, 'কলি তৈরি করো।' কলি তৈরি হয়। কলিকে বলেন, 'ফুল তৈরি করো' ফুল তৈরি হয়ে যায়। ফুলকে বলেন, 'ফল তৈরি করো–।' ফল তৈরি হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অমা তাখরুজু মিন্ সামারাতিম্ মিন্ আকুমামিহা–' 'আমি জানি গাছের কোথায় কোন্ জায়গায় ফল আসবে। আমি সব জানি।'

'অমা তাহ্‌মিনু মিন্ উন্‌ফা।' 'অমা তাদাও ইল্লা বিইজ্‌নিহী' 'আমি জানি, গর্ভবতী নারীর পেটের ভিতর কি আছে? আর এও জানি সমুদ্রের তলায় কি আছে। কোটি কোটি মাছের পেটের ভিতর কি আছে আমি জানি। মানুষ তো বটেই, কোটি কোটি মাদী জীব জানোয়ার, সাগরের অতল তলার লাখ লাখ মাদী মাছ, মাটির উপরে ও গভীরের কোটি কোটি মাদী কীট–পতঙ্গের পেটের ভিতর কি আছে তাও তিনি, আল্লাহ্ জানেন।

কতগুলো মুরগীর ডিম মানুষ খাবে, কতগুলো পচবে, কতগুলো ডিম পাড়বে, কতগুলো বাচ্চা ফুটানোর জন্যে বসানো হবে, তার থেকে কতগুলো নষ্ট হবে আর কতগুলো বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে আসবে তিনি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন। বাচ্চা গুলোর ক'টা মোরগ আর ক'টা মুরগী হবে তাও তিনি জানেন। 'অশিয়া ইল্‌মুহু।' সব তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। সব কিছুর ওপর মহাজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞান ছায়া ফেলে রেখেছে।

'অসিয়া সামিউল আখলাক' তাঁর শোনার ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত রয়েছে যে গোটা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতে শুরু করে, আর সেটা যদি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে, আর আসবে সবাই মিলে বলে, তবুও তিনি তা এক পলকে শুনে নেন। প্রত্যেকের আলাদা কথা, ভাবভঙ্গী, দাবী–দাওয়া, চাওয়া–পাওয়া সব তিনি শুনে নেন হুবহু। তা জীবিত হোক বা মৃত, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দানব হোক বা মানব, কীট বা পতঙ্গ, জীব হোক বা জানোয়ার, হিংস্র জীব হোক বা নিরীহ প্রাণী, কালো মানুষ হোক বা সাদা, আরবী হোক বা আজম, পশ্‌তুতে হোক বা হিন্দী, আরবীতে বলে বা বাঙলায়, উর্দুতে বলে বা হিব্রু, ইংরেজীতে বলে বা ফ্রেঞ্চ, ডাচ ভাষায় বলে বা ল্যাটিন–সারা দুনিয়ার সব ভাষাভাষীর মানুষ বলুক বা বিচিত্র নিজস্ব ভাষায় জীব জানোয়ার, কীট পতঙ্গ, পোকা মাকড় সবাই যদি একসাথে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ্ তা শুনে নেন। পলকে। এক মুহূর্তে।

'লা ইয়ুস্‌মিলুহু শামআন্ আন্ শাম্, অলা কাওলাম্ আন্ কাওল, অলা মাসআলাম্ আন্ মাসআলা।' আল্লাহতায়ালা এমন প্রতিপালক ও শ্রোতা যে, যে কোনও ভাবে যে কোনও ভাষায় –যা কিছু বলে সব শুনে ফেলেন কোনও শোনাতে ভুল হয় না। আর প্রত্যেকের কথা শোনেন। কমা, দাঁড়িসহ।

'অলা ইয়াতাবার্‌রাম বি আল্‌হাহি অবিল হাজাত।'

'আর তোমাদের চাওয়া, পাওয়া করে দেখাতে আমার কোনও অভাব পড়ে না।'

কোনও মানুষের কাছ থেকে জান বাঁচাতে চাও তো তার কাছে ধার চাও; সে তোমার বাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিবে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাও তো তার কাছে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন চাও। তিনি তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন! তাঁর রহমত টুকরো টুকরো হয়ে চলে আসবে তোমার কাছে। তাঁর কাছে চাইলে খুশি হন, না চাইলে নারাজ হন। তিনি এমন দেনেওয়ালা, এমন দাতা যে জান্নাতে সবাইকে একত্রিত করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত লোক বেহেশতী হয়েছে তাদের সবাইকে ডাকবেন। বলবেন 'আমার বান্দা আজ তুমি চাইবে আমি দেবো। আজ চাও।'

'লান কুমাতিমাল ইয়াওমা বিক্বাদ্‌রি আমালিকুম–'

'আজ তোমাদের পূণ্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে দেব না। দেবো আমার রহমত থেকে। কাজেই চাও।'

বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আর কী চাইবো, তুমি তো সবকিছু দিয়েছো!'

'না বান্দা, তবুও চাও।'

'আচ্ছা, হে পরম প্রভু, তুমি আমাদের উপর রাজী হয়ে যাও,' তখন বান্দা বলে।

আল্লাহ পাক বলেন, 'বিরাদা–ই ইয়ান্‌কুম আহ্‌লাল্‌তুকুম বি দুয়ারী–'

'আরে! রাজী হয়ে গেছি বলেই তো এখানে বসিয়েছি। আজ এখন চাও, কী চাইবার আছে?'

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবে বান্দা। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ, আরো চাও।' আবার চাইতে শুরু করবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা।

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ। আরও চাও।'

'আর কি চাওয়ার আছে?'

'এখন পর্যন্ত তো তোমরা তোমাদের শান মতো চেয়েছ। এবার আমার শান মতো চাও।'

এবার বান্দারা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে। কী চাওয়া যায়? চাওয়ার তো আর কিছু দেখছি না। আজ তাদের বুদ্ধি কিন্তু পার্থিব বুদ্ধি নয়, বেহেশতী বুদ্ধি। বেহেশতী মস্তিস্ক, বেহেশতী মেধা, বেহেশতী চিন্তাক্ষমতা। তবু তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের চাওয়ার আর কী বাকী থাকতে পারে।

আবার আল্লাহতায়ালা বলেন, 'বান্দা, আরো চাইতে থাকো।'

বান্দা আবার প্রার্থনা করতে থাকবে। ক্লান্ত, দিশেহারা। তারা বলবে, 'ও আল্লাহ, আর তো চাওয়ার কিছুই দেখছি না! কি চাইবো!'

আল্লাহতায়ালা বলেন–

'ইয়া ইবাদি ক্বাদ রাদিতুম বিদুনি মা ইয়াশাকু লাকুম–'

'আরে আমার বান্দা, তুই তো নিজের শান মতো চেয়েছিস। আমার শান মতো কিভাবে তুই চাইবি? যা, তোর শান মতো যা চেয়েছিস তা–ও দিলাম। আর আমার শান অনুযায়ী যা তুমি চাইতে পারো নাই তা–ও দিলাম!

দাতা তো এমনই হওয়া চায়।

এখন বলেন ভাই, এমন দাতা প্রতিপালকের প্রতি মন প্রাণ না সঁপে দেয়া কতবড় অন্যায়! এই অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রভাব না থাকা। স্রেফ আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহরই স্থান এই অন্তরে থাকবে। আর আল্লাহতায়ালা তার বান্দার কাছে চান ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী চায় স্বামীর অন্তরে একমাত্র তার ভালবাসা বিরাজ করুক। তারপর সে তাকে শুকনো রুটি দিক খেতে আর পরতে

দিক মোটা কাপড়। কোনও আপত্তি নেই। তেমনি আল্লাহ্তালাও চান বান্দার অন্তর জুড়ে সব সময় আমার ভালবাসা, আমার স্মরণ বিরাজমান থাকুক।

আর যদি স্বামী অন্যের হয়ে যায় তারপর যতই সোনা দানা আর ধন সম্পদ স্ত্রীর পায়ের তলায় ফেলে দেয় তাতে স্ত্রী সুখী হয় না। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও বান্দার অন্তরে দৃষ্টি রাখেন। দেখেন সেখানে তিনি আছেন না অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসা রয়েছে। আমরা কি জানি কেন ইয়াকুব আলাইহিসসালাম এর কাছ থেকে তার নয়নের মণি, আদরের দুলাল নবী সন্তান, ইউসুফ আলাইহিসসালাম কে কেড়ে নিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? চল্লিশ বছর ধরে পিতা পুত্র আলাদা ছিলেন।

কেন?

মিশর থেকে শ্যামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) মাত্র এক মাসের পথ অথচ কেউ কারো দেখা পাচ্ছে না। জানতে পারছে না। কে কোথায়? কতদূর? কেমন আছে? ইউসুফ আলাইহিসসালাম এর অনুমতি নেই যে পিতাকে জানায় আমি কাছে আছি, পাশেই আছি; ভাল আছি। কেঁদো না।

ওদিকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ইয়াকুব আলাইহিসসালাম এর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'অব ইয়াদ্দাতা আয়না মিনাল হুজ্নি ফাহুয়া কাবিম।'

তারপর যখন দেখা হলো ইয়াকুব আলাইহিসসালাম আবার চক্ষুষ্মান হলেন। বাপ বেটার মিলন হলো।

তখন আল্লাহতায়ালা ইয়াকুব আলাইহিসসালাম কে বললেন, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে তোমার সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম? কারণ একদিন তুমি নামাজ পড়ছিলে। পড়তে পড়তে আচমকাই তোমার কানে ভেসে এলো ইউসুফের কান্নার শব্দ।

তোমার দৃষ্টি পিছলে চলে গেল ইউসুফ আলাইহিসসালামের দিকে। আমি তীব্র অভিমানে সিদ্ধান্ত নিলাম বিচ্ছিন্ন করবো তোমাকে ইউসুফের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সৃষ্ট ইউসুফের দিকে আমার নবীর দৃষ্টি! নবী হয়ে স্রষ্টাকে অবহেলা করে সৃষ্টির দিকে নজর। আল্লাহ তার সাথে কারও অংশীদারী পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা মহান বিশ্বপ্রভু তার ভালবাসায় কারও অংশী পছন্দ করেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মতো খলিল যখন তার নবী পুত্র ঈসমাইল এর দিকে বার বার মমতার দৃষ্টি ফেলছেন জবাই এর পূর্ব মুহূর্তে (আর এটা স্বাভাবিক পিতা তার পুত্রকে এমন সঙ্গীন মুহূর্তে দেখবেই। তা জেনে হোক বা অজান্তেই।)

তো ঠিক তখনি অদৃশ্য থেকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন, 'ইব্রাহিম, ছুরি চালাও --ছুরি চালাও --!!

সত্তুর বার ছুরি চালালেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম।

প্রথম বারেই দুম্বা রাখতে পারতেন আল্লাহতালা। কিন্তু বার বার তাকে দিয়ে ছুরি চালালেন। ছুরি চালাতে চালাতে অন্তর থেকে তাঁর সব অপত্য স্নেহের উদ্দীপনা নিঙড়ে বের করে নিলেন। প্রতিবার ছুরি চালাচ্ছেন ছেলের গলায়! আপন ছেলে! নবী! বুক ভরা ভালবাসা! তিল তিল করে বলি দিচ্ছেন। উজাড় করা পুত্র প্রেম মুখ থুবড়ে পড়ছে। আসমান জমিন নিথর। রুদ্ধশ্বাস। আসমানের বাসিন্দাদের মাঝে কান্নার রোল!

সত্তুর বার ছুরি চালানোর পর পুত্রের জন্য আর কিছুই রইলো না নবী ইব্রাহিম এর মনের কোণে! বাকী থাকলো আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিশ্ছিদ্র আর নির্ভেজাল উদ্দীপনা! উদ্যম!

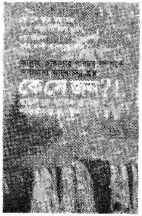

ছয়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে এটাই আল্লাহর চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে আমার সাথে সম্পর্ক করো প্রেমের, ভালবাসার আর আনুগত্যের মহান সম্পর্ক। আমার জন্যে আত্মবলিদান দাও। আমি ছাড়া সবকিছুকে বের করে দাও অন্তর থেকে। আমি আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম।

এজন্যে বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন মগ্ন হয় আল্লাহর প্রতি। পূর্ণ মনোযোগ দেয় সর্বশক্তিমানের দিকে। তারপর কখন জানি আচমকাই কীসের চিন্তা, কীসের ভাবনা তাকে উদাসীন করে দেয়। অন্যমণস্ক হয় আল্লাহর থেকে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে আওয়াজ দেন, 'ইয়া ইবনি আদাম! ইলা মান্ তাল্তাফিৎ। ইলা মান্ হুয়া খায়রুম মিন্নী?'

হে বনী আদম, তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফেরালে কেন? তুমি কি আমার চেয়ে উত্তম কিছু পেয়েছ? আমার চেয়ে বেশি কী সৌন্দর্য তুমি পেলে? তুমি কাকে দেখছো? কার ভাবনা পেয়ে বসলো তোমাকে? যে তুমি আমার মতো দয়ালু কে ভুলে গেলে? বান্দা বিশ্বাস করো, আমার চেয়ে বেশি সুন্দর, বেশি উত্তম আর কিছু নেই। তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে, বান্দা? তুমি আমাকে ছেড়ে? কাকে দেখছো? আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

বলুন দোস্তো, স্বয়ং আল্লাহ, স্রষ্টা নিজে তার বান্দার কাছে এমন অনুরোধ উপরোধ করছে! আমাদের কাছে তাঁর কী ঠেকা? কী প্রয়োজন আমাদের তাঁর কাছে। কী মূল্য আছে তার কাছে আমাদের?

তবু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহু আকবার! আশ্চর্য! তিনি মালিক হয়ে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। সেই আল্লাহ যার এতো বড় মাহাত্ম ও পরাক্রম যে তিনি যখন জিব্রাইল আমিনের মতো এতো বড় ফিরিশতা (যার মাথা সিদরাতুল মুনতাহা আর পা তাহতাস্ সারা। আর দেহ গোটা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত) কে ডাকেন, 'হে জিব্রাইল!' সাথে সাথে আসমানের উপর থেকে সাত জমিনের নিচ পর্যন্ত দীর্ঘ ও ছয়শত পাখা বিশিষ্ট সুবিশাল জিব্রাইল আলাইহিসসালাম, যার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পৌছাতে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের পথ পেরুতে হয়, তিনি ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে একটা পাখির মতো কাঁপতে থাকেন। যার সামনে আসমান ঝুঁকে আছে, তারা মন্ডলী ঝুঁকে আছে। পাথর রয়েছে সিজদায়। পাহাড়গুলো তার সামনে ঝুঁকে রয়েছে। সিজদায় রত আছে সমুদ্র সাগর, নদ-নদ খাল-বিল, মহাসমুদ্র। গাছ-পালা সিজদা করছে। এক একটা পাতা সিজদা করছে। যিনি রাহীম, ওয়াহ্হাব, রাজ্জাক, মালিকাল মুল্ক, রাহিমাল মাসাকীন, জুল জালালি অল্ ইকরাম, আর হামার রাহিমীন, মাতিন, আওয়ালুল আওয়ালিন, আখিরাল আখিরিন, অ

তাওয়াব, জুল কুয়াতিল মাতিন, আলবার, ওয়াকিল, ওয়ালি–এত বড় গুণাবলীর আল্লাহ তায়ালা যিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া গোটা বিশ্বজগতকে একা একাই সৃষ্টি করেছেন। এমন পবিত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা পায়খানা পেশাব আর নাপাকি ভরা মানুষকে ডাকতে থাকেন।

'আরে বান্দা আমি তোর দিকে চেয়ে আছি আর তুই কার দিকে?'

'মান্‌জা তুহা, মাশহুম তুবা, আম্‌রি গায়িব!' 'আরে! আমি তোর দিকে চেয়ে রয়েছি, তুই কাকে দেখছিস?'

তারপরও যদি বান্দা তার দিকে ফিরে না তাকায় তখন আল্লাহতায়ালা ডেকে বলেন, 'আমার বান্দা তুই কাকে দিখছিস? আমার সৃষ্টিকে? না–না তুই আমার দিকে দেখ!'

এবারও যদি বান্দা তার দিকে রুজু না ... তখন আল্লাহতায়ালা আবার বলেন, 'ও আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টিকে। না–না, তুই আমার দিকে ফিরে দেখ!'

এখনও যদি বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে মনোনিবেশ না করে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমার এই বান্দার দেখছি আমাকে কোন প্রয়োজন নেই!!' তো ভাই, এমন আল্লাহকে নিজেকে নিঃশেষ করে পেতে হবে এমন আল্লাহর জন্যে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু কে।

আল্লাহতালা আমাদের কাছে চান তার ভালবাসা নয় ইশ্‌ক! ইশ্‌ক! একটা হচ্ছে ভালবাসা আর একটা হচ্ছে ইশ্‌ক! ভালবাসা ভাগ করা যায়। কিন্তু ইশ্‌ক শুধু একজনের জন্যেই হয়। যা একজনের জন্যে তাকে জগতের সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে শুধু এক জনের দিকে দিশাহারা আর মোহগ্রস্থ করে রাখে। ভালবাসা সবার জন্যে। স্ত্রীর জন্যে, মা–র জন্যে, বাবার জন্যে, সন্তানের জন্যে, চাকরির জন্যে, বসের জন্যে, বোনের জন্যে, ভায়ের জন্যে, পদের জন্যে, মর্যাদার জন্যে, ক্ষমতার জন্যে, কন্যার জন্যে হয়। কিন্তু এই ভালবাসা গাঢ় হতে হতে এমন প্রগাঢ় ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে কোনও এক জনের জন্যে হয়ে যায়। সবাইকে; সবার ভালবাসাকে ভুলিয়ে দেয়। এমনকি নিজের সত্ত্বাকে পর্যন্ত ভুলিয়া দেয় শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে তার পায়ের তলায় রেখে দেয়। এতই গভীর সেই প্রেম যে নিজের জীবনকে তার প্রেমিকের জন্যে বলিদান দিতে দ্বিধা করে না। তাকে বলে ইশ্‌ক! 'আল্লাজিনা আম্যানু আশাদ্দুহুব্বুল লিল্লাহ।' যারা ঈমান এনেছে তারা আমার আশিক, এই আশাদ্দু হুব্বুল শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈশ্‌ক।

আল্লাহ আমাদের কাছে কি চান?

তিনি চান আমরা সবার কাছ থেকে সরে এসে সব ভালবাসা নিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে ফিরে আসি। স্রেফ একজন। তিনি আল্লাহ। তাঁর হয়ে যাই। আর কারো নয়। 'শুধু আমার জন্যে, এমন কি তোমার নিজের জন্যেও তোমার আর কিছু থাকবে না। তুমি শুধু আমার হবে।'

আরে ভাই, আমরা তো আল্লাহর সাথে সম্পর্কের স্বাদ জানি না। এর মাঝে যে কী শান্তি, কী আবেশ আর আনন্দ! যদি সম্পর্ক করতাম তো বুঝতাম কতো অনাবিল সে শান্তি! ভাই! সৃষ্ট জিনিসের প্রেম বা ইশ্‌ক্ কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে! সে সব 'কিছু ভুলে যায়। 'মজনু'র নাম শুনেছেন? তার আসল নাম ছিল 'তাওবা'। আরবীতে কায়েস নামে সে পরিচিত। আমাদের কাছে সে 'মজনু' নামে বিখ্যাত। আসলে তার নাম ছিল তাওবা। বাপের নাম সুম্মা। তিনি সর্দার বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তো 'তাওবা'র সাথে ইশ্‌ক্ হয়েছিল লায়লার। বাপ একদিন তাকে হেরেম শরীফে আটকালো। তাকে বলা হলো, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি লায়লার সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দাও। তাওবা করো এখানে। এই বায়তুল্লাহ তে।' সে হাত ওঠালো–

'ইলাহী, তুবতু মিন্ কুল্লিল মুআফি; অলাকিন হুব্বাল লায়লা লা আতুবু।'

'হে আল্লাহ, সব গুনাহ থেকে আমি তাওবা করছি কিন্তু লায়লার সাথে সম্পর্ক ছাড়তে পারছি না।'

ভাই, সৃষ্ট জিনিসের সাথে সম্পর্ক! হায়! মাটি, পেশাব, পায়খানার মানুষের সাথে প্রেম! তার থেকে তাওবা করতে পারছে না। সে বলল–

'আওয়াহুম আলা তাস্‌লিবনি হুব্বাহা আবাদা; অ ইয়ার হামাল্লাহ আবাদান কামা আমিনা।'

'হে আল্লাহ, লায়লার সাথে আমার ঈশ্‌ক চিরদিনের করো। আর যারা আমার সাথে আমিন বলছে তাদেরও মঙ্গল করো।'

মজনু কুকুরের পা'য়ে চুমু খাচ্ছে।

'কুকুরের পায়ে চুমু খাচ্ছ কেন?' লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল।

'আরে ভাই!' সে কান্না ভেজা স্বরে বলল, 'তোমরা কি জানো না, এই কুকুর লায়লার শহরের গলি দিয়ে আসা যাওয়া করে।'

'সেজন্যে–!?'

'হ্যাঁ ভাই, তাও সব সব সময় নয়। কখনো সখনো। তাই ওর পায়ে চুমু খাচ্ছি আমি।'

ভাই,

আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। ইশ্‌কের কারণে। এই ইশ্‌ক আল্লাহতায়ালার সাথে গড়ে ওঠে মানুষের সে জন্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দুনিয়াতে এসেছিলেন। এখন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ কি? উপায় কি? সেটা হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ার সেতুবন্ধন।

'আনা নাবীয়াল আম্বিয়া।'

'আমি নবীদেরও নবী।' বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

'লিবাদিল হাম্‌দি বিয়াদিহ্ ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।'

'প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে কাল কিয়ামাতের দিন।'

'সাইয়্যিদুহুল ইয়া আদামু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্।'

'আদম সন্তানদের সর্দার হবো কিয়ামাতের দিন।'

'মা ফাতিউল জান্নাতু বিয়াদিহ্ ইয়াওমাল কিয়ামাতি।'

'জান্নাতের চাবি আমার হাতে থাকবে কিয়ামাতের দিন।'

এমন নবী ছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। কোনও মানবসন্তান আল্লাহকে দেখেনি, দেখতে পাবে না। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালাকে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, মুসা।' বললেন আল্লাহতায়ালা।

'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই।' জিদ ধরলেন মুসা।

'ঠিক আছে। দেখো।'

সত্তর হাজার পর্দা আল্লাহর আরশের সামনে আছে। সেটা সরালেন আল্লাহতায়ালা। তাঁর জাতে আলীর নূরের একটা কণার ঝলক ছুঁড়ে দিলেন।

'জাআলাহু দাক্কা–'

পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলোয় পরিণত হলো। মুসা আলাইহিস সালামের মতো দুর্দান্ত নবী চল্লিশ দিন পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেন।

অথচ আপন হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কী ব্যবহার করলেন?

'হা আলাল্লাজি আস্‌রা বিআব্‌দিহি লায়লাম্ মিনাল্ মাস্‌জিদুল হারাম ইলাল্ মাস্‌জিদুল আক্‌সা।'

এক পা মুবারাক বায়তুল্লাহে আরেক পা মাসজিদুল আকসায়। দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। সমস্ত নবীদের নিয়ে। তিনি ইমাম। তারপর উঠলেন প্রথম আকাশে। দেখা হলো আদম আলাইহিস সালামের সাথে। উঠলেন দ্বিতীয় আকাশে। দেখা হলো ইয়াহিয়া ও জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সাথে। ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো তৃতীয় আকাশে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো চতুর্থ আকাশে। পঞ্চম আকাশে দেখা হলো ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে। ষষ্ঠ আকাশে উঠলেন। দেখা হলো হারুন আলাইহিস সালামের সাথে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো। সপ্তম আকাশে দেখা হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা। এখানে এসে জিব্রাঈল আমিন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আর ওপরে ওঠার অনুমতি আমার নেই।'

এরপর আরশ্ মহল্লা থেকে নেমে এলো একটা মহামূল্যবান রত্ন খচিত শাহী তাখ্ত। তিনি তাতে চড়লেন। সেই তাখ্ত তাঁকে নিয়ে উড়তে শুরু করলো।

'সুম্মা দানাফাতা দাল্লা ফাকানা কাবা কাওসায়নি আও আদ্না ফা আওহা ইলা আব্দিহিমা আওহা মা কাদাবাল্ ফুআদামা আরা আফা তা মারুনা অমা ইয়ালা ইয়ারাও।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো কাছে গেলেন, এতো নিকটে গেলেন যে আর কেউ সেখানে পৌছাতে পারেনি। পারবেও না।

তো ভাই,

আল্লাহর সাথে কে সম্পর্ক গড়বে? যে নবী আলাইহিমুস সালামের তরীকায় আসবে। যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরীকায় আসবেন। যিনি এই পবিত্র আদর্শ মতো চলবেন তিনি কালো মানুষ হয়েও সফলকাম। যে এই আদর্শ মতো চললো না সে কুরাইশী, হাশমী, সৈয়দ হয়েও ব্যর্থ। আবু লাহাব কুরাইশী, সৈয়দ ও হাশমী। কিন্তু জাহান্নামী। (তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব.....')।

আর বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)। পিতার নাম পর্যন্ত ঠিক জানা যায় না। দাদার নাম কেউ জানে না। মোটা দীর্ঘ দেহ। কোঁকড়া চুল, গর্তে ঢোকা চোখ। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। দুনিয়াতে তিনি কত সম্মান পেলেন! মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন। মুয়াজ্জিনের কী মূল্য!, আমরা জানিনা। আমরা তো জানি জেনারেল, মেজর, কমিশনার আর ডাক্তার সাহেবের মূল্য। মুয়াজ্জিনের মুল্য কতটুকু তা আমরা আজ জানিনা। আমাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা আজ মূর্খ হয়ে রয়েছি। মুয়াজ্জিন সে, যাকে কবরের মাটি খেতে পারে না। 'লা ইয়াদা আদ্দু ফি কাব্রিহি।' বড় বড় বাদশাহকে কবর ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। বড় বড় ক্ষমতাধরকে কবর নিষ্পেষিত করে ফেলবে। যদি ঈমান, আমল ও তাকওয়া না থাকে। আর মুয়াজ্জিন? তাকে ছোঁয়া কবরের মাটির জন্যে হারাম।

'আসওয়ালু আনা কাল্ ইয়াওমাল্ কিয়ামাহ্।'

'কাল কিয়ামাতের দিন মুয়াজ্জিন সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবে।'

লম্বা গর্দান মানে সে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবে। গোটা হাশরবাসী এক সাথে তাঁর উজ্জল নূরানী চেহারা দেখতে পাবে। এতো উঁচুতে! ঘোষণা হবে। 'মুয়াজ্জিন কোথায়?'

ঘোষণা হবে, 'ইমাম কোথায়, কোথায় ওলামা? এদেরকে আগে মোতির মিম্বরে নিয়ে বসাও। বাকীদের পরে হিসাব নিকাশ হবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একবার আজানের ফজিলত আলোচনা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, তাহলে তো দেখছি আজান দেয়ার জন্যে আপনার উম্মত তরবারি বের করে ফেলবে। (অর্থাৎ এতো বড় পূণ্য পাবার জন্যে একে অপরকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না।)

'কাল্লা ইয়া ওমার,' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'কক্ষণো তা নয় ওমর! এমন একদিন আসবে যখন আমার উম্মত আজান তাদেরকে দিয়ে দেবে, যারা সমাজে অবহেলিত, অপমানিত, দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ। আর আজান দেয়াকে সবচেয়ে অবমাননাকর মনে করবে।' এতো মুয়াজ্জিন সম্পর্কে! আজ আমাদের জ্ঞান, বোঝার শক্তি ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমরা আলিম, মুয়াজ্জিন, হাফিজ, ক্বারী এদেরকে কোনও মর্যাদাই দিই না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এদের কতো সম্মান দেখুন–

'ইন্না ফিল্ জান্নাতি নাহ্রান ইস্মুহু, রায়আন আলাইহি মাদিনাতুম মিম্ মারজান লাহু সাবউনা আল্ সাবাব্, মিম্ বাদিন্না ফিত্তা লাহামিন আল্ কুরআন।'

'বেহেশতে একটা ঝর্ণা আছে। যার নাম রায়আন। যার ওপর একটা প্রাসাদ আছে। নাম মারজান। যাতে সত্তর হাজার সোনা রূপার দরোজা রয়েছে। যা হাফিজে কুরআনকে আল্লাহতায়ালা পুরস্কার স্বরূপ দেবেন।'

আজ হাশরের মাঠে সব ডিগ্রিধারীরা পিছনে পড়ে রইলো। আগে কে আছে? হাফিজে কুরআন। আজানদাতা। আর ইলমের অন্বেষণকারীরা।

বিলাল (রাঃ) মুয়াজ্জিন হলেন। আর মর্যাদার এমন স্তরে পৌছুলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেহেরি খাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) সাথে ছিলেন। বকরির গোশ্ত ও রুটি দিয়ে তৈরি সারীদের সেহেরি। এমন সময় বেলাল (রাঃ) এলেন। বললেন, 'খাওয়া বন্ধ করে দিন।' মসজিদে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আবার। দেখতে, যে যদি খাওয়া শেষ হয় তো আজান দিয়ে দেবেন। দেখলেন তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাবার খাচ্ছেন। বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! ওয়াল্লাহি লাক্বাদ আফ্তাফ্তা।' 'হে আল্লাহ্র রাসুল, কসম আল্লাহ্র! সুব্হে সাদিক হয়ে গেছে।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাত সরিয়ে নিলেন খাবার থেকে। বললেন, 'বেলাল, তোমার ভালো হোক। কোথায় ভোর হয়েছে। তুমি চাঁদের আলো দেখে ভুল করেছ। তবুও তোমার কসম যাতে মিথ্যে না হয়ে যায় সেজন্যে আল্লাহতালা ভোর করে দিয়েছেন। আমি নবী, খাওয়া না শেষ করা পর্যন্ত আল্লাহতালা সুব্হি সাদিক করবেন না।'

যেদিন থেকে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয় তখন থেকে সেদিন পর্যন্ত আর কখনো সুবহি সাদিক হবার আগে ভোর হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত কখনো হবেও না। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত ধরার কারণে, তাঁর সাথে আত্মীয়তার জন্যে, তাঁর আদর্শে নিজেকে সাজানোর ফলে এমন ক্ষমতা ও শক্তি পয়দা হয়েছে সে আল্লাহতায়ালা তাঁর নিয়মকে লঙঘন করে সকাল হবার আগেই সকাল করে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যদি বিলাল (রাঃ) না বলতেন, আর কসম না খেতেন, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যতক্ষণ খাবার খেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক হতো না।

আখেরী নবী আকা ই নামদার, তাজিদারে মাদিনা, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ কারীদের আল্লাহতায়ালা এই সম্মান দিয়েছেন। আর কি পুরস্কার দিবেন?

হযরত বিলাল (রাঃ) এর কবর শ্যাম (বর্তমান সিরিয়া) দেশে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হাশরের মাঠে আমার ডান পাশে উঠবে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), বাঁ দিকে ওমর ফারুক (রাঃ) আর আমার পায়ের নিচ দিয়ে উঠবে বিলাল (রাঃ)। তাঁর (সাঃ) পায়ের নিচ দিয়ে! হাশরের মাঠে সমগ্র মানব চলবে পায়ে হেঁটে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চলবেন বোরাকে।

'ইয়ুশারুন্নাসো রিজালা বাইয়ুখ্শারো রাকিবান আলাল বুর্রাক্।'

আর বিলাল (রাঃ) সাদা রঙের উটের আগে অগ্রসর হবেন। চালক আগে আর পেছনের সিটে তার মালিক। হাশরের মাঠে বিলাল (রাঃ) যখন নামবেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পেছনে বিলাল আগে আগে। তিনি উটনীর ওপর বসে আজান দিবেন। সমগ্র মানব জাতি সেই আজানের আওয়াজ শুনতে পাবে। যখন 'আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এখানে আসবে তখন গোটা হাশরবাসীর বলবে 'সাদাকতা'–'সাদাকতা'। সত্য বলেছ, সত্য বলেছ। যখন বলবেন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তখন হাশরবাসী বলবেন 'সাদাকতা' 'সাদাকতা'।

এই হচ্ছে আনুগত্যের পুরস্কার।

আর কি পুরস্কার পাবেন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যখন আমি জান্নাতে যাবো–আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবো। তখন আমার বাহনের লাগাম থাকবে বিলালের হাতে। সে আমার আগে আগে চলবে। সে আগে প্রবেশ করবে। সাথে আমি।'

এ হচ্ছে সম্পর্ক গড়েছে যাঁরা আল্লাহর সাথে তার পুরস্কার। আল্লাহর তরফ থেকে।

'ইন্নিল আরেফে রাজুলান বিস্মিহি অ বিস্মি আবিহে অ–উম্মিহি লা–ইয়াদি বাবাম্ মিন্ আবওয়াবা মিন জান্নাতি। ইলা ক্বালাল মারহাবা, মারহাবা!'

'আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি, যাঁর মা ও বাবাকে চিনি; তিনি যখন বেহেশতে প্রবেশ করবেন তখন জান্নাতের প্রতিটি দরজা সমস্বরে বলবে, 'মারহাবা মারহাবা।' আপনার আগমন শুভ হোক। আপনি আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন।'

হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'সে আবুবকর ইবনে আবু কোহাফা (রাঃ)।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'রাইতু কাস্‌বান ফিল্ জান্নাহ্–'

'রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা সুবিশাল প্রাসাদ! যার একটা ইট মোতির, একটা ইট ইয়াকুতের,একটা আবার জবরজদ পাথরের। মেশ্‌ক্ দিয়ে তৈরি তার গাঁথুনি, জাফরান দিয়ে তার খাদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম---

'লিমান হাযা?'

'এটা কার?'

'ক্বিলাদ ফাতাম মিন কুরাইশ!'

'কুরাইশ বংশের এক যুবকের,' উত্তর এলো।

'জানান্‌তু আন্নাব হুলি।'

'আমি মনে করলাম আমিও কুরাইশ বংশের যুবক। এটা বুঝি আমার।'

'ফাজ্ হাব্‌তু লি ইয়াদ্‌খুলাহু।'

'আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম।'

'ইন্নাহু ওমার ইবনুল খাত্তাব।'

'হে আল্লাহর রাসুল, এটা ওমর ইবনুল খাত্তাবের,' ফিরিশতারা বলল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'হে ওমর, তোমার রাগকে মনে পড়লো, সেজন্যে ভেতরে যাইনি। নইলে দেখেই আসতাম।'

হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবানী হোক। আমি কি আপনার সাথেও রাগ করবো?'

'আওয়া আলাইকা আও ইয়ারা, ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ওসমান (রাঃ) এর দিকে ফিরে বললেন, 'ইয়া ওসমান, ইন্না লিকুল্লি জামিআন্ রাফিকান্ ফিল্ জান্নাতি আন্‌তা রাফিকী ফিল্ জান্নাহ্।'

'হে ওসমান, বেহেশ্‌তে সব নবীর একজন করে সাথী থাকবে, আমার সাথী হবে তুমি।'

হযরত আলী (রাঃ) পাশে বসেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর হাত ধরলেন। বললেন, 'ইয়া আলী, আন্তাহারতা আন্ ইয়াকুনা মান্‌জিলোকা মুকাবিলা মান্‌জিলি।'

'হে আলী, বেহেশ্‌তে তোমার ঘর আমার বাসার সামনে হবে। তুমি খুশি তো?'

হযরত আলী (রাঃ) নীরবে কাঁদতে লাগলেন। অঝোরে।

তালহা (রাঃ) ও জুবাঈর (রাঃ) দু'জনে পাশে বসেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'ইয়া তালহা অ ইয়া জুবাঈর! ইন্না লিকুল্লি নাবীয়্যাল্ হাওয়ারিয়্যিন্ ফিল্ জান্নাহ্ অ–আন্‌তা মা হাওয়ারিয়্যিন ফিল্ জান্নাহ!

'হে তালহা ও জুবাঈর! জান্নাতে সব নবীদের সাহায্যকারী থাকবে। বেহেশতে তোমরা দু'জনে হবে আমার সাহায্যকারী।'

এই হচ্ছে সাথে থাকার, সঙ্গলাভের ফজিলত।

জান্নাতে একদিন হঠাৎ দেখা যাবে সূর্যের আলোর মতো নূর ঠিকরে বেরুচ্ছে। চারদিক আলো ঝলমল। জান্নাতের পাহারাদার রিদওয়ানকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, রিদওয়ান! আমরা তো শুনেছিলাম এখানে কোনও দিন সূর্য উঠবে না। সারাক্ষণ ছড়িয়ে থাকবে মায়াবী আলো। আজ যে এতো আলো বর্ণমালার ছটা নিয়ে সূর্য উঠলো। রিদওয়ান বলবে, 'আল্লাহর ওয়াদা সত্য! জান্নাতে সূর্য ওঠেনি।'

'তাহলে এতো আলোর কীসের?'

'জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ), 'রিদওয়ান বলবে, 'তাঁরা আজ বসেছিল। কোনও কথায় হেসে উঠেছে স্বামী ও স্ত্রী। তাদের দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার আলো এতো তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সব বেহেশতে।'

এই হচ্ছে সঙ্গী হবার সম্মান।

একজন কালো লোক এলো। সে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমি তো কালো, কুৎসিত আর কদাকার। আমি ঈমান আনলে কী পুরস্কার দেয়া হবে?'

'তুমি যদি ঈমান আনো তো জান্নাত পাবে। এমন এক জান্নাত যেখানে তোমাকে সুদর্শন করা হবে। তুমি এতই উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট হবে যে, তোমার রূপের ছটা এক হাজার বছর দূরের মানুষ দেখতে পাবে।'

এই হচ্ছে নবীর সাথী হবার ফজিলত।

যে তার সাথে থেকেছে সে মুক্তি পেয়েছে। যে সরেছে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে সরাসরি কেউ পৌঁছাতে পারবে না। তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে সেতু বা সিঁড়ি। নবীর জীবনাদর্শ হচ্ছে সেই সিঁড়ি বা সেতু। যে সেই সিঁড়িতে উঠবে সে পৌঁছে যাবে জান্নাতে। যে ওই পবিত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে সে আল্লাহ পাক জাতে আলী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাকে দেয়া হবে চিরকালের আবাস বেহেশত। চির বসন্তের, সুখময়, শান্তিময়, আরাম ও আয়েশে থাকার বাড়ি ও বাগান।

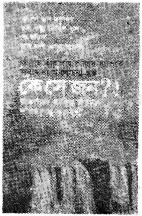

সাত

এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবন-যাপন আমাদের ভিতর কিভাবে আসবে? তাঁর জীবনের দুটো দিক ছিল। এক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহতায়ালার রাসুল ছিলেন। দুই, তিনি ছিলেন শেষ নবী। তারপর আর কোনও নবী আসবে না। অন্যান্য নবীদের সাথে উম্মতের সম্পর্ক ছিল মাত্র একটা। কিন্তু আমাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুটো সম্পর্ক। তিনি শ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ নবী।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এই কালিমার দুটো অংশ। চারটা বিশ্বাস। চারটা পাঠ বা জ্ঞান রয়েছে। আর চারটা হচ্ছে তার চাওয়া।

কেউ কিছু করতে পারে না। আরশ মহল্লা থেকে তাহ্‌তাস্ সারা পর্যন্ত। যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে তার কিছুর কোনো ক্ষমতা নেই যে কাউকে জীবন, মরণ, ইজ্জত দেয় বা অপমান করে। রুজি দেয় বা রুজি ছিনিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে 'লাইলাহা'র বিশ্বাস।

'ইল্লাল্লাহ'। এ বিশ্বাস হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। তিনি রুজি দেন, সম্মান দেন, জীবন দেন, ছিনিয়ে নেন জীবন মৃত্যু দিয়ে। অপমান করেন তিনিই। ভালো ও মন্দ করেন তিনিই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'মান ইয়াতামাদা আনা ফাক্বাদ্ কাল্লা।'

'যিনি নিজ মালের ওপর ভরসা করেন আল্লাহ তার মালকে কমিয়ে দেন।' মাল দিয়ে যে কিছু হয়না সে দেখতে পাবে।

'মান ইয়াতামাদা আলা সুলতানি ফাক্বাদ্ কাল্লা।'

'যে নিজের রাজত্বের ওপর ভরসা করে তাকে রাজত্বের মাঝে রেখে আল্লাহ অপমান করে দিবেন।'

'মান ইয়াতামাদা আলা ইল্‌মিহি ফাক্বাদ্ কাল্লা।'

'যে নিজের জ্ঞানের উপর অহঙ্কার করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি সব কিছু জানি, বেশি জানি, সব চেয়ে ভালো জানি-এমন অবস্থা যখন একজন আলিমের তখন সে গোমরাহ্ হয়ে যাবে।

'মান ইয়াতামাদা আলা আক্‌লিহি ফাকাদিফ্ তাল্লা।'

'যে নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে তার বুদ্ধি লোপ পাবে।' সে নির্বোধ প্রমাণিত হবে।

'মান ইয়াতামাদা আলাল্লাহ, ফালা বাল্লা, অলা দাল্লা, অলা বাল্লা, অলাখ্‌তাল্লা।'

'আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে তার মাল কমবে না, তার ইল্‌ম কমবে না, তার রাজত্ব নষ্ট করা হবে না, সে পথভ্রষ্ট হবে না, সে নির্বোধ হবে না। সে কখনও অপমানিত হবে না।'

তো কালিমার একটা দিক হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' কেউ কিছু করতে পারে না। কাজেই যারা অক্ষম আমি তাদের নই। 'ইল্লাল্লাহ্'। আল্লাহ সব কিছু করেন সব কিছু ছাড়া। তিনি সক্ষম। আমি সক্ষমের পক্ষে। আমি আল্লাহর।

'লাইলাহা-'নফি, 'ইল্লাল্লাহ'-ইসবাত

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।' এই অংশটুকু জাহির বা প্রকাশিত। এটা ইসবাত্। এর অপ্রকাশিত দিক হচ্ছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবে না। এটা হচ্ছে নফি। ইসবাতের ভেতর লুকিয়ে আছে নফি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা। আর অন্য কোনও তরীকায় দুনিয়ার শান্তি নাই; আখিরাতেরও। এই 'নফি' দিকটা লুকোনো রয়েছে ইসবাতেই ভেতর। কাজেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর আর কোনও নবী নাই।

যেহেতু নবী আর আসবে না। 'নফি' অংশটুকু আমাদের কাছে কী চায়? একথাই বলে যে, তিনি শেষ নবী। তারপরে আর কোনও নবী আসবে না। কাজেই তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব দাওয়াতের কাজ আমাদের করতে হবে। তাঁর আনা খবর গোটা মানব জাতির কাছে পৌছাতে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ ও জ্বিনের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই দুই কাজ যে করবে সে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর দুটো চাওয়া পূর্ণ করলো। তার সাথে তৈরি হবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গভীর, গাঢ় সম্পর্ক।

অবশ্য যে ব্যক্তি পড়ে নিয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তার সাথে আল্লাহতায়ালার সম্পর্কের পূর্ণতার এক দরোজা অর্জন হয়েছে। হয়তো সে চোর, জুয়াড়ী, মদ্যপ, সুদখোর তবুও কালিমার কারণে সে প্রথম দরোজায় পৌছেছে।

কালিমা পড়নেওয়ালা তাওবা করলো তো এক দরোজা আগে বাড়লো। নামাজ পড়লো তো আরেক দরোজা এগুলো। রোজা রাখলো, আরো একটা দরোজা পেরুলো। হজ্জ্ব করলো, আরেক দরোজা আগে বাড়লো। জাকাত দিল তো আরো উন্নতি করলো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মেটালো আরো আগে বাড়লো। লেন-দেন ঠিক করলো আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। হালাল কামাই করলো, হালাল রুজি খেল আরো মর্যাদা বেড়ে গেল।

কিন্তু কামেল দরোজায় তিনি পৌছুলেন যিনি 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর চাওয়া পূর্ণ করলো। সেটা হচ্ছে, আজ থেকে নবীর তরীকায় চলবো আর তাঁর আনীত ধর্মের দাওয়াত গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে পৌছানোর জন্যে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করবো। শেষ নবীর ফেলে যাওয়া কাজ নিয়ে আমি চলে যাবো পৃথিবীর পথে পথে। তখন আল্লাহ তায়ালার সাথে কামিল দরোজার সম্পর্ক কায়েম হবে।

এই জগতের প্রতিটি মানুষ আল্লাহকে চেনে, জানে, মানে এই আমার চাওয়া। মানুষ যে আল্লাহতায়ালাকে মানছে না সে জন্যে এক দুঃখ নিয়ে ফিরবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যথায় ব্যথিত হবো। এক একজন মানুষের মঙ্গল আকাঙ্খায় আমি থাকবো অস্থির। লোকেদের অন্তরে আমি ঢুকিয়ে দিব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেম, ভালবাসা। এই আমার কাজ। এক একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচে। এ-ও বাঁচে ও-ও বাঁচে। প্রত্যেকে মুক্তি পায়। এই ব্যথা নিজের বুকে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে থাকবো।

আরে ভাই! আমরা এই দুনিয়াতে দেখি, ময়লা কাপড় ফেলে দেয় পরিষ্কার কাপড় পরার জন্যে। ময়লা চাদর বিছানা থেকে সরায় নতুন চাদর বিছানোর জন্যে। অপরিষ্কার পাত্রে খাবার খায় না। দুর্গন্ধময় পাত্রে পান করে না। অপরিষ্কার ঘর ঝাড়ু দেয়। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে। আজ ভাই, আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, সৃষ্টি বস্তুর ভুল বিশ্বাস ও ভালবাসায় অভিষিক্ত মানুষের ময়লা, দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার অন্তরকে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে ধুয়ে সাফ করো। আল্লাহ সেই পরিষ্কার অন্তরে অবতরণ করবেন। কায়েম হবে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর গাঢ় সম্পর্ক।

আল্লাহ্‌র সাথে কামিল তাআল্লুক বা পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক কখন কায়েম হবে? যখন দুই দায়িত্ব আমি পালন করবো। এক নবুওতকে স্বীকার করা, দুই খাতমে নবুওতের দায়িত্ব পালন করা। নিজে দ্বীনের ওপর চলবো আর দ্বীনের প্রচার নিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বো। তখন দ্বীনের এই দুই দিক পূর্ণ হবে। আল্লাহর সাথে তৈরি হবে প্রগাঢ় সম্পর্ক।

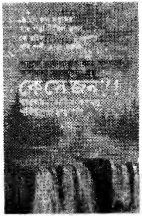

আট

সাহাবারা 'রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু' ছিলেন। তাঁদের মক্কা ছাড়ার কোনও দরকার ছিল না। আর মদীনা ছাড়ারও কোনও দরকার ছিল না। তাঁদের উপর তো আল্লাহতালা রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা তো আরো বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন–

'লা আল্লাল্লাহা ইখ্‌তালা আলা আহ্‌লি বাদ্‌রিন ফাকালা লাহুম ঈমানু মাশিতুম ফাইন্নি ক্বাদ্ সাফারতু লাকুম।'

'হে বদরের যুদ্ধের সাথীরা, আল্লাহতায়ালা বলেন তোমরা যা ইচ্ছে করো; আমি তোমাদের আগেরও পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছি।'

এই বদর ও অহুদের বীর যোদ্ধারা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছেন। কিন্তু এই সব সাহাবীদের তো আর মানুষের দুয়ারে যাবার দরকার ছিল না।

আবু তালহা আনসারী (রাঃ) কে বোখারা, রুম এর কোনও বিজন বনে দাফন করা হয়েছে। কেউ জানেও না ঠিক কোথায় তাঁর কবর।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ইস্তাম্বুলে।

হিশাম বিন আস (রাঃ) বদরী সাহাবী। তাঁর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে আজরাদিন এর ময়দানে। নোমান ইবনে মোকাররম (রাঃ), তাঁর আহত দেহ ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে নেহাওয়ান্দের ময়দানে।

মায়াম্মার ইবনে মাহদী (রাঃ), ইয়েমেনের সর্দার। তাঁর কবর নেহাওয়ান্দের বিজন মাঠে।

ওক্ববা বিন নাফে (রাঃ), বিসকেরাতে। আবু লুবাবা (রাঃ) ও আবু জুম্মা (রাঃ) তিউনিসিয়াতে। মাআবাদ ইবনে আব্বাস ও আবু দুর ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুমালি। কাশেম বিন আব্বাস রুশ সমরকন্দে। হুযাইফা বিম মুসলিম আল বাহী (রাঃ) ফারগানাতে তাঁদের কবর। মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ), যাঁর হাতে ওলামাদের পতাকা থাকবে; মদীনার ইলমের মজলিশ ছেড়ে ইয়ারমুকের মরুভূমিতে গিয়ে শুয়ে আছেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জারারাহ (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, জায়িদ বিন হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ও পঁচিশ হাজার সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈনের কবর রয়েছে উরদুনের মুতায়।

সত্তর জন সাহাবা কুফায়।

সত্তর জন সাহাবা লিবিয়ায়।

পাঁচশো সাহাবা মিশরে।

ওক্ববা বিন আমের ও ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) সিরিয়ায়।

এক একজন সাহাবা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক কোণে ছুটে চলেছেন। না খোঁজ আছে স্ত্রী'র, না ঠিকানা আছে সন্তানের। না গোছাতে পারছেন ঘর–সংসার। কেন তারা এমন ছুটে চলেছেন পৃথিবীর পথে পথে? কেন দুনিয়ার অলিতে–গলিতে, মাঠে–ময়দানে পড়ে আছে তাদের কবর? আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহের পাশে, জান্নাতুল বাকীতে, মদীনা মানোয়ারায় তাদের কবর হলো না কেন? আল্লাহর ঘর, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা মোবারক ছেড়ে কোথায় কোথায় পড়ে থাকলেন তারা? কেন?

শত শত হাজার হাজার সাহাবা (রাঃ) দেঁর কবর দুনিয়ার আনাচে কানাচে পড়ে আছে। নিজ বাসভূমি আর বাড়ি থেকে এতো দূরে আসার উদ্দেশ্য কি ছিল? চাকরি? ব্যবসা? তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ দ্বীন ইসলাম কিভাবে দুনিয়ায় জিন্দা হয়ে যায়। দুনিয়ার সব কটা পাকা আর কাঁচা বাড়ি ইসলামের সুশীতল শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিক। দুনিয়াতে কিভাবে তৌহিদের বাণী উঁচু হয়। সাহাবা (রাঃ)দেঁর জন্যে স্ত্রী ছাড়া, সন্তান ছাড়া, ঘর–সংসার ছাড়া, ব্যবসা ছাড়া, বাণিজ্য ছাড়া কোনও কষ্টের ছিল না। কসম খোদার, তাঁদের জন্যে সবচেয়ে কষ্টের ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গ ছাড়া। সেটাও তাঁরা করেছেন। শুধু দ্বীন ইসলামের খাতিরে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্যেও সবচেয়ে কষ্টের ছিল সাহাবা (রাঃ) দেঁর ছেড়ে থাকা।

মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন নিজ হাতে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'মায়াজ, মনে হয় তোমার আর আমার শেষ দেখা।'

'আসাআল্লাহ তালাকাদি বা'দা আমি হাজা।' 'যখন তুমি ফিরে আসবে তখন হয়তো আমাকে দেখবে না। কিন্তু আমার কবর তো দেখবে!'

মাআজ আর সহ্য করতে পারলেন না। কেঁদে দিলেন। 'যিস্ আন্ ফিরাকি রাসুলুল্লাহ!' বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চিবুক বুক ছুঁলো। মাআজ জোরে কাঁদতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দেখলেন যে তাঁর কান্না দেখে মাআজ আরো কাঁদবে তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন মদিনার দিকে। তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া মুক্তোর মতো টলটলে অশ্রু মুছে নিলেন। বললেন, 'হে মাআজ, দুঃখ ক'রোনা, ব্যথিত হ'য়োনা–'ইন্না আওলান্নাসি বিআল্ মুত্তাকুন, মান কানু অ–হায়সু কানু।' 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে সে হবে যে দ্বীনের জন্যে দূরে গিয়ে সেখানেই মারা যায়। সেখানেই তার কবর হয়।'

নিজ হাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবীকে বিদায় দিচ্ছেন। সরিয়ে দিচ্ছেন দূরে নিজ ভালবাসা থেকে। প্রেম থেকে । কেন?

আল্লাহর জন্যে। দ্বীনের জন্যে।

জাফর ইবনে আবু তালিব, জায়িদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা– এই তিনজনের কবর হয়েছে মুতায়।

কোথায় চলে গেছেন এই সব মহামানবেরা? বাড়ি ঘর সংসার ছেড়ে!

জাফর ইবনে আবু তালিব যুদ্ধ করছেন মুতায়। তিন হাজার মাইল দূরে মদীনার মসজিদে নববী। সাহাবী (রাঃ) এর সামনে বসে আছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর চেহারায় বেদনা ও উৎকণ্ঠার ছাপ। তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ওই যে জাফর যুদ্ধ করছে! সে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! দুশমনও তাকে আক্রমণ করেছে। ওর হাত কাটা যাচ্ছে...' যুদ্ধের নির্মম ঘটনাগুলো দেখে বর্ণনা করছেন। হুবহু। এমন একজন কোমল হৃদয় যাঁকে কালামে পাকেও সহানুভূতিশীল এবং দরদী বলা হয়েছে। তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁরই সাথীর মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য দেখছেন। দেখছেন কিভাবে তাঁর সাথীর

হাত কাটছে, পা কাটছে। ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন, রক্তাক্ত হচ্ছেন। অবশেষে ঢলে পড়ছেন মৃত্যুর কোলে। তিনি বললেন, 'জাফর শহীদ হয়েছে!' শোকের তীব্রতায় তাঁর কণ্ঠ রূদ্ধ হয়ে এলো। নিজেকে কোনরকমে সংবরণ করতে চেষ্টা করলেন। তারপর চোখের পানি চেপে বললেন, 'জাফর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে।' তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো শোকের অশ্রু। হযরত আলী (রাঃ) 'র ছোট ভাই। নিজের চাচাত ভাই জাফর। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। নিজ হাতে তিনি তাঁকে ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর দিকে।

নিজ মাহবুবের, আর এতো বেশি ভালবাসার পাত্রের নির্মম মর্মান্তিক হত্যাকান্ড চেয়ে দেখলেন। কেন? যাতে এই রক্ত, এই আত্মবলিদানের কারণে আল্লাহতায়ালা দয়া করে হেদায়াত দিয়ে দেন কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে।

এবার হাতে ঝান্ডা তুলে নিয়েছেন জায়িদ ইবনে হারিসা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদিনার মসজিদ থেকে সব দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'জায়েদ যুদ্ধ করছে। প্রবল বিক্রমে। ঝাঁক ঝাঁক শত্রু তাকে ঘিরে ফেলেছে। সে শহীদ হয়েছে।'

হায়, আফশোস! আজ যখন তাবলীগে চিল্লা, তিন চিল্লার কথা বলা হয় তখন আমরা আপত্তি তুলি আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে। ছোট ছোট বাচ্চা ফেলে কোথায় চলে গেছেন জাফর (রাঃ)? তাঁর বাচ্চাদের চোখের পানি আজ কে মুছে দেবে? নাকি তাঁদের বাচ্চার চেয়ে আমাদের বাচ্চার মূল্য বেশি? যদি তাঁরা তাদের বাচ্চাদের বিচ্ছেদ আর বিরহ যাতনা সহ্য না করতেন আমরা কালিমা তৌহিদের কথা কি বলতে পারতাম?

হায়! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর নিজের বাচ্চাদের আগে এতিম করেছেন। জাফর তাঁর চাচাত ভাই। তাঁর বাচ্চা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিজের বাচ্চার মতই। তিনি নিজের পরিবারের বয়স্ক এবং যুবকদের আগে কোরবানী দিয়েছেন। এই ছিল নবুওতের শান্! আমাদের মতো নয়। অন্যেরা কোরবানী হয়ে যাক; আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আগে নিজের কোরবানী পেশ করেছেন।

একজন সাহাবী (রাঃ) এসে খবর দিলেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! জাফরের ঘরে কান্না কাটির রোল পড়ে গেছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মুবারাক বেদনায় নীল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'যাও তাদেরকে সান্ত্বনা দাও।'

আবার কিছুক্ষণ পর এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম! জাফরের ঘরে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যাও তাদের সান্ত্বনা দাও।'

সাহাবী চলে গেলেন।

আবার খানিক পরে ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! জাফরের ঘরে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যাও, তাদের সান্ত্বনা দাও। আজকের দিন তাদের জন্যে কেয়ামতের চেয়েও ভারী। বড় কঠিন দিন।' বলে তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে দিলেন। কেঁদেই চললেন। সাহাবী (রাঃ) এর বেশ কবার আসায় আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) খুব রাগ আর বিরক্ত হলেন। তাঁর ক্ষোভ ছিল বার বার এসে কেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছেন। কেন বিরহের আগুনকে উস্‌কে দিচ্ছেন? কেন তাজা করছেন নীরব ব্যথাকে?

বাশির ইবনে কারাবা (রাঃ) ছোট সাহাবী। বালক। অল্প বয়স। হিজরত করে মদিনাতে এলেন। আসার পরই ইন্তেকাল হয়ে গেল তাঁর মায়ের। বাশির একা হয়ে গেলেন। এই বাচ্চার আর কোন আশ্রয় ছিলনা। একমাত্র তাঁর পিতা। কারাবা (রাঃ)। একবার এক যুদ্ধে এক কাফেলার সাথে কারাবা (রাঃ) শরীক হলেন। মা হারা বালককে ফেলে গেলেন। একাকী বাশির। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথেই থাকলেন। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। কবে তার বাবা ফিরবে। তাঁর একাকীত্ব দূর হবে।

দিন যায়।

এক দিন শোনা গেল ফিরে এসেছে সেই দলটি। মদিনার উপকণ্ঠে। বাশির এই কথা শুনে ছুটে বাইরে চলে এলেন। এই মনে করে যে বাবাকে মসজিদে ঢোকার আগেই স্বাগতম জানায় তাহলে বাবা খুশি হবেন। আর সেও বাবার চেহারা দেখে বিরহের জ্বালা জুড়োবে। যে পথ দিয়ে মদিনাতে দলটি ঢুকবে তার পথের পাশে একটা উঁচু টিলার ওপর বসে রইলেন তিনি। ছোট ছেলেটি। পিতার অপেক্ষায়। বসে আছে। উদগ্রীব। দলটা দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ঢুকলো। বাশিরের অস্থির চোখ খুঁজছে পিতাকে। পাচ্ছে না। একসময় দলটা তার সামনের পথ ধরে চলে গেল। বাবাকে খুঁজে পেলেন না বাশির। তাঁর কচি অন্তর কেঁদে উঠলো। দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এলো সে। ছুটছেন। মদিনার মসজিদের দিকে। মনে আশা। হয়তো দেখার ভুল হয়েছে। কিন্তু চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো একটা ছায়া। চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মুখোমুখি হলো বাশির। তার চোখ অশ্রুভেজা। সে বলল, 'মাআ দাফা আলা আবী, ইয়া রাসুলুল্লাহ্!' 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কোথায়? দলটিতে তাকে দেখছি না যে!'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম করুণার আধার। সবচেয়ে কোমল অন্তর যাঁর। তিনি এমন নির্মম সত্যের কী উত্তর দেবেন? ভেবে পান না। বাচ্চার চোখে চোখ রাখতে পারেন না। মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন।

যেদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছেলেটা সেদিকে দ্রুত এসে আবার কান্নাভেজা স্বরে শুধালো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! মাআ দাফা আলা আবী!'

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কই? তাকে কোথায় রেখে এলো?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। কপোল বেয়ে উপচে পড়লো অশ্রুধারা। 'ফাশ্‌তারাআ, অ কারাবা!' তিনি কাঁদছেন। অঝোরে।

বাশির বলেন, 'যখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কাঁদতে দেখলাম তখন সব বুঝে নিলাম। মুহূর্তেই পিতার অনুপস্থিতির কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।'

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আজ্‌হাশ্‌তু বিল বুকা-!' 'হায়! আমি আজ আশ্রয়হীন! একা হয়ে গেলাম। মা ছিল না, আজ বাবাকে ও হারালাম!'

এমনি সব ব্যথার পাহাড় চিরে প্রবাহিত হয়েছিল দ্বীনের, ইসলামের ঝর্নাধারা। হায়, হায়!

কী ভাই, আমাদের বাচ্চারা কি তাঁদের বাচ্চাদের চেয়েও দামী!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দু'পা এগিয়ে কোলে তুলে নিলেন বালকটিকে। বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, 'না-না বাশির! তুমি অনাথও না, আশ্রয়হীনও না।' 'অমা তার্‌দা আন্ ইয়াকুনা রাসুলুল্লাহি আবাক্, অ-আয়িশাতা উম্মুক্!' 'বাশির তুমি কি চাওনা আজ থেকে আল্লাহর রাসুল তোমার পিতা আর আয়িশা তোমার মা হোক?'

বাশির কেঁদে উঠলো। বললো, 'আমি রাজী, হে আল্লাহর রাসুল, 'আমি রাজী!' এই সব দুঃখের আর নীরব ব্যথার পাহাড় সমান বোঝা নিয়ে চলেছিল সেদিনের মহামানবেরা।

আরে ভাই! দু'চারটা সংসার নষ্ট হয়েই তো আবাদ হয় হাজার লক্ষ ঘর।

কিছু দুনিয়া বিলীন হয়ে তৈরি হয় বিশাল বর্ণাঢ্য নতুন দুনিয়া। নদীর এ কূল গড়ে ও কূল ভাঙে।

এক চাকুরিজীবি পিতা সকাল সন্ধ্যা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। অফিসে, আদালতে। এক ব্যবসায়ী সকালে বের হয়। এ দুয়ারে ধাক্কা খায়, ঐ দুয়ারে ধাক্কা খায়। এক অমানবিক জীবন, অনিয়মের জীবন। আর তারই কারণে একজন মেয়েলোক সুন্দরভাবে রুজি পাচ্ছে। ভালো পোশাক পরছে। তার ব্যক্তিগত সখ, আহলাদ, আরাম ও আয়েশকে হারাম করেছে। তখন আবাদ হয়েছে একটি ঘর।

একজন মানুষ হালাল রুজির জন্যে কী অসীম পরিশ্রমই না করে। অফিসের বসের ধমক, ঘুষ থেকে বেঁচে ঈমান রক্ষা করা। সেখানে রয়েছে বেপর্দা মেয়েলোক, তাদের হাত থেকে ঈমান বাঁচানো। এ অফিস থেকে ও অফিস ছুটাছুটি করা। তার মাথা যেন চিন্তায় চিন্তায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার শরীর যেন ক্লান্তিতে আর শ্রান্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে চায়। তখন একটি ঘর সোনার সংসারে পরিণত হয়। একজন মানুষের ক্লান্তি, শ্রান্তি, মানসিক ও শারিরীক পরিশ্রম একটা সংসারে এনে দেয় সুখের বন্যা।

ভাই!

এই উম্মত এসেছিল আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্যে। নিজেদের জীবনের নিয়ম, সুখ ও শৃঙ্খলার বেড়া ভেঙে ফেলে বিশৃঙ্খল হয়ে দুনিয়ার কোণে কোণে চলে যেতে। আমাদের সুখ, নিয়ম ভেঙে যায় যাক। তবু পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর কথা শুনুক, আল্লাহকে চিনে নিক, তাদের জীবন সুখী হোক, সমৃদ্ধ হোক। সুখ ও আনন্দে ভরে যাক তাদের দুনিয়া ও আখেরাত। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহাবা (রাঃ) নিজেদের সংসার নষ্ট করে, জীবনের সুখ-শৃঙ্খলা নষ্ট করে বের হয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর পথে পথে। দুনিয়ার অলিতে গলিতে। তাবেঈনগণ ও একই পথের পথিক ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পরবর্তী পর্যন্ত দ্বীন পৌছে দিয়েছেন। অলিআল্লাহ গণ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌছে দিয়েছেন অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে।

ভাই, 'পরমপ্রভুর শপথ!' ঘরে বসে থাকা এই উম্মতের জন্যে সমূহ আর ভয়ানক বিপদের কারণ ও জুলুম। আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বের করে দিয়েছেন। 'উখ্‌রিজাতি লিন্নাস।' মানবের কল্যাণের জন্যে বের করেছি তোমাদের। আমাদের ফিরতে হবে দেশ থেকে দেশে। দেশান্তরে। গলি থেকে গলিতে। দুয়ারে দুয়ারে।

এটাই আমাদের কাজ।

আরে ভাই,

এক একজন মানুষের জন্যে অন্তরে ব্যথা নিই। জগতের সব মানুষের জন্যে ব্যথা আর জ্বালার বিষপান করি। সারা দুনিয়ার মানুষের ব্যথার সমব্যথী হই। কেউ কোথাও ছটফট করছে বেদনায়,কেউ কোথাও অসুখে পড়েছে, কেউ পড়েছে বিপদে। তার জন্যে কেঁদে উঠতে হবে আমাকে। মহামহিম দয়ালু আল্লাহর কাছেও প্রার্থনা করতে হবে, 'হে আল্লাহ, তাকে তুমি দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচাও আর বাঁচাও পরকালের কষ্ট থেকে। তাকে তুমি বাঁচাও দুনিয়ার, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অসুখের কষ্ট থেকে। সাথে আখিরাতের ও।'

এই হোক আমার সারাক্ষণের ভাবনা, কামনা, দুশ্চিন্তা, ব্যথা আর দুঃখ।

এটাই আমাদের নবীর শিক্ষা।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবুবকর (রাঃ) এর সাথে বিয়ে হয়েছিল হযরত আতিকা (রাঃ) সাথে। সুন্দরী স্ত্রী। সুন্দর তার ভালবাসা। স্ত্রীর ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়লেন আবদুল্লাহ। এতই বেশি আর প্রগাঢ় যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ছেড়ে দিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে বোঝালেন। 'বেটা, বিবির প্রেমের বাঁধনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ো না যে দ্বীনের কাজ নষ্ট হয়, ক্ষতি হয়।'

বলেন ভাই,

স্ত্রীর প্রেমে পড়ে কি আমরা কেউ দোকান ছেড়ে দিই? অফিসে যাওয়া বন্ধ করি? ব্যবসা পাতি ছেড়ে দিই? তাহলে তো বাবা-মা শাসন করবে। এমন কি যার রূপে গুণে মজে সব ভুলতে বসেছি সেই সাধের স্ত্রীই এসে বলবে, 'তুমি কাজ কাম ছেড়ে দিলে খাবো কি? যাও, তাড়াতাড়ি দোকান শুরু করো। অফিসে যাও। সমস্ত ভালবাসাই তো প্রয়োজনের জন্যে। আমার প্রয়োজন মেটাও তাহলেই ভালবাসা পাবে।'

কাজ না করলে ভালবাসা জানালা গলে পালায়।

ওখানে কাজ ছিল কি?

কালিমা তাইয়্যিবার প্রচার। দুনিয়া জুড়ে আল্লাহর নাম উঁচু করা।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ছেলে কে বলেন, 'বাবা, তুমি আমার ছেলে হয়ে কী করছো?' তবুও যখন সে বুঝলো না। তখন তিনি বললেন, 'যাও তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।'

সব পিতার কথায় স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয় না। আবুবকর (রাঃ) এমনই এক পিতা যাঁর কথায় পুত্রের স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয়ে যায়। তিনি বললেন, 'তুই যদি আমার ছেলে হয়ে দ্বীনের কাজ না করিস তো তোর স্ত্রী তালাক দিয়ে দে!'

দ্বীনের জন্যে ছেলের ঘরকে উজাড় করে দিলেন!

পিতার কথা শুনতেই হবে। তালাক হয়ে গেল। আবার শুরু হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। ঠিক হয়ে গেলেন। কিন্তু আতিকা (রাঃ)'র কথা ভুলতে পারলেন না। একদিন। তুষার ঘন রাত। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আবদুল্লাহর অন্তরে ব্যথার ঢেউ। আতিকাকে তাঁর মনে পড়ছে। তিনি আবৃত্তি করছেন।

'আতিকা লা আন্ সাকিমা মা গারাকারেকুম অলা নাহাকুম মিন্ ফামা মুল মুতাওওয়াকা;

আশিকো ক্বালবি কুল্লা ইয়াওমিল মিন্ লায়লাতিন ইলাইকা বিমা তুখ্‌ফিন নুফুসু মুআল্লাকা।'

'হে আতিকা, তোমাকে আমি কখনও ভুলতে পারবো না। যতদিন দিন আর রাত হবে, যতদিন সূর্য চমকাবে, চাঁদ কিরণ দেবে ততদিন তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে জাগরুক থাকবে।'

আবুবকর (রাঃ) যখন ছেলের বিরহ ব্যথার কথা জানতে পারলেন তখন অস্থির হয়ে রুজু করে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু আল্লাহর মহিমা!

আবদুল্লাহর মৃত্যু ঘরে হলো না। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর ছোঁড়া সুতীক্ষ্ণ ফলা বুকে বিঁধে রক্তাক্ত করে দিল তাকে।

তিরিশ বছরের সুদর্শন যুবক। আহত অবস্থায় মদিনায় নিয়ে এলো। তীর তখনও বের করা হয়নি। রক্তাক্ত স্বামীর পাশে সুদর্শনা যুবতী স্ত্রী দাঁড়িয়ে। চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে। বিমূঢ়, রুদ্ধবাক, অশ্রুভেজা স্ত্রী'র চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে তাঁর যুবক স্বামী। তীরবিদ্ধ, রক্তাক্ত অবস্থায়ই মারা গেলেন তিনি।

হযরত আতিকা (রাঃ) বিরহকাতর, বিধুরা। তাঁর অশ্রুভেজা কণ্ঠে উচ্চারিত হলে, 'আলাইকা লা তানফাক্কু ই-হাজিরাতান আলাইকা অ-ইনালফাক্কু ইনদি আকবারা।' 'আমিও কসম খাচ্ছি আজ থেকে আমার শরীর কখনও নরম কাপড় পরবে না। আমার শরীরে আর কখনও সুগন্ধি ছড়াবে না।'

'লিল্লীহ্ আয়নান মান্ রাহ্ফাতান্ মিন্লাহু আকাবারাকা আহ্মা ফিল হায়া ইয়ু আক্সারা।'

'তুমি কত সুন্দর বীর যুবক ছিলে! তৌহিদের বাণীকে উঁচু করার জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।'

'মাগাত, তাহ্রিহিনা সাল্লাত হামামাতু আয়কতা অমা তারদাল লাইলুস সাবহুল অ মুনাওয়ারা।'

'যখন পর্যন্ত সূর্য ও চাঁদ উঠবে, পাখিরা গাছে গাছে ডাকবে; আকাশে আলো ছড়াবে আর আঁধার হবে তোমার ভালবাসা চমকাবে। তোমাকে মনে পড়বে। তোমার ভালবাসা আমাকে অস্থির করবে।'

ভাই, এভাবেই দ্বীন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আরে ভাই, আমরা আজ কালিমাকে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা নিজের কাজ বুঝিনি। আমাদের তাওবা করা উচিত। এক একজন মানুষের হেদায়াতের, মুক্তির আকাঙ্খা বুকে নিয়ে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরের ব্যথাকে পুঁজি করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছানোকে আমি আমার কাজ মনে করিনি।

এক একজন মানুষের ব্যথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ব্যথিত ছিলেন। জাবালা বিন এরহাম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সে মদীনা ছেড়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চলে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) এর জামানা চলে এলো। তিনি কাসেদ বা দূত পাঠালেন। বললেন, 'যাও। ওখানে জাবালা আছে। তার সাথে দেখা করো। তাকে আবার ফিরে আসার দাওয়াত দাও। দূত সেখানে গেল। জাবালার সাথে দেখা। তাকে দাওয়াত দিল। জাবালা বলল, 'যদি ওমর আমাকে খেলাফত ও তার মেয়েকে বিয়ে দেয় তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।'

দূত বললেন, 'তাঁর মেয়ের ব্যাপারে কথা দিতে পারি যে আমি তার সাথে আপনার বিয়ের জন্যে রাজী করাবো। কিন্তু খেলাফত তো পরামর্শের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিতে পারছি না।'

'তাহলে যাও মদিনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো খেলাফত দিতে তৈরি কিনা।' জাবালার কথায় বিদ্রুপ। দূত ফিরে এলো মদিনায়। উটের পিঠে চড়ে আট হাজার মাইল পথ পেরিয়ে। দুর্গম, দুস্তর মরু। হযরত ওমর (রাঃ) শুনলেন জাবালার কথা। তিনি দুঃখিত ও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরে ভাই! তুমি তার কথায় রাজী হলে না কেন? খেলাফতের ওয়াদাও তুমি করে আসতে!'

দূত উটের পিঠ থেকে নামতে পারেনি। তিনি বললেন, 'খলিফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মু'মিনীন। খেলাফতের কথা আমি কী করে বলতে পারি?'

'ঠিক আছে, তুমি এখনই ফিরে যাও। জাবালাকে বলো, সে ইসলাম ধর্মে ফিরে এলে তাকে আমার কন্যার সাথে বিয়ে দেব আর খেলাফতও সে পাবে।'

আবার সেই দুস্তর মরুভূমি। সাপ, নেকড়ে, মরুঝড় আর হায়েনার ভয়ভীতি ভরা হাজার হাজার মাইল পথ চলা। অবশেষে একদিন দূত এসে পৌঁছে গেলেন ইস্তাম্বুলের সীমানায়। শহরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন একটা শবযাত্রা। শবদেহকে ঘিরে কিছু মানুষ। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার লাশ এটা?'

'জাবালা বিন এহরাম,' ওদের মাঝ থেকে কেউ বলল, 'আরবের সর্দার!'

শোকের ছায়া নেমে এলো দূতের চেহারায়। তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোটা জল।

জাবালার দিন ফুরিয়ে গেল। দুনিয়ার জীবন শেষ। সে ইসলাম পেল না। ওমর ফারুক (রাঃ) দূতের কাছে সব শুনে খুব ব্যথিত হলেন। তাঁর চেহারায় কালো ছায়া নামলো।

কেন ভাই?

তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরদে দরদী ছিলেন। তাঁর অন্তরে অনুশোচনা হয়তো তিনি হুজুরের উম্মতের জন্যে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। কী হতো একজন মুরতাদ ঈমান ছাড়া চলে গেলে! কী হতো এতো বড় একজন পরাক্রান্ত বাদশাহর একজন প্রজা মুরতাদ হয়ে মারা গেলে? আসলে তাঁদের অন্তরের সব সময়ের চাহিদাই ছিল একজন উম্মতও যেন জাহান্নামে না যায়। তার জন্যে কী চরম উদ্বেগ, কী অস্থিরতা আর আবেগের চূড়ান্ত যে নিজ রাজত্ব ও কন্যা-সব দিতে তৈরি। তবুও সে হেদায়াত পাক। মুসলমান হোক।

কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন। ইসলামের প্রকৃত মহীয়ান ও গরীয়ান দিকটা সঠিকভাবে তাঁর সামনে খোলা ছিল। তাই এত বড় ত্যাগের বিনিময়েও একজনের হেদায়াত চেয়েছিলেন।

নয়

ওহাশী (রাঃ) কে আপনারা জানেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। রাদিআল্লাহু তালা আনহু। হযরত হামজা (রাঃ) এর হত্যাকারী। হযরত হামজা (রাঃ) ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খুবই প্রিয়জন। চাচা, ভাই ও বন্ধু। তাঁর ইসলাম গ্রহণে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল মুসলমানদের। ওহাশী এই হামজা (রাঃ)কে হত্যা করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎই হযরত হামজা (রাঃ)কে দেখতে পেলেন না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। একটু আগেও দু'হাতে তরবারি নিয়ে শত্রুর ভীষণ ভিড়ে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। এখন কোথায় গেল? তিনি দু'জন সাহাবী (রাঃ) কে তাঁর খোঁজ করতে পাঠালেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন শহীদ হয়ে গেছেন হামজা (রাঃ)। তাঁর বুক চিরে ফেলেছে। পেট ফাড়া। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। তাঁর কলিজা চিরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, কে যেন চিবিয়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে শোকে, দুঃখে দু'জন সাহাবী যেন বোবা হয়ে গেলেন। তাঁরা ফিরে এলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে।

'হামজা কোথায়? কী অবস্থা তাঁর।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁরা উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখানে এলেন। ছিন্নভিন্ন লাশ। তিনি নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠলো। চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো পানি। ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। লাশের পাশে। ছুঁয়ে দেখলেন রক্তাক্ত চাচাকে। হাতে তাজা রক্ত চলে এলো।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ। তারপর তেইশ বছরে যে দৃশ্য কেউ দেখেনি তা দেখলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ডুকরে কেঁদে উঠলেন। উচ্চকিত স্বরে। শিশুর মতো। এতো জোরে কাঁদলেন যে বহুদূর পর্যন্ত সে শব্দ পৌঁছে গেল। দূর থেকে সাহাবারা ছুটে ছুটে এলেন। সবারই চোখে মুখে শোক আর বিস্ময়। মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারণ তাঁরা তাঁদের নবীকে এত বেশি শোকাভিভূত হতে আর দেখেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাঁদছেন, হযরত আলী (রাঃ) কাঁদছেন, সাহাবা (রাঃ) গণ কাঁদছেন। কান্নার রোল পড়ে গেল। এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। অসহ্য বেদনায় গুমরে গুমরে কাঁদছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাই, চাচা, ও বন্ধুর লাশ তাঁর সামনে। আর এমন পবিত্র, দামী লাশ!

তায়েফে এত পাথর আর ইট তাঁর ওপর পড়েছিল যে তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চোখ থেকে পড়েনি এক ফোটা পানি। আজ চাচার লাশকে সামনে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিশাহারার মতো কাঁদছেন। এমন সময় আসমান থেকে নেমে এলেন জিব্রাইল আমিন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহতালা বলেন, 'আপনি দুঃখ করবেন না। আমি হামজাকে আরশে নিয়ে গেছি।' আর হামজা হচ্ছেন, 'হামজাতু আসাদুল্লাহি অ-আসাদুর রাসুল। হামজা (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাঘ।'

তো কত দুঃখ পেলেন তিনি!

এই ওহাশী (রাঃ) মক্কা বিজয়ের পর পালিয়ে গেল তায়েফে। মক্কা থেকে প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দূরে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন সাহাবীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। 'যাও, ওহাশীর সাথে দেখা করো। তাকে বলো, সে যেন কালিমা পড়ে নেয়। আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আজ দুনিয়াতে মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় এমন হয় যে সামান্য ক্ষতির কারণে অপরকে হত্যা করে ফেলে। যেন মাছি মশা মারছে। কীট পতঙ্গের চেয়ে কমে গেছে মানুষের দাম। সামান্য স্বার্থের জন্যে এক দু'জন নয় হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ হত্যা করে ফেলছে। সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, জাকাত দেয়। অথচ সামান্য কারণে ছিনিয়ে নিচ্ছে মানুষের অমূল্য প্রাণ। কাল হাশরের মাঠে সবচেয়ে প্রথম যে বিচার হবে তা হচ্ছে মানুষ খুন করার। এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হবে। হত্যাকারী হাতে কাটা গর্দান নিয়ে আসবে। তার থেকে নালিশ উঠবে, 'হে আল্লাহ, সে আমার প্রাণ হরণ করেছিল। কেন?'

কোন কোন আলিম বলেন মুক্তি পাবেনা খুনী, হত্যাকারী। যদি ঈমান এনে থাকে তবুও সে জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে না।

তবে তাওবা কারীর কথা আলাদা। তার তো সব গুনাহই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। যেমন বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি এক'শ জনকে হত্যা করেছিল। তারপর তাওবা করে। দয়ালু আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।

তো ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভুলে গেলেন প্রতিশোধ নেবার কথা। তাঁর এতো বড় আপন জনের গভীর শোকব্যথা সহ্য করে নিলেন উম্মতের হেদায়াতের জন্যে। সেখানে দূত পাঠালেন। তাকে ইসলামে দীক্ষিত হবার জন্যে দাওয়াত দিতে।

তায়েফে পৌঁছে সেই সাহাবী (রাঃ) ওহাশীর সাথে দেখা করলেন। তাঁকে শোনালেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পয়গাম। সে বললো, 'আমি এই কালিমা পড়ে কি করবো? আমি তো শিরক করেছি। আমার গুনাহ্ মাফ হবার নয়।'

সাহাবী বললেন, 'আল্লাহ মাফ করে দেন সব গোনাহ।'

ওহাশী বললেন, 'আমি চুরি করেছি, ব্যভিচার করেছি, মানুষ খুন করেছি। এমনকি আমীর হামজার হত্যাকারীও আমি। আমি শরাব পান করেছি। আমার আর মাফ পাবার কোনও রাস্তা নেই। অন্য কোনো কথা বলো। তুমি ফিরে যাও।'

সেই দূত ফেরত এলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ওহাশীর সব কথা শোনালেন। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ফিরে যাও তায়েফে। আর ওহাশীকে এ কথা বলো যে, আমার মহান প্রতিপালক এ কথা বলেন, 'ইল্লা মান তাব্ অ-আমান অ-আমিলা আমালান সালিহা, ফা-উলাইকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লাহ শায়্যিআতিন হাসানাত অকানাল্লাহু গাফুরার রাহিমা।'

'তাওবা করো, ঈমান আনো, সৎকর্ম করো। আল্লাহতায়ালা গুনাহকে নেকীতে পরিণত করবেন। ওহাশী শুনে বললো, 'এ বড় কঠিন শর্ত। ঈমান আনো, সৎকর্ম করো-এ আমাকে দিয়ে হবে না। অন্য কোনও রাস্তা বলো।'

সাহাবী আবার ফিরে এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'তুমি আবার ফিরে যাও।'

আরে ভাই, এই যাওয়া আসা কত কষ্ট! এখন তো টেলিফোনে কথা হচ্ছে। প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দূরে আসা-যাওয়ার কষ্ট! তাও শুধু একজন মানুষের জন্যে। তাও সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এঁর সবচেয়ে প্রিয়জনের হত্যাকারী। সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিয়েছে। সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষটির হেদায়াতের উন্মাদনায় সাহাবা (রাঃ) ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কত কষ্টের জন্যে তৈরি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীকে বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বলো, আমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলেন,-

'ইন্নাল্লাহা লা-ইয়াগ্‌ফিরা আঁই ইয়ুশ্‌রিকা বিহি অইয়ুশ্ ফিকা মা'দুনা জালিকা লিমাই ইয়াশা।'

'আল্লাহতায়ালা শিরক্ ছাড়া সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। যাকে ইচ্ছা।'

ওহাশী এটা শুনে বললো, 'তিনি 'যাকে ইচ্ছা' বলেছেন। আমাকে নাও মাফ করতে পারেন। কথার মধ্যে জটিলতা রয়েছে। অন্য রাস্তা দেখো। তুমি ফিরে যাও।'

তিনি আবার ফিরে এলেন।

আল্লাহু আকবার!

আল্লাহ আমাদের কেমন নবী দিয়েছেন। এমন শফিক নবী! এমন দয়ালু। এমন তাঁর প্রেম উম্মতের প্রতি। নিজের হৃদয়ের জখমকে উপেক্ষা করে ঘৃন্য একজন কাফিরের কাছে বার বার পাঠাচ্ছেন পয়গাম। দেখছেন না সাথীর কষ্ট, দেখছেন না কিভাবে সাথীর আর তাঁর নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে! এখন তো মক্কা বিজয় হয়েছে। এখন আর এতো খোশামদের দরকার কি? সুবহানাল্লাহ!

এই ছিল নবীর তরীকা!

বারে বারে। দুয়ারে দুয়ারে।

আমার ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক আদর্শ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক পয়দা করে। আর তার বিপরীত, তাঁর আদর্শকে উপেক্ষা করলে আল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে যায় মানুষ।

মাত্র একজন মানুষ। তাও ঘোর দুশমন। ওহাশী!

তার জন্যে এতো প্রাণান্ত পরিশ্রম!

একটা টাকা। তাই বলে কেউ তাকে ফেলে দেয় না রাস্তায়। উপেক্ষা করেনা। বলে না, 'মাত্র একটা টাকা! ফেলে দিই।' এক একটা ভোটের জন্যে প্রার্থী কেমন ছুটতে থাকে! এই দুয়ার থেকে ওই দুয়ার! কেন? এই বিশ্বাসে যে একটা ভোটের কারণে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে পারে। এক একটা নম্বরের জন্যে ছাত্র সারা রাত ধরে পড়াশোনা করে। কারণ একটা নম্বর তাকে সফলতার শীর্ষে ওঠাতে পারে। আবার এই একটি নম্বরের জন্যেই পরীক্ষায় সে হতে পারে ব্যর্থ। এক একটা বেতনের স্কেল বাড়ানোর জন্যে এক একজন কর্মকর্তা সারা দিন মান তার দেহ মন লাগিয়ে দেয়। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। টাকা খরচ করে।

কিন্তু ভাই, নবীর একটা তরীকা অবহেলায় পড়ে আছে। চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য নেই। সবটাই যে মানতে হবে এমন কি কথা! হায় আফশোস! এটা কি ভালবাসার কথা হলো ভাই! এতো স্বার্থপরের কথা। হিসাব নিকাশ করে যে ভালবাসা বিকায়। সুন্নাত! ঠিক আছে করলেও চলে না করলেও। না ভাই, এ বড় অন্যায়, অবিচার। যিনি তোমার মৃত্যুর সময়

কাছে এসে দাঁড়াবেন, কবরে তোমাকে সাহায্য করবেন। হাশরের মাঠে সব নবী বলবেন, 'ইয়া নাফসি' 'ইয়া নাফসি।' তখন তিনি, তোমার নবী তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। বলবেন, ইয়া হাব্‌লি উম্মতি, ইয়া উম্মাতি।'

পুলসিরাতে সমগ্র মানব একে অন্যকে ভুলে যাবে। আর তিনি পুলসিরাত আঁকড়ে ধরে বলবেন, 'রাব্বি আন্নি অসাল্লিম-'

'হে আল্লাহ্ তুমি পার করে দাও, তুমি পার করে দাও।'

তো ভাই, একজন মানুষের হেদায়াতের জন্য যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেহনত করলেন তখন তাঁর অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের দিকে পরিবর্তন করে দিলেন।

ওহাশী মুসলমান হলেন।

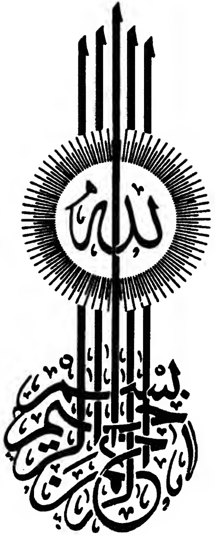

এক.

শ্রদ্ধেয় ভাই, দোস্ত ও বুজুর্গ,

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখ শুকরিয়া যে তিনি আমাদেরকে আজকের মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ নামাজ মসজিদে এসে পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারলো না বড়ই দুর্ভাগ্য তার। সে যদি পরেও এই নামাজ পড়ে নেয় তবু দুই কোটি ৮৮ লক্ষ বছর তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

'রুবিয়া আন্নাহু আ'লাইহিস্ সালাতু অস্‌সালাম। ক্বালা মান তারাকাস্ সালাতা তাত্তা মাদা ওয়াক্তুহা সুম্মা ক্বাদা উজ্জিবা ফিন্নারি হুক্বা, অল হুক্বু সামানুনা সানাতান অস্ সানাতু সালাসুমিআতিঁউ অশিত্তুনা ইয়াওমান কুল্লা ইয়াওমিন কানা মিক্বদারুহু আলফা সানাতিন–'আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় তার নাম দোজখের দরজায় লিখে দেয়া হয়। সে নিশ্চয়ই ওই জাহান্নামে ঢুকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, 'তোমরা এই দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝ থেকে কাউকে বঞ্চিত, হতভাগা করো না। তারপর তিনি নিজেই বললেন, 'তোমরা কি জানো বঞ্চিত ও হতভাগা কারা? সাহাবা (রাঃ) বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি ও আপনার আল্লাহ্ বেশি জানেন।' হুজুর (সাঃ) বললেন, যারা নামাজকে ছেড়ে দেয় তারাই বঞ্চিত ও হতভাগা। এক হাদীসে আছে, দশ ব্যক্তি বিশেষভাবে শাস্তি পাবে। তার মাঝে একজন যে নামাজ ছেড়ে দেয়। তার হাত পা বাঁধা থাকবে। তার মুখে ও পিঠে আঘাত করবে ফিরিশ্‌তা। জান্নাত বলবে, 'তোমার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তোমার নই ,তুমিও আমার নও।' দোজখ বলবে, 'এসো, আমার কাছে এসো। তুমি আমার, আমিও তোমার।'

জাহান্নামে লম্‌লম্ নামে একটা মাঠ রয়েছে। তাতে সাপ আছে। উটের ঘাড়ের মতো মোটা। লম্বায় তারা এক মাসের পথ। জুব্‌বুল হুজুন নামে একটা মাঠ আছে দোজখে। এটা বিচ্ছুদের আবাস। খচ্চরের মতো বড় এক একটা বিচ্ছু। এদের তৈরি করা হয়েছে বেনামাজীকে ছোবল মারার জন্যে। হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ)এর একটা থলে কবরে পড়ে যায়। কবর খোঁড়া হলো। সে বিস্ময়ে, ভয়ে বোবা হয়ে গেল। গোটা কবর আগুনের শিখায় পরিপূর্ণ। তার মা বলল, মেয়েটি নামাজে অলসতা করতো আর প্রায়ই নামাজ ক্বাজা করে দিত।

তো ভাই, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের এইসব ভয়ানক শাস্তি থেকে মুক্তি দিলেন নামাজ পড়ার তাওফিক দিয়ে। নামাজ এক মহান সম্পদ। গুপ্তধন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নামাজে দাঁড়াতো আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে কথা বলার জন্যে। 'আস্ সালাতু মিরাজুল মু'মিনীন'। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন ঘরে আসতেন তখন আমাদের সাথে সুন্দর স্বাভাবিক কথা বলতেন। কিন্তু মুয়াজ্জিনের আজান শোনা মাত্র নামাজে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অস্থির। গুরুগম্ভীর। কথাবার্তা বন্ধ। আমাদের যেন তিনি চিনতেই পারছেন না। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নামাজে এতো বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। কাঁদতেন। অঝোরে। ডুকরে ডুকরে। তাঁর চোখের পানিতে নামাজপাটি ভিজে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) কা'বা শরীফে নামাজে দাঁড়াতেন। হেরেম শরীফের কবুতরগুলো তাকে মনে করতো শুকনো কাঠ দাঁড়ান আছে। তার মাথার উপর এসে বসতো। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রবল প্রতাপ তাঁর চেতনাকে লুপ্ত করে দিত। 'মান্ হাফাজা আলাস্ সালাতি আকরামুহুল্লাহু তায়ালা বিখাম্‌শি খিসালিন ইয়ুরফাউ আনহু দিকুল আ'য়শাঈ অ আযাবুল কাব্‌রি অ ইয়ু'তিহিল্লাহু কিতাবাহু বিইয়ামিনিহি অইয়ামুররু আলাস্ সিরাতি কাল্ বারকি অইয়াদ্‌খুলুল জান্নাতা বিগায়রি হিসাব'০'যে লোক নামাজকে সুরক্ষা করবে তাকে পাঁচভাবে সম্মানিত করবেন আল্লাহ্‌তায়ালা। তার রুজীর টানাটানি থাকবে না, কবরের শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, পুলসিরাত বিজলির মতো পার হয়ে যাবে, ডানহাতে আসবে আমলনামা, বিনা হিসেবে সে যাবে জান্নাতে।'

তো আল্লাহ্ তায়ালা এই নামাজ আমাদের পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। যখন কোনও মুসুল্লী অজু করে, অজুর পানির সাথে তাঁর গোনাহগুলো ধুয়ে যায়। ইমাম আজম হানিফা (রঃ) ছিলেন আহলে কাশ্‌ফ্। তাঁর অন্তর্চক্ষু খোলা ছিল। তিনি অজুখানায় দাঁড়ান থাকতেন। একদিন এক যুবকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই যুবক, তুমি নামাজও পড়ছো আবার শক্ত গোনাহে লিপ্ত রয়েছো?' যুবকটি চমকে উঠলো। তার গোপন গোনাহের কথা আল্লাহ্ ছাড়া

আর কেউ জানেনা, ইনি বললেন কিভাবে? ইমাম আজম তাঁর মনের কথা বুঝে বললেন, 'অজুর পানির সাথে তোমার গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।'

অনেক মুসুল্লির অবস্থা তিনি দেখলেন। একদিন তাঁর নতুন ভাবোদয় হলো। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর হাদীস সামনে আনলেন। যখন কারও অন্তরে কোনও মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা আসে তখন তার দোয়া কবুল হয় না। তিনি তখন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্, যে কাশ্ফের কারণে আমি অপর মুসলমানের গুনাহ দেখছি তা বন্ধ করে দাও। কারণ অপর মুসলমান সম্পর্ক আমার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' কাজেই ভাই, যখন মুসুল্লি অজু করে তখন তার সব গুনাহ্ অজুর পানির সাথে ধুয়ে যায়।

অজু করা অবস্থায় মুসুল্লি যা দোয়া করে আল্লাহ্ সব কবুল করে নেন। যদি সে ইস্তেঞ্জা থেকে পবিত্র হয়ে এই দোয়া করে-'আল্লাহুম্মা নাক্কি ক্বালবি মিনাশ্ শাক্কি অন্ নিফাকি অহাস্সিন ফারজি মিনাল্ ফাওয়াহিশি-'

আল্লাহ্তায়ালা তার দোয়াকে কবুল করে নেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের পর যেন এই দোয়া করে-'আউজুবিকা মিন হামাজাতিশ শায়াতিন অ-আউজুবিকা রাব্বি আইয়্যাহ্দুরুন-হে আল্লাহ্, পানাহ দাও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ওস্ওয়াসা থেকে। দুই হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া করবে- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাল ইয়ুম্না অল বারাকাতা অ-আউজুবিকা মিনাশ্ শুমি অল্ হালাকাতি-'

কুলি করার সময় এই দোয়া পড়বে-'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি অ-কিতাবিকা অ-কাসরাতিজ্জিক্‌রি লাকা-

নাকে পানি দেবার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মা আরিহ্নি রাইহাতাল্ জান্নাতি অ-আন্তা আলাইয়া রাদিন-'

নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু মিন রাওয়াইহিন্নারি মিন শুয়িদ্ দার-'

মুখ ধোয়ার সময় এই দোয়া-আল্লাহুম্মা বাইয়িদ অজ্হি ইয়াওমাহ্ বাইয়াদ্দু অজুহু আওলিয়ায়িকা অলা তুশাব্বিদ্ অজহি ইয়াওমা তাশাও ওয়াদু অজুহু আ'দায়িকা-'

ডান হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া- আল্লাহুম্মা আতিনি কিতাবান বি ইয়ামিনি অহাশিক্নি হিসাবাঁয় ইয়াশিরা-'

বাম হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া- 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আনতু' তিয়ানি কিতাবি বিশিমালি আও মিন অরাঈ জাহ্রি-'

মাথা মুসেহ করার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মা গাশ্শিনি বিরাহ্মাতিকা অ-আনজিল মিন্ বারাকাতিকা অ-আজিল্লিনি তাহ্তা জিল্লি আ'রশিকা ইয়াওমা লা' জিল্লা ইল্লা জিল্লুকা-'

কান মুসেহ করার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মাজ্আলনী মিনাল্লাজিনা ইয়াশ্তামিউনাল ক্বাওলা ফাইয়াত্তাবিউনা আহ্সানাহু০আল্লাহুম্মা মুনাদাল জান্নাতি মাআল আব্রার০'

ঘাড় মুসেহ করার সময় এই দোয়া- 'আল্লাহুম্মা ফাক্কি রাকাবাতি মিনান্নারি অ-আউজুবিকা মিনাশ্ সালাসিলি অল্ আগ্লাল-'

ডান পা ধোয়ার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মা সাব্বিত কাদামি আলাস্ সিরাতি মাআ আক্বদামিল মুমিন-'

বাঁ পা ধোয়ার সময় এই দোয়া-'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন্ তাজাল্লা কাদামতি মিন সিরাতি ইয়াওমা তাজিল্লা আক্বদামুল মুনাফিকিন-'

অজু শেষে এই দোয়া- 'আশ্হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারিকালাহু অ-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ-রাসুলুহ; সুবহানাকা অবিহামদিকা লাইলাহা ইল্লা আন্তা-আ'মিলতু শুআন অ-জালামতু নাফ্সি আস্তাগফিরুকা অ আস্ আলুকাত্ তাওবাতা ফাগ্ফিরলি অতুব আ'লাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রাহিম ০ আল্লাহুম্মাজ আল্নি মিনাত্ তাওয়াবিনা অজ্আল্নি মিনাল মুতাতাহ্হিরিনা অজ্আল্নি সুবুরাও অশুকুরাঁও অজ্আল্নি আন্ আজ্কুরাকা অউশাব্বিহুকা বুকরাতাঁও অআসিলা-'

এভাবে আরও দু'য়া রয়েছে। অজুর সময় যে ক'টি দোয়া করা হয় সবই আল্লাহ্তায়ালা কবুল করে নেন। এরপর মুসুল্লি মসজিদের দিকে এগিয়ে আসে। তার প্রতিটি পা রাখায় একটি করে গুনাহ মাফ হয়ে যায় একটি করে নেকী লেখা হয়। যখন সে মসজিদের দরজায় ডান পা রাখে আর বলে-'আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্‌লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক'-'হে আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও-'আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য রহমতের সবকটা দরজা খুলে দেন। রহমত তাকে ঘিরে নেয়। সে নামাজের জন্য অপেক্ষা করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নামাজেরই সাওয়াব দিতে থাকেন।

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করেন, মুসুল্লি তার সাথে তাকবীর বলেন। ইমাম সাহেবের সানা তাআউজ, তাহমীদ শেষ হবার আগেই তার সানা, তাআউজ, তাহমীদ শেষ হয়েছে। সে তাকবীরে উলা পেল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মান সাল্লা লিল্লাহি আরবাঈনা ইয়াওমান ফি জামাআতিন ইয়ুদরিকুত্ তাকবীরাল উলা কুত্তিবা লাহু বারাআতানি বারাআতুম্ মিনান্ নারি অ-বারাআতুম মিনান্ নিফাক-যে লোক আল্লাহ্‌র জন্য প্রথম তাকবীরের সাথে চল্লিশ দিন নামাজ পড়বে তাকে দুটো পুরস্কার দেয়া হয়। একটা দোজখ থেকে মুক্তি আর মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি।

নামাজের প্রথম তাকবীর যে পাবেন সে যেন দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু তার চেয়ে উত্তম জিনিস পেল। সব বস্তুর শিকড় থাকে। ঈমানের শিকড় হচ্ছে নামাজ। নামাজের শিকড় হচ্ছে তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীর। নামাজী যখন 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে তা আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি সৃষ্টিকে খুশি করে দেয়। যে প্রথম তাকবির পেল সে যেন আল্লাহ্‌র পথে এক হাজার উট সদকা করে দিল।

বান্দা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তখন তার ওপর নেকীর বৃষ্টি ঝরে পড়ে। আসমানের সব দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ্তালা ও তাঁর বান্দার মাঝে রয়েছে সত্তর হাজার রহস্যময় রুহানী পর্দা। সব একে একে খুলে যায়। দীর্ঘক্ষণ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করলে ওই বান্দার মৃত্যুকষ্ট দূর হয়ে যায়। পুলসিরাত পার হওয়া সহজ হয়।

বান্দা যখন সুরা ফাতিহায় শরীক থাকে সে যেন যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। কাফিরের সাথে। যেন সে শুরু থেকে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করছে শেষ পর্যন্ত। অবশেষে জয় করেছে কাফিরদের দেশ। সে যেন কিতালের মাঠে শত্রুর কাছে আঘাত পাচ্ছে, শত্রুকে যেন সে আঘাত করছে-এমন সাওয়াব অর্জন করছে। আর যে বান্দা সুরা ফাতিহার শেষ ভাগে ইমামের সাথে অংশ নেয় সে যেন কোনও কাফিরের দেশ জয় করার পর গণীমতের মালের ভাগ পাচ্ছে।

বান্দা তার শরীরের ওজন সমান নেকী পায় যখন সে রুকুতে। রুকুর তাসবীহ আদায় করছে যখন সে যেন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন তিলাওয়াত করে খতম দিয়েছে। সে যখন রুকু থেকে ওঠে, দোয়া পড়ে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বিশেষ দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। যখন সে সিজদায় যায় তখন সে আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য হাসিল করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় তোমরা বেশি দোয়া করো। 'সিজ্দাতুন অহিদাতুন খায়ুরুম মিনাদ্ দুনিয়া অমা ফিহা' একটি সিজদা আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে বেশি করে সিজদা করো।' সিজদায় পড়ে থাকা আর আল্লাহর সামনে জমিনে কপাল রাখা আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নামাজী যখন সিজদা করে তখন সে সমস্ত জ্বিন ও মানব সন্তানের সমপরিমাণ সাওয়াব পায়। আর একবার সিজদার তাসবীহ পড়লে একটা গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সাওয়াব পায়। মা'সান ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রীতদাস হযরত সওবানের সাথে দেখা করলাম। বললাম, আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলে দেন যা আমাকে সহজে বেহেশতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। তিনি চুপ। আমি আবার শুধালাম। তিনি চুপ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বেশি করে সিজদা করো। একটা সিজদা তোমাকে জান্নাতে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত করবে, একটি করে গুনাহ মাফ করে দিবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আঙুলের ইশারা শয়তানের জন্য তার ওপর তলোয়ার,বর্শা মারার চেয়ে মারাত্মক!'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার উপর দরুদ পড়বে এবং বলবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিউ অনাজ্জিলহুল্ মাক্আদিল্ মুকাররার্ ইনদিকা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি।'

–হে আল্লাহ্, তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দয়া করো, তাঁকে ক্বিয়ামতের দিন তোমার কাছের আসন দান করো– তার জন্য সুপারিশ করা আমার ওপর ওয়াজিব।

মুসুল্লী যখন আত্তাহিয়্যাতুতে বসে তখন সে তিনজন মহান নবী, হযরত আইউব, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর ধৈর্যের সাওয়াব পায়।

'আল্লাহু ইয়াখ্তাসু বিরাহ্মাতিহী মাই ইয়াশাউ আল্লাহু জুল ফাদ্লিল আজীম'– আল্লাহ্তায়ালা যাকে ইচ্ছা দান করেন তাঁর বিশেষ দয়া; তিনি দয়ালু, যত খুশি তিনি তা দান করেন।

মুসুল্লী যখন নামাজ শেষ করে সালাম ফেরায় তখন আল্লাহ্তায়ালা বেহেশতের আটটা দরজা খুলে দেন। আর বলেন, 'বান্দা, তুমি যে কোনও দরজা দিয়ে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ করো।'

তো আমার ভাই, আল্লাহ্তালা এমন মহান আমল করার তাওফিক আমাদেরকে দিয়েছেন। তার পর এমন এক মূল্যবান মজলিশ বা সমাবেশে বসার তাওফিক দিয়েছেন যে, কেউ যদি এমন মজলিশে এক সা'আ বা চব্বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সময় বসে তাহলে আল্লাহ্তালা তাকে ষাট থেকে সত্তর বছর বে–রিয়া, কবুল ইবাদাতের সাওয়াব দান করেন। বে–রিয়া ইবাদত মানে হচ্ছে এমন ইবাদত যা অন্য কাউকে দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি। কথিত আছে, ঈসা (আঃ) এর জামানায় একজন রাহেব (সন্ন্যাসী) জঙ্গলের এক গুহায় আল্লাহ্তালার উপাসনার জন্যে বসে যায়। নির্জনতার ভিতর সময় চলে ইবাদাত ও বন্দেগীতে। এই জগতের মানুষের থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তিনি। এক সময় ভুলেও গেলেন এই পৃথিবীর কথা। নির্জন গুহার চারপাশ ঘিরে জমে উঠলো লতাগুল্ম, গাছপালা। তের বছর পর। একদিন। এক কাক হঠাৎ পথ ভুলে ঢুকে পড়লো এই গুহায়। ঢুকে পড়েছে ঠিকই কিন্তু বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। তার কা কা রব বেড়েই চললো। কাকের তারস্বরে চিৎকারে ধ্যান ভেঙে গেল রাহেবের। দীর্ঘ তেরো বছর মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্র থেকে আলাদা হয়নি। আজ কাক তার সর্বনাশ করে দিল। আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন কাকটিকে। সব রাগ গিয়ে পড়লো কাকের উপর। বিরক্তিভরে তাকালেন কাকের দিকে। পর মুহূর্তেই জমে গেলেন পাথরের মতো। কাকের শরীরে ধরে গেছে আগুন! ঝলসে গেছে সে! কালো পোড়া কয়লার মতো কাকের দেহ কোলে এসে পড়লো রাহেবের। দিশাহারা হয়ে পড়লো সে ভয়ে ও দুঃশ্চিন্তায়। তবে কি আমার কোন পাপ হয়ে গেল? নারাজ হয়ে গেলেন আল্লাহ্তায়ালা? তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'হে আল্লাহ্, একী হলো! তুমি কি আমার ওপর অখুশি হয়ে গেলে? নইলে নিরীহ কাক মারা পড়লো কেন?'

সমস্ত অলি ও বুজুর্গ সন্ত্রস্ত ও তটস্থ থাকেন আল্লাহ্র ভয়ে। সদাসর্বদা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর ছিল গভীর সম্পর্ক। অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) তাঁকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয় বলে মনে করতেন। কারণ তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সার্বক্ষণিক খেদমতগার ছিলেন। তাঁর মামা ও তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাসায় আত্মীয়ের মতোই অবাধে যাতায়াত করিতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'কেউ যদি কোরান পাক যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে পড়তে চায় সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে অনুসরণ করে। তিনি আরও বলেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) যা বলবে তা তোমরা সত্য মনে করবে। আবু ওমর শায়বানী (রাঃ) বলেন, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এত বড় সম্পর্ক থাকার পরও তিনি কখনো এমন বলেন নি যে, "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"। যদি কখনো তা বলে ফেলতেন তাহলে তাঁর দেহে কাঁপুনি এসে যেত। আমর বিন মায়মুন (রাঃ) বলেন, 'এক বছরের মাঝে একবার তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন।' কিন্তু বলার সাথে সাথে তাঁর দেহ কেঁপে উঠলো। চোখ পানিতে ভরে গেল। কপালে দেখা দিল ঘাম।

দিল্লীর একজন আলিম ও বুজুর্গ তার মাদ্রাসায় বসে দর্স্ দিচ্ছেন হাদিসের। এমন সময় দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন এক শীর্ণকায় লোক। গায়ে চাদর। খুব দ্রুত পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন বুজুর্গের কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। বুজুর্গের কানের কাছে নিয়ে গেলেন মুখ। কী যেন বললেন। ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখলো তাঁদের ওস্তাদের নূরানী চেহারা কালো হয়ে গেল। দেহ হয়ে গেল নিথর। মৃদু কাঁপুনিও দেখা দিল তাঁর শরীরে। শীর্ণকায় লোকটা তাঁর চাদর পরিয়ে দিলেন ওই আলিমকে। নিজে লম্বা হয়ে শুয়ে মাথা রাখলেন বুজুর্গের কোলে। দর দর করে ঘামছেন ওস্তাদ। কথা নেই। ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখছে। বোঝা যায় তাদের ওস্তাদ কী এক অজানা ভয়ে প্রকম্পিত। যেন বজ্রপাত হয়েছে তাঁর উপর। কিছু সময় পর সেই শীর্ণকায় ব্যক্তি মাথা উঠালেন। পরে নিলেন চাদর। কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন দমকা বাতাসের মতো। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আলিমের। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খানিকক্ষণ। তারপর আচমকাই বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরলো তাঁর ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাঁর উপর। প্রচন্ড কৌতূহলে। 'হুজুর, ব্যাপারটা কি? ঐ বৃদ্ধ লোকটি কে? কেন এসেছিল? কী দরকার? চাদর কেন পরালো? কানে কানে কী বলেছিল? আপনার কোলে মাথা রেখে ঘুমালো কেন? আপনি জ্ঞান হারালেন কেন?' এক ঝাঁক প্রশ্ন করে বসলো ছাত্ররা তাদের কৌতূহল দমাতে না পেরে।

তিনি বললেন, ওই শীর্ণ–দীর্ণ মানুষটি এই শহরের কুতুব। মানুষের দায়িত্ব (রুহানী) পালন করতে গিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত ঘুমাতে পারেন নি তিনি। কারণ তাঁর ভয় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই অসংখ্য মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু বড়ই ঘুম পেয়েছে তাঁর। কিন্তু কে তাঁর দায়িত্ব নেবে? তো গোটা শহর খুঁজে আমাকে পেল। ঐ দায়িত্বের কথা আমার কানে শোনাতেই আল্লাহ্র ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। কাল ঘাম দেখা দিল। চাদরটা পরিয়ে দিতেই মনে হলো সাত আসমান ভেঙে পড়লো আমার ওপর। তিনি চলে যেতেই আমি ভয়ে জ্ঞান হারালাম।

তো ভাই ওই যুবক রাহেব আল্লাহ্র ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেল। আল্লাহ্ অদৃশ্য থেকে বললেন, 'হে রাহেব, তুমি ভয় পেওনা। আমি তোমার প্রতি খুশি।'

'হে আল্লাহ্, পাখি পুড়ে মরলো কেন?' রাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি যে তেরো বছর ধরে আমাকে ডেকে চলেছ, আজ আর তুমি তোমার নাই। তোমার দেখা আমারই দেখা। তুমি বিরুক্তির নজরে কাককে দেখোনি–আমি দেখেছি। আমার গায়রাত বা প্রতাপ ছোট্ট কাক সহ্য করতে পারে নি। আগুন ধরে ঝলসে গেছে।'

তেরো বছর বে–রিয়া ইবাদত করে এতো নৈকট্য অর্জন করেছিলেন রাহেব। সত্তর বছর কবুল ইবাদত আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে ভাই!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহু লা'ইয়াকউ'দু কাওমুই ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফ্ফাত্হুমুল মালাইকাতু অ–গাশিয়াত্ হুমুর রাহমাতু, অনাজালাত আ'লাইহিমুস্ শাকিনাতু অযাকারাহুমুল্লাহ ফিমান ইন্দাহু– যে জামাত আল্লাহ্র স্মরণ করে, চারদিকে ফিরিশতা তাদের ঘিরে নেয়; আল্লাহ্র রহমত তাদের ঢেকে ফেলে তাদের উপর সকিনা নাজিল হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজ মজলিশে তাদের আলোচনা করেন গর্ব ভরে।

তো আমার বুজুর্গ আর দোস্তো, এমন মূল্যবান মজলিশে আল্লাহ্তায়ালা আমাদের বসার তাওফিক দিয়েছেন। মজলিশের চারদিকে ফিরিশতা নাজেল হয়েছে। তাদের একদল দোয়া করছে 'আল্লাহুম্মাগ্ফিরহুম'। আরেক দল দোয়া করছে 'আল্লাহুম্মার হাম্হুম্'। মানে 'হে

আল্লাহ্ তুমি এদের পাপরাশিকে ক্ষমা করো' 'হে আল্লাহ্, তুমি এদের উপর রহমত নাজিল করো। আল্লাহ্তায়ালা দুই দল ফিরিশতার দোয়াকে কবুল করে নেন। কারণ তারা নিষ্পাপ। এ সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসে, হে অমুকের পুত্র অমুক, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তোমার গুনাহকে বদলে দিয়েছেন পূণ্য দিয়ে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মা মি কাওমিন ইজতামাউ ইয়াজ্কুরুনাল্লাহা লা ইউরিদুনা বিখালিকা ইল্লা অজ্হাহু ইল্লা নাদাহুম মুনাদিম্ মিনাস্ সামায়ি আন কুমু মাগ্ফুরাল্লাকুম ক্বাদ্ বাদ্দান্তু শাইয়্যিআতিকুম হাসানাতিন' 'যারা আল্লাহ্র স্মরণের জন্য জমায়েত হয় আর তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ পাককে রাজী করা, তখন আসমান থেকে একজন ফিরিশতা ঘোষণা করে, তোমাদের ক্ষমা করা হয়েছে আর তোমাদের গুনাহকে বদলে দেয়া হয়েছে নেকী দিয়ে। কালামে পাকেও আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ফাউলাইকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লাহু শাইয়্যিআতিহিম হাসানাতিন অকানাল্লাহু গাফুরুর রাহিমা'– 'কাজেই ওদের পাপগুলোকে পূণ্যে বদলে দিলেন আল্লাহ্তায়ালা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

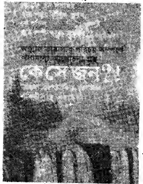

দুই

হযরত ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন জিব্রাইল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। সেদিন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব মন খারাপ করেছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, 'আল্লাহতায়ালা আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আর জিজ্ঞেস করেছেন আপনার কি কষ্ট?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই জিব্রাইল (আঃ)। রোজ হাশরের দিন আমার উম্মতের কি হবে এই চিন্তায় অস্থির আছি। জিব্রাইল (আঃ) বনি সালমা গোত্রের একটা কবরস্থানে নিয়ে এলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। একটা কবরে পাখা দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'কুম্ বিইজ্নিল্লাহ'– আল্লাহ্র আদেশে উঠো। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল একজন সুদর্শন লোক। তার মুখে উচ্চারিত হলো–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

'নিজের জায়গায় চলে যাও', আবার আদেশ করলেন জিব্রাইল (আঃ)। 'হে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,' জিব্রাইল (আঃ) বললেন, 'যে ভাবে যার মৃত্যু হবে ঠিক তেমনি সে কেয়ামতের দিন উঠবে।'

ভাই, আমরা জানিনা কবে আমরা মরবো। কিভাবে মরবো। মৃত্যুর সময় কি কালিমা আমরা পড়তে পারবো?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আলাম্ তারা কায়ফা দারাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান তাইয়্যিবাতান কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন আস্লুহা সাবিতিউ অ ফারউহা ফিস্ সামায়ি। তুতি উকুলাহা কুল্লা হিনুম্ বিইজ্নি রাব্বিহি। অইয়াদ রিবুল্লাহুল আমসালা লিন্নাসি লাআল্লাহুম ইয়াতাজাক্কারুন। অমাসালু কালিমাতিন খাবিসাতিন কাশাজারাতিন খাবিসাতিন নিজ্তুস্সাত মিন ফাওক্বিল আরদি মালাহা মিন ক্বারার।'

'আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ পাক কী সুন্দর উপমা দিয়েছেন? কালিমা তাইয়্যিবা যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ, যার শিকড় জমিনের ভেতর আর তার শাখা–প্রশাখা উঠে গেছে আকাশের ওপর। আপন প্রভুর আদশে সে ফল দিচ্ছে প্রতি পলকে। আল্লাহ্ তায়ালা উপমা এজন্যে দিচ্ছেন যেন মানুষ বুঝতে পারে। আর খবীস কালিমা বা কালিমায়ি কুফরের উপমা একটি বিষবৃক্ষ যাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। জমিনের উপর। আর জমিনের মাঝে তার কোনও স্থায়িত্বও নেই।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালিমায়ি তাইয়্যিবার মানে কালিমায়ি শাহাদাত আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার শিকড় মুমিনের মনে। আর তার শাখা–প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত। যার জন্য মুমিনের আমল আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। কালিমায়ি কুফর বা খাবীসা হচ্ছে শিরক। যা বিষবৃক্ষের মতো। সব গুনাহ তার থেকে সৃষ্টি হয়।

তো কালিমার হাক্বীকাত আমাদের আমলকে পৌছে দেয় আকাশ পর্যন্ত। হাক্বীকাত কি? কালিমা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ। মাত্র চব্বিশটি অক্ষরের ও সাতটি মিলিত শব্দের তৈরি এ কালিমাটি ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই কালিমার ব্যাখ্যার মাঝে রয়েছে এই পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান। এ কালিমার যাত্রা শুরু হলো মানবমনের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে। তা হচ্ছে–

প্রভুত্ব কার?

মানুষের না আল্লাহ্র?

এটা এমনই এক প্রশ্ন যার সাথে ভাষা, জন্মসূত্র, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, দেশ ও কাল এর কোনটারই সম্পর্ক ছিল না; এ সম্পর্ক ছিল ইনসানিয়াত বা মানবতার। এই কালিমার চারটা অংশ, চারটি গভীর জ্ঞান আর চারটা চাওয়া।

লা ইলাহা–নাই কোনও উপাস্য।

তার মানে গোটা জগতে যা কিছু সৃষ্ট বস্তু তার সবরকম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। সৃষ্ট বস্তুর থেকে কিছু হওয়া দেখা, বোঝা–সবই ভুল। ধোঁকা। এটি হচ্ছে একটি অংশ, একটি গভীর জ্ঞান। আর এর চাওয়া হচ্ছে, যেহেতু সৃষ্ট বস্তু কিছুই করতে পারে না। তাই আমি সৃষ্টির উপাসনা করবো না। তার প্রশংসা করবো না। তার থেকে কিছু হয় বিশ্বাস করবো না। তার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা রাখবো না। নত হবো না কখনও। সৃষ্টির কারণে আল্লাহ্র অবাধ্য হবো না। আমি সৃষ্টি বস্তুর বাঁধন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। আমি না আমেরিকার, না রাশিয়ার, না ইউরোপ বা চীন ও জাপানের। আমি আমার অফিসারের নই, এই এলাকার কমিশনারের নই, নই কোনও ক্ষমতাধর ব্যবসায়ীর। আমি স্বাধীন।

আল্লাহ্তালার এই উলুহিয়াত বা প্রভুত্ব সম্পর্কে কালামে পাকের পাতায় পাতায় রয়েছে বর্ণনা। 'ইলাহ' শব্দটি, এসেছে কমপক্ষে আশি বার। 'ইলাহান' এসেছে ১৬ বার। 'ইলাহাকা' ২ বার। 'ইলাহাকুম' ১০ বার। 'ইলাহুনা' ১ বার। 'ইলাহাতুন' ২ বার। 'ইলাহাতিন' ১৮ বার। 'ইলাহাতিকা' ' ১বার। 'ইলাহাতিকুম' ৪ বার। 'ইলাহাতিনা' ৮ বার। 'ইলাহাতুকুম' ২ বার। 'ইলাহাতি' ১ বার। প্রায় ১৪৪ বার।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ইজক্বালা লিবানিহি মা' তা'বুদুনা মিম বা'দি। ক্বালু না'বুদা ইলাহাকা অইলাহা আবাইকা ইব্রাহিমা অ–ইসমাইলা অ–ইসহাকা ইলাহাও অহিদা০–যখন তিনি নিজ ছেলেদের বললেন, তোমরা আমার পর কীসের ইবাদত করবে? তারা বলল, 'আমরা তাঁরই ইবাদাত করবো আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহিম, ঈসমাইল ও ইসহাক যাঁর উপাসনা করেছেন। এই আলোচনা করেছেন সুরা বাকারার ১৩৩ নয় আয়াতে। এই একই সুরার ১৬২ নয় আয়াতে বলেনঃ 'অইলাহুকুম ইলাহুউ অহিদ০ লাইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম'–'আর তিনিই তোমাদের উপাস্য যিনি একমাত্র মা'বুদ তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই; তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।' একই সুরার ১৬৩ নং আয়াতে বলেন, 'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অল আরদি অখ্তিলাফিল্ লাইলি অন্ নাহারি অল ফুলকিল্ লাতি ফিল বাহ্রি বিমা ইয়ানফাউন্নাসা অমা আনজালাল্লাহু মিনাস্ সামায়ি মিম্ মায়িন০ ফা আহইয়া বিহিল্ আর্দা বা'দা মাওতিহা মিন কুল্লি দাব্বা'–'নিশ্চয়ই

আসমানসমূহ আর জমিন, দিন ও রাতের আসা–যাওয়া, জাহাজ, সাগরে যা চলছে মানুষের জন্য লাভজনক সামগ্রী নিয়ে, আর পানি যা আল্লাহ্তালা আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, তারপর সরস ও সতেজ করেন মাটিকে; সব ধরনের প্রাণীকূল ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই জমিনে। বায়ুর পরিবর্তন আর মেঘের মাঝে যা, আকাশ ও মাটির মাঝামাঝি বন্দী থাকে –এসব তার সৃষ্টির প্রমাণ, যা জানে শুধু জ্ঞানীরা'। সুরা আল ইমরানের ২ আয়াতে বলছেন, 'আল্লাহু লা–ইলাহা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম'–আল্লাহ্ এমন যে তিনি ছাড়া উপাস্য হিসেবে আর কেউ নেই।' একই সুরার ৫ আয়াতে, 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়াখ্ফা আলাইহি শাইয়ুন ফিল্ আরদি অলা ফিস্ সামায়ি'–'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে এমন কোন বিষয় গোপন নেই যা মাটি ও আকাশে রয়েছে'। একই সুরার ৬ আয়াতে,'হুআল্লাজি ইউসাব্বিরুকুম ফিল আরহামি কায়ফা ইয়াশাউ। লাইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম'–'তিনি এমন সত্ত্বা যিনি জরায়ুর মাঝে আকার দেন তোমাদের; তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী ও তত্ত্বজ্ঞ। একই সুরার ১৭ আয়াত, 'শাহিদাল্লাহু আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়া অল্ মালাইকাতু লা–উলুল ইল্‌মি ক্বারিমান বিল্ কিশ্‌তী'–'সাক্ষ্য দিয়েছে ফিরিশতা ও জ্ঞানীরা যে, আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; তিনি ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী।' পরের আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম'–'তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। ৬২ আয়াতে কারীমাতে বলেন, 'অমা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহ, অইল্লাল্লাহা লা হুয়াল আজিজুল হাকিম'–'আর কেউ উপাস্য নেই আল্লহ ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী'। সুরা 'নিসা'র–৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ্ লা–ইলাহা ইল্লা হুয়া লা ইয়াজ্‌মাআন্নাকুম ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি লারায়বা ফিহি০ অমান আস্‌দাকু মিনাল্লাহি হাদিসনা০–'আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য হবার যোগ্য নয়, তিনি নিশ্চয়ই কায়েম করবেন কিয়ামতের দিন; যাতে কোনও সন্দেহ নেই। আল্লাহ্তায়ালার চেয়ে বেশি সত্য আর কার কথা হবে?' একই সুরার ১১৭ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'অলা তা'কুলু সালাসাতুন ইন্‌তাহু খায়রাল্লাকুম০ইন্নামাল্লাহু ইলাহুঁউ অহিদ০সুবহানাহু ইয়্যাকুল্ লাহু অলাদ০–'আর বলো না যে, আল্লাহ্ তিন; নিবৃত্ত হও! তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক; প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্; তিনি সন্তানের পিতা হওয়া থেকে অতিশয় পবিত্র।' সুরা 'আনআম' এর ৪৬ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন,'ক্বোল আরাআয়তুম ইন্ আখাজাল্লাহু শাম্‌আ'কুম অ–আব্‌সারাকুম অ–খাতামা আলা কুলুবিকুম মান্ ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতি কুম্‌বিহি'–'আপনি বলুন, আচ্ছা বলো তো যদি আল্লাহ্ তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি কেড়ে নেন আর তোমাদের অন্তরসমূহের উপর যদি মেরে দেন মোহর। তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে তা তোমাদের ফিরিয়ে দেন'? একই সুরার ১০৯, ১০২ ও ১০৬ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উলুহিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুরা 'আলআরাফ' এর ৫৯ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'লাকাদ্ আরসাল্‌না নুহান্ ইলা কাওমিহি ফাক্বালা ইয়া কাওমিবুদুল্লাহা মালাকুম মিন্ ইলাহিন্ গায়রুহু'–আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদেরকে বললেন, 'হে আমার জাতি তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও উপাস্য নাই'। একই সুরার ৬৫ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অইলা আদিন আখাহুম হুদা০ক্বালা ইয়া কাওমিবুদুল্লাহা মালাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু'–আমি আদ জাতির কাছে পাঠালাম তাদের ভাই হুদকে সে বলল, হে আমার জাতি তোমরা আল্লাহ্তালার ইবাদাত করো তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই।' এভাবে ৭৩, ৮৫ আয়াতে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। একই সুরার ১৫৮ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ক্বোল ইয়া আইয়্যুহান্নাসু ইন্নি রাসুলুল্লাহ ইলায়কুম জামিয়া০লিল্লাহি লাহু মুলকুস্ সামাওয়াতি অল আরদ্০লাইলাহা ইল্লা হুয়া ইয়ুহ্‌য়ি অইয়ুমিতু'–'আপনি বলে দিন, হে মানব, তোমাদের সবার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্র রাসুল হিসাবে সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও জমিন সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন; তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নন; তিনি জীবন ও মৃত্যুর বিধানদাতা। সুরা 'তাওবা'র ৩১ আয়াতে বলেন, 'ইত্তাখাজু আহ্‌বারাহুম অ–রুহ্‌বানাহুম আও বাবাম মিন্

দুনিল্লাহি অল্ মাসিহাব্‌না মারইয়াম অমা উমিরু ইল্লা লি–আ'বু'দু ইলাহাঁও অহিদ লাইলাহা ইল্লা হুয়া০ সুবহানাহু আম্মা ইয়ুশরিকুন'০–তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে প্রভু মেনেছে, আর মরিয়ামের পুত্র মাসীহকেও! অথচ তাদের উপর আদেশ এই যে তারা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই'। এই সুরার ১২৯ আয়াতে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। সুরা 'ইউনুস' এর ৯০ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ক্বালা আমানতু আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাল্লাজি আমানাত্ বিহি বানু ইস্রায়িলা অমা–আনা মিনাল মুসলিমিন'–তখন সে (ফিরআউন) বলল, আমি ঈমান আনছি যাঁর ওপর ঈমান এনেছে বাণী ঈস্রাফিল; তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই; আর আমি মুসলমান হচ্ছি।' সুরা 'হুদ' এর ১৪ আয়াতে বলেন, 'ক্বোল ফাতু বিআশ্‌রি সুআরিম মিস্‌লিহি মুক্‌তারা ইয়াতি অদ'উ মানিশ্‌তাতাতুম মিন্ দুনিল্লাহি ইন্ কুন্‌তুম সাদিকিন০ ফাইল্‌লাম ইয়াশ্ তাজিবুলাকুম ফাআলামু আল্লামা উন্‌জিলা বিএল্‌মিল্লাহি অ আল্ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া০ ফাহাল আনতুম মুসলিমুন'–'আপনি বলে দিন, তাহলে তোমরা দশটি সুরা আনো আর সাহায্যকারী হিসেবে সৃষ্ট যাকে যাকে নিতে চাও নাও; যদি তোমরাই সত্যবাদী হও। তারপর তারা যদি না পারে তবে তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো, এই কোরআন তিনি আল্লাহ্ নাজিল করেছেন তাঁর ক্ষমতা দিয়ে; আর এটাও জেনো তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; এখন তোমরা মুসলমান হবে কি'? ৫০, ৬১ আয়াতেও উলুহিয়াতের আলোচনা এসেছে। সুরা 'রা'দ'–এর ৩০ আয়াত, 'ইব্রাহিম'–এর ৫২, 'আন–নাহাল'–এর ২,২২, সুরা 'আল আম্বিয়া'–এর ২৫, ২৯, আয়াতগুলোতে একই আলোচনা এসেছে। 'আম্বিয়া'–এর ৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আযান্‌নি ইজ্ জাহারা মুগাদিবান ফাজান্না আল্লান নাক্‌দিরা আলাইহি ফানাদা ফিজ্ জুলুমাতি আল্ লাইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনাজ্ জালিমিন'–'আর আপনি মাছওয়ালার আলোচনা করেন; তিনি যখন (তাঁর জাতির উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন, তিনি ধারণা করেছিলেন আমি তাকে ধরবো না, অবশেষে তিনি প্রগাঢ় আঁধারের ভিতর ডাকলেন, আপনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধী'। ওই একই সুরার ১০৮ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত। সুরা 'আন–নাহাল'–এর ৫১, 'আল–কাহাফ'–এর ১১০, 'আত–তাহা'র ৮, ১৪, ৯৮ নম্বর আয়াতেও একই আলোচনা হয়েছে। সুরা 'আল–হাজ্জ'–এর ৩৪ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'অলিকুল্লি উম্মাতিন জাআল্‌না মান্ শাকাল্ লিয়াজ্ কুরুস্‌মাল্লাহি আ'লা মা রাজাকাহুম মিম্ বাহিমাতিল আন্‌আম০ ফা ইলাহুকুম ইলাহুঁউ অহিদুন ফালাহু আস্‌লিমু০অবাশ্‌শিরিল মুখবিতিন'–'আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কোরবানী এই উদ্দেশে নির্ধারিত করেছি যে তারা পশুগুলির উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে–যা তিনি তাদের দান করেছেন; কাজেই তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ্; আর তোমরা তারই অনুগত হও; আর এইসব মাথা নতকারীদের শোনাও সুসংবাদ। 'সুরা মু'মিনুন' এর ২৩ ও ৩২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে তাঁর উলুহিয়াত। ৯১ আয়াতে বলেন, 'মাত্তাখাজাল্লাহু মিউ অলাদিউ অমা কানা মাআহু মিন্ ইলাহিন ইজাল্লাজাহাবা কুল্লু ইলাহিম্ বিমা খালাকা অলা আ'লা বা'দুহুম আলা বা'দিন০সুব্‌হানাল্লাহি আম্মা ইয়াসিফুন'–'আল্লাহ্তায়ালা কাউকে সন্তান নির্ধারণ করেননি; আর না তার সাথে অন্য কেউ উপাস্য আছে; যদি থাকতো তবে তো প্রত্যেকে নিজের সৃষ্টিকে আলাদা করে নিত আর একে অন্যের উপর চড়াও হতো; এমন গর্হিত ধারণা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।' একই সুরার ১১৬ আয়াতে একই আলোচনা হয়েছে। 'সুরা আন্–নামাল' এর ২৬ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। ৬১ আয়াতে বলেন, 'আম্মান যাআলাল আরদা কারারাও অযাআলা খিলালাহা আনহারাও অজাআলা লাহা রাওয়ামিয়া অজাআলা বায়নাল বাহরাইনি হাজিজা০ অইলাহুম মাআল্লাহি বাল্ আকসুরুহুম লা ইয়ালামুন'–'তিনি সেই সত্তা যিনি জমীনকে বাসস্থান বানিয়েছেন, মাঝে মাঝে নির্ঝরিণী তৈরি করে দিয়েছেন; কোথাও পর্বত সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং দুই নদীর মাঝে এঁকেছেন সীমারেখা; তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য আছে কি? তাদের অধিকাংশ তা বোঝেনা।' ৬২ আয়াতে বলেন, 'আম্মায় ইয়ুজিবু মুদ্‌তার্‌রা ইজা দাআহু অইয়াক্‌শিফুশ্

শুআ অইয়াজ্ আলুকা খুলাফা আল্ আরদ্০অইলাহুম মাআল্লাহ্ ক্বালিলাম মা তাজাক্কারুন' – 'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন ও তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আর তোমাদের জমীন ব্যবহারের অধিকার দেন; আল্লাহ্‌র সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? কিন্তু তা তোমরা খুব কমই বুঝতে পারো।' ৬৩ আয়াতে বলেন, 'আম্মায় ইয়াহ্দিকুম ফি জুলুমাতিল বার্‌রি অল্ বাহ্‌রি অমায় ইয়ুরশিলুর রিয়াহা বুশরাম্ বায়না ইয়াদা রাহ্‌মাতিহি০অইলাহুম মাআল্লাহ্০তায়ালাল্লাহু আম্মা ইয়ুশ্‌রিকুন' – 'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি স্থল ও জলভাগের গাঢ় আঁধার রাশির ভেতর তোমাদের পথ দেখান আর যিনি বৃষ্টির আগে বাতাসকে পাঠান, যা তোমাদের খুশি করে; তাঁর সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? আল্লাহ্ তাঁর শরীক থেকে অনেক উর্ধ্বে।' ৬৪ আয়াতে বলেন, 'তিনি সেই সত্ত্বা যিনি বস্তুকে প্রথম সৃষ্টি করেন আবার তাদের সৃষ্টি (পুনরুত্থান) করবেন; তিনি তোমাদের আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ থেকে রুজি দান করেন; আল্লাহ্‌র সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? আপনি বলুন, তোমরা আনো তোমাদের প্রমাণ, যদি সত্যবাদী হও'।

সুরা 'আল কাসাস' এর ৩৮ আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'অক্বালা ফিরআউনু ইয়া আইয়্যুহাল মালাউ মা আলিমতু লাকুম্ মিন ইলাহিম গায়রি ফাআউকিদ্‌লি ইয়া হামানু আলাত্ ত্বীনি ফাজ্‌আল্‌লি সারহাল্ লা আল্লি আত্তালিউ ইলা ইলাহি; মুসা অইন্নি লা আজুন্নুহু মিনাল কাজিবিন' – 'এবং ফিরাউন বলল,' হে সভাসদ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনও মা'বুদ আছে বলে আমার মনে হয় না; ওহে হামান, তুমি আমার জন্য মাটিকে আগুনে পোড়াও (ইট তৈরি করো)। তারপর আমার জন্য তৈরি করো সুউচ্চ এক প্রাসাদ; যেন আমি মুসার মা'বুদের সন্ধান করতে পারি। আর আমি মনে করি মুসা একজন মিথ্যাবাদী'! একই সুরার ৭০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্‌র উলুহিয়াত। ৭১ আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'ক্বোল আরাআয়তুম ইন জাআলাল্লাহু আলাইকুমুল্ লাইলা শারমাদান ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি মান্ ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতিকুম বিদিয়াইন০অক্বালা তাশমাউন' – 'আপনি বলেন, আচ্ছা, যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত রাতকে দীর্ঘ করেন তাহলে কে এমন উপাস্য আছে যে, তোমাদের জন্যে আলো এনে দেবে? তবে কি তোমরা কানে শোন না (এতবড় স্পষ্ট প্রমাণ!); ৭২ আয়াতে বলেন, 'ক্বোল আরাআয়তুম ইন জাআলাল্লাহু আ'লায়কুমুন্ নাহারা শারমাদান ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি মান ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতিকুম বিল্ লাইলিমু তাশকুনুনা ফিহ্০আফালা তুব্‌সিরুন' – 'আপনি বলেন, আচ্ছা, যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করেন তাহলে কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত এনে দেবে, যা তোমাদের জন্য আরামদায়ক; তবুও কি তোমরা দেখনা'? একই সুরার ৮৮ আয়াতে আল্লাহ্‌র উলুহিয়াত সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। সুরা 'আল–ফাতির' –এর ৩ আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'ইয়া আইয়্যুহান্নাসুজ্‌কুরু নে'মাতাল্লাহি আলাইকুম০হাল মিন খালিকিন আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনও স্রষ্টা আছে কি যিনি তোমাদের জন্য আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ থেকে রিজিক পাঠান; তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; তারপর কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' সুরা 'আস্‌সাফফাত' –এর ৩৫, 'সোয়াদ' –এর ৬৫ 'জুমারা' – এর ৬, 'মু'মিন' –এর ৩, ৩৭, ৬২, ৬৫, 'হামিম' –এর ৬, 'যুখরুফ' –এর ৮৪, 'আদ্ দুখান' –এর ৮, 'মুহাম্মাদ' –এর ১৯, 'আত–তুর' –এর ৪৩, 'আল–হাশার' –এর ২২, ২৩, 'আত–তাগাবুন' –এর ১৩, 'আল–মুজাম্মিল' –এর ৯ এবং 'নাস' –এর ৩ আয়াতগুলোতেও আল্লাহ্‌তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সোচ্চারে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বার বার কালামে পাকের পাতায় পাতায় তাঁর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এই জন্য যে, বান্দা যদি তাঁর প্রভুর ক্ষমতা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ করে, তাঁর ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ। সে নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র নারাজী বা অসন্তুষ্টি হাসিল করবে, জাকাত দিয়ে হবে অপরাধী, রোজা যাবে বিফলে। হজ্জ করে সে হবে খোদার ক্রোধের কারণ, ইল্‌ম্ শিখে সে হবে মরদুদ্ বা অভিশপ্ত। তার মধ্যে আসবে না আত্মসমর্পণ। কারণ সে তো তার পরম প্রভুকে পরিষ্কার ভাবে চেনেনি। তাঁর খোদা

সম্পর্কে তাঁর ধারণা অসম্পূর্ণ। তাই প্রথমেই জানতে হবে তিনি কে? কী তার ক্ষমতা? কী বা তার প্রকৃত পরিচয়।

তিন

তিনি আল্লাহ্।

তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই। তিনি ছাড়া কেউ মালিক বা প্রভু নাই। তিনি ছাড়া কেউ খালিক বা স্রষ্টা নাই। তিনি ছাড়া কেউ রাজেক বা রুজী দেবার ক্ষমতা রাখে না। তিনি ছাড়া কেউ হাফিজ নাই বা নিরাপত্তা দিতে পারে না। হাদিস শরীফে এসেছে,' ইন্নালিল্লাহি তিস্‌আতাঁও ওয়া তিস্‌য়িনা ইসমান মিআতান গাইরা ওয়াহিদাতিম মান আহসাতা দাখালাল জান্নাতা' –অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র ৯৯ টি নাম রয়েছে। যারা এ নাম গুলোকে পুরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে তারাই বেহেশ্‌ত প্রবেশ করবে। এখানে 'আহসা' শব্দ থেকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ্‌র নামগুলোর গূঢ়ার্থ জানবে ও বাস্তবায়ন করা। তাতে আল্লাহ্‌র সাথে তৈরি হবে গভীর সম্পর্ক। আর আল্লাহ্‌র নামের মাঝে তাঁর যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী তাঁকে বিশ্বাস করা। যেমন 'আল্লাহ্'। এটা আল্লাহ্ পাকের জাতি নাম। এর একটা শাব্দিক অর্থও রয়েছে। যেমন, পূর্ব জামানার কিছু মুহাক্কিক আলিম বলেছেন আল্+ইলাহ্=আল্লাহ্। ইলাহ অর্থ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর আল্ শব্দ দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেটাকে। তাহলে আল্লাহ্ শব্দের অর্থ দাঁড়াল সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিকারী। কাজেই একমাত্র আল্লাহ্‌কেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করতে হবে। আমাদের প্রতিনিয়ত কাজের মধ্যে প্রমাণ রাখতে হবে আল্লাহ্‌র এই রাজত্বে তাকেই একমাত্র প্রাধান্য দিচ্ছি। আর কারও মাতব্বরি মানি না। তিনি 'রাহমান' ও 'রাহিম'। অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র পরম দাতা ও দয়ালু। আমি এবং আমরা সব সময়ই তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল। অন্য কারো সাহায্য বা দয়ার ধার ধারিনা। না চীন, না আমেরিকা, না রাশিয়া করো দয়ায় আমরা চলি না। 'আল মালিকু' –আল্লাহ্ই একমাত্র রাজাধিরাজ। মানুষ এলাকার কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও মাতব্বরকে মেনে চলে। আমরা সব রাজার রাজা, সর্বযুগের একমাত্র বাদশাহের হুকুম মেনে চলবো। কারণ তিনি আমাদের মালিক। 'আল কুদ্দুসু' – তিনি যাবতীয় অন্যায়, জুলুম নির্যাতন ও যে কোনও প্রকার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি আমাদের পবিত্র মালিক। 'আস–সালামু' –আল্লাহ্ই একমাত্র শান্তি দান কারী, অশান্তি নিবারণ করেন, অশান্তি থেকে বাঁচান। তিনি ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারে না, অশান্তি থেকে বাঁচাতে পারে না। 'আল–মু'মিনু' –তিনি আল্লাহ্ই একমাত্র নিরাপত্তা দানকারী বাদশাহ। 'আল–মুহাইমিনু' – একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী বাদশাহ। 'আল–আযিযু' –তিনি মহাসম্মানিত, দুর্দান্ত প্রতাবশালী ও অসীম শক্তিধর বাদশাহ। 'আল–জাব্বারু' –তিনি এমন বাদশাহ যিনি যা খুশি তাই–ই করতে পারেন। 'আল–মুতাকাব্বিরু' –সবরকম শক্তি ও

গুণের সমাহার যার তেমন বাদশাহ। যাঁর গৌরব করা একমাত্র সাজে। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে তাঁর শক্তি ও গুণের অধিকারী একমাত্র বাদশাহ্ মেনে নিয়ে তাঁকে এমনভাবে ভয় পেতে হবে যেন অন্য কোনও সৃষ্টির ওপর তেমন ভয় পোষণ না করা হয়। আবার এমন বিশ্বাস রাখতে হবে ওইসব গুণের ও শক্তির একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রতি আমি যতক্ষণ আনুগত্য দেখাবো ততক্ষণ সৃষ্টির তরফ থেকে আমাদের কোনও ভয় নেই। 'আল খালিকু'–দৃশ্যমান যাবতীয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। 'আল বারিউ'-রুহ এবং অদৃশ্য যাবতীয় জিনিষের সৃষ্টিকর্তা। 'আল মুসাওয়িরু'–তিনি দান করেন আকার ও আকৃতি। 'আল গাফ্‌ফারু'– আল্লাহ্ অনেক বড় ক্ষমাশীল। 'আল–কাহ্‌হারু'– প্রভাব বিস্তারকারী মহাশক্তিধর। 'আল–ওহ্‌হাবু'– আল্লাহ্ অনেক বড় দাতা। 'আর রায্‌যাকু'

– আল্লাহ্‌ই একমাত্র রুজি দানকারী। 'আল ফাত্তাহু'–আল্লাহ্ তিনি, যিনি খুলে দেন বন্ধ দরোজা। তার মানে তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, রুজি ও বিভিন্ন নানা ধরনের লাভের দরজা খুলে দেন। 'আল আলিমু'–যিনি সব বিষয়ে সব কিছু জানেন; সর্বজ্ঞ। কাজেই সব ধরনের সমস্যা, অসুবিধা আর বিপদ মুসিবতের দরোজা খুলে দিয়ে মুক্তি দেন যিনি আল্লাহ্, আমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী হবো। তিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা বা সব জানেন। তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। আর তিনি সবকিছু জানেন বলে আমাকে সদা সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে। এমন কিছু আমার কাছ থেকে ঘটে না যায় যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। 'আল ক্বাবিদু'–যিনি সংকীর্ণ বা ছোট করেন। 'আর বাসিতু'–যিনি প্রশস্ত বা বড় করেন। যে কোনও অবস্থাকে ক্ষুদ্র তিনিই করেন, আবার তিনিই বড় করে দেন। কাজেই তাঁরই ওপর নির্ভর ও ভয় করা উচিত। আর এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া ও দোয়ায় ব্যস্ত থাকে। 'আল খাফিসু'–তিনিই অবস্থার অবনতি করেন। 'আর রাফিয়্যু'–তিনিই উন্নতি দান করেন। তাঁরই হাতে উন্নতি এবং অবনতি। কাজেই তাঁরই কাছে সবসময় অবনতির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আর তাঁরই দেখানো পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করা। 'আল মুয়িযু'–তিনি ইজ্জত দানকারী। 'আল মুজিল্লু'–তিনিই ইজ্জত হরণকারী, অপদস্থ তিনিই করেন। কাজেই তাঁরই কাছে সম্মান চাওয়া, বেইজ্জতি থেকে মুক্তি চাওয়া। 'আস সামীউ'–যিনি সবকিছু শোনেন। 'আল বাসিরু'–সব কিছু যিনি দেখেন। কাজেই নিভৃতেও কোনও এমন কিছু করা যাবে না যা তিনি নিষেধ করেছেন। 'আল হাকামু'–আল্লাহ্‌ই একমাত্র আদেশ দানকারী ও আইন প্রণেতা। 'আল আদিলু'–তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। 'আল লাতিফ'–তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও বিপদে মুক্তি দাতা। 'আল খাবিরু'–যিনি গোপন খবর জানেন। 'আল হালিমু'–তিনি অতিশয় ধৈর্যশীল। 'আল আজীযু'–তিনি অতি মহান। 'আল গাফুরু'–তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। 'আশ্‌শাকুরু'–তিনি সঠিক কর্ম সম্পাদনকারী। তিনি বড় মর্যাদা দানকারী। 'আল আলিয়্যু'–আল্লাহ্ অতি বড় মহান। 'আল কাবীর'–তিনি সবচেয়ে বড়। 'আল হাফিজু'–তিনি সবকিছু সংরক্ষণ করেন। 'আল মুকীতু'–সবার রুজি দানকারী। 'আল হাসীবু'–তিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী। 'আল জালীলু'–অতি বড় মর্যাদাশালী। 'আল কারীমু'–তিনি বড় দাতা। 'আর রাকীবু'–তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন। 'আল মুজীবু'–করুণ প্রার্থনা শ্রবণকারী। 'আল ওয়াসিউ'–তিনি বিশাল, অফুরন্ত। 'আল হাকীমু'–তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। 'আল ওয়াদুদ'–তিনি প্রেমময়। 'আল মাজিদু'–তিনি সবচেয়ে সম্মানিত। 'আল বাঈসু'–তিনি কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থানকারী। 'আশ্‌শাহিদু'–তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা। 'আল হাক্কু'–তিনি মহাসত্য। 'আল ওয়াকিলু'–একমাত্র কার্যনির্বাহক।

'আল ক্বাবীউ'–তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। 'আল ওয়ালিয়্যু'–তিনি একমাত্র বন্ধু 'আল হামিদু'–তিনি প্রশংসার যোগ্য।

'আল মুহসিয়্যু'–তিনি হিসাব সংরক্ষণকারী, 'আল মুবদিউ'–সব বস্তুর প্রথম স্রষ্টা। 'আল মুয়ীদ'–তিনি পুনরুত্থানকারী স্রষ্টা। 'আল মুহ্‌ঈ'– তিনি জীবনের স্রষ্টা। 'আল মুমিতু'–তিনি মৃত্যুদাতা। 'আল হাইয়্যু'–তিনি চিরঞ্জীব। 'আল কাইয়ুম'–চিরস্থায়ী। 'আল ওয়াজিদু'–প্রকৃত ধনী। 'আল ওয়াহিদু'–তিনি এক। 'আস সামাদু'-তিনি কারও ধার ধারেন না। 'আল ক্বাদিরু'-শক্তিমান। 'আল মুক্তাদিরু'–তিনি সর্বশক্তিমান। 'আল মুকাদ্দিসু'–তিনি অগ্রগামী করেন। 'আল মুয়াখখিরু'–তিনি পেছনে ফেলে দেন। 'আল আউয়ালু'–তিনিই আদি। 'আল আখিরু'–তিনিই অন্ত। 'আজ্‌জাহিরু'–তিনি প্রকাশ্য। 'আল বাতিনু'–তিনিই গোপন। 'আলওয়ালি'– তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ। 'আল মুতাআলী'–তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। 'আল বাররু'–তিনি পরম বন্ধু। 'আত্‌তাওয়াবু'–তিনি তাওবা কবুলকারী। 'আল মুনতাকিমু'–তিনি শাস্তিদাতা। 'আল আফুউ'–তিনি ক্ষমাশীল। 'আর রাউফু'–তিনি অতিশয় সদয়। 'মালিকাল মুলক্'–তিনি বিশ্বজাহানের মালিক। 'যুল জালালি অল ইকরাম'–তিনিই সব প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক। 'আল মুকসিতু'–তিনি ন্যায় বিচারক। 'আল জামিউ'–সমবেতকরী। 'আল গানিয়্যু'–প্রকৃত ধনী। 'আর মুগনি'–তিনি ধনীর স্রষ্টা। 'আল মানিউ'–ধনী ও নির্ধন সৃষ্টিকারী। 'আদ্‌দাররু'–অনিষ্টের মালিক। 'আন নাফিউ'–তিনি লাভ দানকারী। 'আন্নুরু'–তিনি আলো। 'আলহাদি'–তিনি পথ দেখান বা হেদায়েত দান করেন। 'আল বাদিউ'–তিনি প্রথম অস্তিত্ব দান কারী। 'আলবাকী'–তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। 'আল ওয়ারিসু'–সকল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকার। 'আর রাশিদু'–তিনি সত্য। 'আস সাবিরু'–তিনি ধৈর্যশীল। 'আস সাত্তারু'–তিনি দোষ গোপন রাখেন।

তো তাই, 'আমানতু বিল্লাহি',–আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর–'কামা হুয়া বি আসমাইহি'–তাঁর নামের উপর–'অয়া সিফাতিহী'–এবং তাঁর গুণের উপর।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক একটা নাম হচ্ছে 'রাহমান'। তিনি কেমন রাহমান?

মক্কার কাফিররা 'রাহমান' কথাটার মানে বুঝতো না। মুসলমানদের মুখ থেকে 'রাহমান' নাম শুনে তারা বলাবলি করতো' 'অমার্ রাহমান?' রাহমান আবার কি? তাদের 'রাহমান' নামের সাথে পরিচিত করার জন্যে আল্লাহ্‌তালা অবতীর্ণ করলেন সুরা 'আর রাহমান'। তিনি কেমন রাহমান তার বিশদ পরিচয় দিলেন এই পবিত্র সুরায়। গোটা সুরাতে মানব মন্ডলীর জন্যে তাঁর দেয়া দয়ার নিদর্শন যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নেয়ামত ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আর রাহমানু–আল্লামাল কুরআন। তার মানে–করুণাময় আল্লাহ্; শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

অর্থাৎ মানবের প্রতি যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দয়ার মাঝে সবচেয়ে অন্যতম যে তিনি মানুষকে শিখেয়েছেন কুরআন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান, সবচেয়ে বড় দয়া। কারণ, এতে রয়েছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোরআনকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি কণাকে বিলীন করে, শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে কুরআনের প্রতি দেখিয়েছিলেন সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

আর সেজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে দুনিয়া ও পরকালীন মর্যাদার ও গৌরবের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্‌তালা বলেন, 'খালাকাল ইন্‌সানা আল্লামা হুল বায়ান'–'সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন কথা বলা।' অর্থাৎ তিনি কেমন দয়াল তা বুঝিয়েছেন তাঁর দেয়া বিস্ময়কর একটি

নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে। তিনি শুধু আমাদের পোড়ামাটি দিয়ে সৃষ্টিই করেন নি। কথা বলতে শিখিয়েছেন। ভাবপ্রকাশ করার অলৌকিক এ অবদান তার 'রাহমান' নামেরই পরিচয় দেয়। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তা পৌঁছে দিয়েছেন মানব জাতিকে। তাঁর পর আর কোনও নবী নেই। তাই বাকী মানব সন্তানকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে কুরআনী শিক্ষাকে পৌঁছে দিচ্ছেন শেষ দিবস পর্যন্ত মানবজাতিকে। আল্লাহতায়ালা প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বলেছেন আমি শিখেয়েছি কুরআন। কুরআনের শিক্ষা গোটা মানবজগতকে সত্য পথ দেখানো, তাদের নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্ম শেখানো। আসলে মানবসৃষ্টির লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষা আর তাতে দেখানো পথে চলা। সেটা ছাড়া মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। সেজন্য 'রাহমান' তার দয়া এভাবে করেছেন। তিনি প্রথমে কুরআন নাজিল করেছেন, তা শিখিয়েছেন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। তিনি শিখিয়েছেন তাঁর সাথীদের। তাঁর সাথীরা শিখিয়েছেন পরবর্তীদের। এভাবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শেষ মানবকে। কাজেই কুরআন শিক্ষার কথা মানব সৃষ্টির আগেই বলা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান 'রাহমান' তাদের দিয়েছেন। সেগুলো মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা। কিন্তু সেগুলোর আলোচনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরে বলেছেন। এজন্যে যে তাঁর কাছে মানুষকে দেয়া তাঁর দয়ার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কুরআন শেখা ও শেখানো। যার জন্যে তিনি বলেছেন 'আল্লামা হুল বায়ান'–'আমি শিখিয়েছি বর্ণনা করতে।' বর্ণনা না করতে পারলে সে কিভাবে অন্যকে শেখাতো? এখানে 'বায়ান' বা বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা ছাড়াও অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর মধ্যে রয়েছে।

'আশ্‌শামসু অল কামারু বিহুসবান'–সূর্য ও চন্দ্র চলছে হিসেব মতো।

দয়ালু, রাহমানুর রাহীম মানুষের জন্যে ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে, সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য অবদান। এই আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের কথা বলেছেন। বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে গভীরভাবে। 'হুসবান' শব্দটি অনেকের মতে ধাতু। এর অর্থ হিসেব। অনেকে বলেন এটি 'হিসাব' শব্দের বহুবচন।

সূর্য ও চাঁদের গতি আর তাদের আপন আপন কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটা বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ মতো। মানব জীবনের সব কর্মকান্ড নির্ভর করছে সূর্য ও চাঁদের গতির ওপর। এর জন্যেই দিন-রাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন আর বছর মাসের নির্ধারণ হয়। সূর্য ও চাঁদের পরিক্রমণের আলাদা হিসেব আছে। সেই হিসেবের ওপর চালু রয়েছে সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা। এসব হিসাব অনঢ় আর অটল। লাখো বছর চলে গেলেও এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় নি, হবেও না।

'অন্ নাজমু অশ্ শাজারু ইয়াশজুদান'–

'আর তৃণলতা ও গাছপালা সেজদায় আছে।'

কান্ডবিহীন লতানো গাছকে 'নাজমু' আর কান্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে 'শাজারু' বলে। সবরকম লতা-পাতা ও গাছ আল্লাহতায়ালার সামনে সিজদা করে। মাথা মাটিতে ছোঁয়ানো হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের চরম নিদর্শন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সিজদা দানকারী এসব সৃষ্টি (বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফলমূল) প্রতিনিয়ত মানুষের উপকার করে যাচ্ছে, নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছে।

এত বিচিত্র সৃষ্টি মানুষের কাজে লিপ্ত থাকা এটিও 'রাহমানুর রাহীম' এর অসীম দয়া আমাদের প্রতি।

'অস্ সামাআ রাফাআহা অ-আদাআল্ মিজান-'

'তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন আর তৈরি করেছেন দাঁড়িপাল্লা।'

আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী তার বিপরীত। তারপরই আল্লাহতায়ালা মীজান বা তুলাদন্ডের আলোচনা করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এই মীজান সৃষ্টির মাধ্যমে। রহস্য এই যে, তিনি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে মানবকে রক্ষা করেছেন আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে। এই আয়াতের ইশারা এই, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই নশ্বর এই পৃথিবীতে থাকবে শান্তি। এই যে অনর্থ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন এটিও রাহমানুর রাহিম এর দয়া।

'অল্ আরদা অদাআহা লিল্ আনাম-'

'আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি প্রাণের জন্যে-'

এই ভূপৃষ্ঠ তৈরি করে তিনি আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। দয়ালু আল্লাহ কোরআন পাকের অন্য স্থানে বলেছেন, 'আমি ভূপৃষ্ঠকে তৈরি করেছি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ।'

'ফিহা ফাকিহাতুন-'

'এতে আছে ফলমূল-'

যাতে করে তাঁর (আল্লাহর) বান্দারা স্বাদের, রুচির পরিবর্তন করতে পারে।

'অন্ নাখ্‌লু যাতুল আক্‌মাম্'-

'এবং খোসাসমেত খেজুর-'

'অল হাব্বু জুল আস্‌ফি-'

'আর দিয়েছি খোসাবিশিষ্ট শস্য-'

'আস্‌ফি'–সেই খোসা যার ভেতরে আল্লাহর অপার মহিমায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা যায়। যার জন্যে মোড়কের ভেতরে দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি রোজ খাচ্ছো, এর এক একটা দানাকে সৃষ্টিকর্তা কেমন সুকৌশলে মরা মাটি ও পানি দিয়ে তৈরি করেছেন। এগুলো মানুষের প্রতি দয়ালু আল্লাহতালার অসীম দয়ার প্রকাশ। তাঁর 'রাহমান' নামের পরিচয়।

তারপর কিভাবে দানাটিকে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেগুলো শেষমেশ তোমাদের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। আর খোসাগুলো খোরাক হয়েছে তোমাদের চারপেয়ে পোষা জানোয়ারের। ওগুলো তোমাদের দেয় সুপেয় দুধ। যা তোমরা পান করো। তৃপ্ত হও। আর ওরা তোমাদের বোঝা বহন করে।

'অর রায়হান'–

'আর সুগন্ধি ফুল-'

আল্লাহতায়ালা মাটি থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে তৈরি করেছেন নানা রঙের সুগন্ধি ফুল। যা আমাদের অনুভূতি কে পবিত্র করে, দেয় নির্মল আনন্দ। তিনি, রাহমান, আমাদের অতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম খুশির দিকে খেয়াল রেখেছেন।

'ফাবি আইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান-'

'অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ দয়াকে অস্বীকার করবে?'

স্রষ্টা নিজেই তাঁর দয়ার কথা, দানের কথা স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করছেন অপত্য স্নেহে অন্ধ পিতার অভিমানী কণ্ঠে। বলো, এতোসব কি আমি দয়া করিনি? তবে কেন ভুলে যাচ্ছো এমন রাহমানকে?

'রাব্বুল মাশরিকাইনি অরাব্বুল মাগরিবাইন' –

'তিনি উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিমের মালিক–'

সূর্যের উদয় ও অস্ত দিয়েছেন যেন আমরা দিনে কর্মমুখর আর রাতে নিদ্রার আরাম অনুভব করতে পারি।

'মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়ালতাকিয়ান–'

'তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন–'

আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে দুই ধরনের সাগর সৃষ্টি করেছেন। মিষ্টি ও লোনা পানির। ভূপৃষ্ঠের কোথাও আবার এই দু'ধরনের সাগর মিলিত হয়েছে। যেখানে তারা একত্রিত হয় সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত দু'দিকের পানি আলাদা থাকে। যেন মনে হয় মাঝখানে একটা রেখা টেনে দেয়া হয়েছে। একদিকে থাকে লোনা অন্যদিকে মিষ্টি পানি। লোনা পানি তার সীমানা ছেড়ে মিষ্টি পানিতে এসে পড়লেই তা মিষ্টি হয়ে যায়, ফের মিষ্টি পানি লোনা সমুদ্রে এসে পড়লেই তা হয়ে যায় লোনা। কোথাও এই মিষ্টি ও লোনা পানি উপর-নিচে প্রবাহিত হয়। পানি সূক্ষ্ম ও তরল পদার্থ। তবু তারা মিশ্রিত হয়ে একাকার হয় না।

'বায়নাহুমা বারজাখুল লা ইয়াব্‌গিয়ান–'

'উভয়ের মাঝে রয়েছে এক দেয়াল, যা তারা অতিক্রম করে না।'

দয়ালু রাহমান খোদা দুই মিলিত সাগরের মাঝে টেনে দিয়েছেন এক অদৃশ্য রেখা বা অন্তরাল। ফলে তারা মিলিত হয়েছে কিন্তু মিশ্রিত হয়নি।

'ইয়াখ্‌রুজু মিনহুমাল লুলুউ অল্ মারজান–'

'উভয় সমুদ্র থেকে তৈরি হয় মোতি ও প্রবাল–'

'লু-লু' শব্দের অর্থ মোতি আর 'মারজান'-এর মানে প্রবাল। উভয়ই মহামূল্যবান রত্ন। এই মোতিও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। সেটা মিষ্টি পানি নয় লোনা পানির সমুদ্র থেকে। মোতি অবশ্য দু'ধরনের সমুদ্রেই তৈরি হয়। মিষ্টি পানির স্রোতধারা প্রবাহমান। সেজন্যে তার থেকে মোতি বের করা সহজ নয়। মিষ্টি পানির স্রোত লোনা সমুদ্রে পতিত হয় আর সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। মানুষের সৌন্দর্যের জন্যে পরম করুণাময়ের এই দান তিনি যে রাহমান তার পরিচয়।

'অলাহুল যাওয়ারিল মুন্‌শাআতু ফিল্ বাহ্‌রি কাল আলাম–'

'সমুদ্রে ভেসে বেড়ান, পাহাড় সদৃশ্য নৌকা বা জাহাজগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন–'

'যাওয়ারি' শব্দটি 'যাবিয়া' শব্দের বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। 'মুন্‌শাআতু' শব্দটি 'নেশা' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ভেসে ওঠা। উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে। এই যে সাগরের উর্মিমালা,অকূল দরিয়া পারাপারের মাধ্যমে নৌকা বা জাহাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, রাহমানুর রাহীম মানুষের মাথায় যার নির্মাণ কৌশলের ছবি এঁকে দিয়েছেন তা তার অপার করুণা।

'অলিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান–'

' যে ব্যক্তি প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে ভীত হয়েছে সে পাবে দু'টি উদ্যান–'

আল্লাহ্‌কে যে মেনেছে তাকে খালিহাত ফেরাবেন না দয়াল প্রভু। প্রতিদান স্বরূপ সে পাবে চিরসুখময়, চির বসন্তের আবাস দু'টো বাগান! তিনি না দিলে কার কি বলার ছিল? জেলখানার কয়েদী জেলজীবনে কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রতিটি নিয়ম কানুন মেনে চলেছে। শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ঘরে ফিরে চলেছে

অপরাধী। তার জন্যে সরকার কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেনি তাতে কি বলার আর করার আছে? রাহমানুর রাহীম মানুষের মতো নির্মম নন। তিনি তাঁর আদরের বান্দাকে দুনিয়ার কারাগারে রেখেছেন আর দিয়েছেন কিছু বিধি-বিধান। সে সব মেনেছে। কারণ তার মনে ভয় একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে দাঁড়াতে হবে। বান্দা যে তার প্রভুকে ভয় করেছে এতে আল্লাহ্ নির্বিকার থাকেন নি। বিরাট প্রতিদান আর পুরস্কার নিয়ে তিনি অপেক্ষমান। যার কর্ম যত ভাল তার জন্যে ততো উন্নতমানের প্রতিদান।

'যাওয়াতা আফনান–'

'দুটো উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট–'

'ফিহিমা আয়নানি তাজরিয়ান–'

'বয়ে যাচ্ছে দুই ঝর্ণাধারা দুই উদ্যানে–'

একটি ঝর্ণার পানি সাধারণ স্বাদযুক্ত আর অন্যটি অসাধারণ।

'ফিহিমা মিন্‌কুল্লি ফাকিহাতিন জাওযান–'

'দুটো বাগানের প্রতিটি ফল বিভিন্ন রকমের হবে–'

অর্থাৎ অনেক ধরনের স্বাদ, রঙ ও বৈশিষ্টের হবে দু'টো উদ্যানের ফল।

'মুত্তাকিঈনা আলা ফুরুশিন; বাতাইনুহা মিন ইশ্‌তাবরাক০ অযানাল জান্নাতাঈনি দান–'

'তারা, ওখানে রেশমের মোড়কে ঢাকা বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, উভয় ফল তাদের সামনে ঝুলবে–'

'ফিহিন্না কাসিরাতুত্ তারফি; লাম ইয়াত্ মিস্‌হুন্না ইনসুন ক্বাব্‌লাহুম অলা যান' –

'সেখানে থাকবে নত চোখের রমণীরা; কোন জ্বিন ও মানুষ এর আগে তাদের ছোঁয়নি–'

'কাআন্নাহুন্নাল ইয়াকুতু অল মারজান–'

'প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ–

'অমিন দু'নিহিমা জান্নাতান–

'রয়েছে এ ছাড়া আরো দু'টো উদ্যান–'

যাঁরা বেশি নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে তাদের জন্যে আগের দু'টো স্বর্গের উদ্যান। আর কম নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্যে রয়েছে রুপোর তৈরি উদ্যান। এ দু'টি বাগান রূপোর তৈরি।

'মুদ্‌হাম্মাতান–'

'ঘন সবুজ রঙের'

'ফিহিমা আয়নানি নাদ্দাখাতান–'

'সেখানে আছে উজ্জ্বল দুই ঝর্ণাধারা–'

'ফিহিমা ফাকিহাতুঁউ অন্‌নাখলু অর রুম্মান–'

'সেখানে আছে ফলমূল-খেজুর আর আনার–'

'ফিহিন্না খায়রাতুন হিসান–'

'সেখানে থাকবে সুশীলা, সচ্চরিত্রা রমনীগণ–'

'হুরুম্ মাক্‌সুরাতুম ফিল খিয়াম–'

'তাঁবুতে অপেক্ষায় হুরগণ–'

'মুত্তাকিঈনা আলা রাফ্‌রাফিন খুদরিউঁ অ-আব্‌কারিন হিসান–'

'তারা সবুজ সিংহাসনে আর উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে'

'রাফ্‌রাফিন' মানে সবুজ রঙের রেশমী পোশাক। তার উপর গাছ, লতা পাতা ও ফুলের কারুকার্য হবে।

এসব না দিলেই বা কি করার ছিল? তিনি দুনিয়াতেই কত কিছু আমাদের দিয়েছেন। সেগুলোর কৃতজ্ঞতা হিসেবে যদি আমরা তাঁর হুকুম মতো, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা মতো চলি তাহলে তিনি অনন্ত জীবন নানা বৈচিত্রময় নেয়ামতে আমাদের ভরিয়ে দেবেন। এসব তো মূর্খ মানুষকে বোঝানোর জন্যে। আসলে তিনি যা কিছু পুরস্কার স্বরূপ আমাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন তা কোনও চোখ এখনও দেখেনি, কোনও কান শোনেনি, কোনও মস্তিষ্ক চিন্তা করেনি।

এমন রাহমান, এমন রাহীম খোদা! তাঁর হুকুম যা অক্লেশে পালন করা যায় তা আমরা মানি না। আল্লাহ্‌তালা বলেন, 'ইয়া ইবনে আদাম, লি আলাইকা ফারিদা, অলাকা আলাইকা রিজকুক্'– 'হে আদমের সন্তান, হে আমার বান্দা, এক কাজ আমার আর এক কাজ তোমার। তোমাকে রুজি পাঠানো আমার কাজ আর আমার হয়ে থাকা তোমার কাজ। আমি রুজি দেব এটা আমার কাজ আর তুই আমাকে মানবি এটা তোর কাজ।

'ফাইন খালাকতানি ফি ফারিদাতি লাম্ উখলিকা ফি রিজ্‌কিক–'

'বান্দা তুই যদি আমার হুকুম নাও মানিস তবুও আমি তোকে রুজি পৌঁছে দেব। যদি তুই আমার ইবাদত ছেড়ে দিস, আমার আনুগত্য যদি তোর ভালো নাও লাগে, তবু আমি তোর রুজি দিতে থাকবো, রুটি আমি তোকে খাওয়াতে থাকবো।'

'ফাইন রাদিতাবিমা কাসামতাহু লাক–'

'এই যে আমি তোকে রুটি দিলাম তুই আমার উপর রাজী আর খুশি হয়ে যা–'

'আরাকতু কালবাক অ–বাদানাক–'

'তোকে আপন প্রেমিক বানাবো আর তোর দেহ ও মনকে শান্তিতে ভরিয়ে দেব–'

'অ–ইল্লাম তারদা বিমা কাসামতুহু লাক–'

'আর যদি আমার দেয়া রুজির ওপর তুই সন্তুষ্ট না হোস; রুজির পেছনে দুনিয়া কামানোর পেছনে যদি অশান্ত হয়ে ছুটতে থাকিস, হারাম হালাল বাছ বিচার না করিস–'

'ফালা ইজ্জাতি অ–সুলতানি–'

'তাহলে মনে রেখো, আমার ইজ্জত মর্যাদা আর বাদশাহীর কসম–'

'লা উসাল্লিতানা আলাইকাল দুনিয়া–'

'আমি তোর ওপর দুনিয়াকে চড়াও করে দেব।

'ফারাক্বাদ ফিহা রাফ্‌ছাল উহুসি ফিল বারিয়া–'

তখন তুই দুনিয়ার পেছনে এমন উন্মাদের মতো ছুটতে থাকবি যেমন শিকারীর ভয়ে পালাতে থাকে জানোয়ার।

তারপরও তুই ঐটুকুই পাবি যতটা তোর কপালে আমি লিখেছিলাম।

'অতাকুনু ইন্‌দি মাগলুমা–'

'তখন তুই আমার (রাহমানুর রাহীম) সুনজর থেকে সরে যাবি।'

তো সেই রাহমান আর রাহীম আল্লাহ্ আমাদের কতটুকু ভালবাসেন?

আল্লাহ্ আকবার!

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন্নি লাকা মুহিব্বুন ফাবি হাক্কি আলাইকা কুল্লি মুহিব্বা–'

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, 'হে বনী আদম, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার সেই ভালবাসার দাবী তুই–ও আমাকে ভালবাস্! হে আমার বান্দা আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার ভালবাসার কসম, তুই–ও আমাকে একটু ভালবাসা দে!'

'হে আদমের সন্তান, তুই আমাকে স্মরণ কর্ আমিও তোকে স্মরণ করবো–'

'অইন নাসাতানি জাকারতুক–'

'হায়রে মানুষ! তুই আমাকে যদি ভুলে যাস তবুও আমি তোকে মনে রাখি আমি কখনও তোকে ভুলি না।'

'তু শাফিনি অ–শাফিক–'

'আমার সাথে বন্ধুত্ব কর্, আমি হবো তোর বন্ধু–'

'তু ওয়ালিনি অ–ওয়ালিক–'

'আমার সাথে যখন খারাপ ব্যবহার করবি আমি কিন্তু তখনও তোর ভালো করবো।'

'তু–ওয়া রিদওয়ান্নি অ–আনা মু'মিনুন আলাইক–'

'আমি দেখতে থাকি কখন তুই ফিরে আসিস আমার দিকে–'

আর যখন তুই আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে, আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তানের পথ ধরিস। আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিস, আমার দিকে পিঠ ফিরে চলে যাস; তবুও আমি অপেক্ষা করি। যদি তুই এখনি ফিরে আসিস আমার কাছে। তুই যতই আমার থেকে দূরে সরে যাবি আমি কিন্তু তোর দিক থেকে মুখ ফেরাবো না। আমি শুধু তোকে দেখতে থাকবো। দেখতেই থাকবো। মনে করবো, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বান্দা।

'তু ওয়া রিদওয়ান্নি অ–আনা মুমিনুন আলাইক্–'

তুই আমার ওপর রাগ করবি আমি তোকে দেখতে থাকবো। যেমন, মা তার সেই মাসুম বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, যে তার ওপর রাগ করে চলে গেছে চোখের সামনে থেকে দূরে। মা কিন্তু তার পথের পানে চেয়েই থাকে। ভাবে, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বাচ্চা! এই বুঝি ফিরে এলো আমার কাছে।

আল্লাহ্ তো তার বান্দাকে মায়ের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ভালবাসেন।

এক হাদীসে এসেছে, সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্ যখন বান্দা তাওবা করে। আমাদের গোনাহের কোনও মূল্য বা প্রভাবই নেই আল্লাহ্‌র ক্ষমা আর দয়ার সামনে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্‌তায়ালা বান্দার 'তাওবা'র উপর। কেমন খুশি হন?

'ইজা তা'বালা আব্‌দু লাহুল কানাদিনু ফিস সামায়ি–'

'যখন কোনও বান্দা তাওবা করে তখন আসমানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।' জ্বালানো হয় প্রদীপমালা। যেমন ধনী লোকেরা বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালায়। আর এক ফিরিশতাকে বলা হয়–

'ইসতা লাহলা আবদু আলা মাওলা–'

'শোনো শোনো হে আসমানের বাসিন্দারা! আজ এক বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি করে নিয়েছে।'

এমন প্রতিপালক, এমন দয়াল আল্লাহ্‌তায়ালা!

তার সাথে সম্পর্ক তৈরি না করা কতবড় অন্যায়! তিনি আমাদের ফিরে আসার (তাওবা) ওপর সমস্ত গোনাহকে কেটে দেন।

'ইয়া ইবনে আদাম, লাও বালাগাত জুনুবুকা আনা নাস্‌সামাআ সুম্মাস্ তাগ্‌ফারতানি গাফার তুলাকা অলা উরালি–'

'হে আদমের সন্তান, যদি তোমার গোনাহ জমিন ভরে আসমানেও পৌঁছে যায়, যদি চাঁদ সুরুজ ছুঁয়ে যায় তবুও তুমি যদি বলো, 'হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে মাফ করে দাও–' সাথে সাথে তোমার গোনাহ আমি এমনভাবে মাফ করে দিই যেন তুমি কোনও গোনাহ্‌ই করোনি।'

এমনই হচ্ছে রাহমান আর রাহীম আমাদের প্রভু।

তিনি দয়ালু তাই মানুষকে শিশু বয়সে দুধ দান করেন। তিনি দয়ালু তাই মা'য়ের হেরেমে তাঁর কুদরত দিয়ে সুরক্ষা করেন। তিনি দয়ালু তাই মা'কে এতবড় যন্ত্রণা দেয়ার পরও সন্তানের জন্যে অপরিসীম মমতা ঢেলে দেন মায়ের মনে। তিনি দয়ালু তাই শিশুকে অন্ধ করেন না। চোখ দান করেন। দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দেন।

'অলাও নাশাউ লা'তামাশ্না আলা আইয়ুনিহিম ফাস্তাবাকুস্ সিরাতা ফাআন্না ইয়ুব্সিরুন-'

'যদি আমি ইচ্ছে করতাম তো তোমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিতাম; বান্দা তাহলে তখন তুমি কিভাবে দেখতে?' কত মায়া! কিভাবে তুই দেখতে পেতিস। সেজন্যে আমি তোকে দেখার শক্তি দিয়ে দিলাম। কিন্তু বান্দা তুই তো অকৃতজ্ঞ! কিছুই মনে রাখিস না। তিনি দয়ালু তাই অকৃতজ্ঞ বান্দার চোখ উপড়ে নেন না।

'অলাও নাশাউ লা'মাশাখ্নাহুম আলা মাকানাতিহিম ফামাশ তাতাউ মুদিয়াঁও অলা ইয়ারজিউন-'

'যদি আমি ইচ্ছে করতাম তো তোমার কায়া বদলে দিতাম বা পা খোঁড়া করে দিতাম। কিন্তু বান্দা তখন তুমি কিভাবে ঘর থেকে বের হতে; কিভাবে চলাফেরা করতে?'

আল্লাহ্তালা রাহমান, রাহীম। তাই তিনি আমাদের খোঁড়া করেন না।

তিনি দয়ালু তাই আমাদের বিপদ মুক্ত করেন।

তিনি দয়ালু তাই তিনি আমাদের সুস্থতা দান করেন। অসুখ থেকে মুক্তি দেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের সমস্যার সমাধান করেন। ক্ষুধা মেটান। পিপাসার্ত হলে দেন পানি। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো তাই বাতাস প্রবাহিত করেন। তিনি শ্বাস নিতে, প্রশ্বাস ফেলতে দেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের অন্তরে কী চাওয়া তা বুঝতে পারেন; তা পূর্ণ করেন। দুনিয়াতে না করলে আখেরাতে পূর্ণ করবেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের আর্তি শুনতে পান, আমাদের ফরিয়াদ শোনেন, আমাদের মুখে তাঁর জিকির মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

'অসিয়া সামিউল আখলাক-'

তিনি এতবড় দয়ালু শ্রোতা যে বান্দার ফরিয়াদ কান পেতে শোনেন।

তাঁর শোনার ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত রয়েছে যে গোটা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতে শুরু করে, আর সেটা যদি সৃষ্টির শুরু দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে, আর আসবে-সবাই মিলে বলে, তবুও তিনি তা এক পলকে শুনে নেন। প্রত্যেকের আলাদা কথা, ভাব-ভঙ্গি, দাবী-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া-সব তিনি শুনে নেন। হুবহু। তা যদি জীবিত হোক বা মৃত, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দানব হোক বা মানব, কীট হোক বা পতঙ্গ, জীব হোক বা জানোয়ার, হিংস্র জীব হোক বা নিরীহ প্রাণী, কালো মানুষ হোক বা সাদা, আরবী হোক বা আজমী, পশতুতে হোক বা হিন্দী, আরবীতে বলে বা বাঙলায়, উর্দুতে বলে বা হিব্রু, ইংরেজীতে বলে বা ফ্রেঞ্চ, ডাচ ভাষায় বলে বা ল্যাটিন। সারা দুনিয়ার সব ভাষাভাষীর মানুষ বলুক বা বিচিত্র নির্জন ভাষায় জীব জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ, পোকা মাকড়-সবাই যদি একসাথে আল্লাহ্র কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ্ তা শুনে নেন। পলকে। এক মুহূর্তে।

'লা ইয়ুসমিলূহু শামআন্ আন্ শাম, অলা কাওলাম আন কাওল, অলা মাসআলাম আলা মাসআলা-'

আল্লাহ্তায়ালা এমন প্রতিপালক ও শ্রোতা যে, যে কোনও ভাবে, যে কোনও ভাষায় যা কিছু বলে,তা পলকে শুনে ফেলেন। কোনও শোনাতে ভুল হয়না। আর প্রত্যেকের কথা শোনেন। কমা, দাঁড়িসহ।

'অলা ইয়াতাবাররাম বি আল্হাহি অবিল হাজাত-'

'আর তোমাদের চাওয়া, পাওয়া করে দেখাতে আমার কোনও অভাব পড়ে না।'

কোনও মানুষের কাছ থেকে জান বাঁচাতে চাও তো তার কাছে ধার চাও; সে তোমার বাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিবে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাওতো তার কাছে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন চাইতে থাকো। তিনি আপনার বন্ধু হয়ে যাবেন। তাঁর রহমত টুকরো টুকরো হয়ে চলে আসবে তোমার কাছে। তাঁর কাছে চাইলে খুশি হন, না চাইলে নারাজ হন। তিনি এমন দাতা যে জান্নাতে সবাইকে একত্রিত করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত লোক বেহেশতী হয়েছে তাদের সবাইকে ডাকবেন। বলবেন,

'আমার বান্দা আজ তুমি চাইবে আমি দেবো! আজ চাও।'

'লালম কুমাতিমাল ইয়াওমা বিক্বাদরি আমালিকুম-'

'আজ তোমাদের পূণ্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে দেব না। দেবো আমার রহমত থেকে। কাজেই চাও।'

বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ্, আমি আর কী চাইবো, তুমি তো সবকিছু দিয়েছো!'

'না বান্দা, তবুও চাও।'

'আচ্ছা, হে পরম প্রভু, তুমি আমাদের উপর রাজী হয়ে যাও,' তখন বান্দা বলে।

আল্লাহ্পাক বলেন, 'বিরাদাই ইয়ান্কুম আহ্লাল্তুকুম বি দুয়ারী-'

'আরে! রাজী হয়ে গেছি বলেই তো এখানে বসিয়েছি। আজ এখন চাও, কী চাইবার আছে?'

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবে বান্দা। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ, আরো চাও।' আবার চাইতে শুরু করবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা।

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ। আরও চাও।'

'আর কি চাওয়ার আছে?'

'এখন পর্যন্ত তো তোমরা তোমাদের শান মতো চেয়েছ। এবার আমার শান মতো চাও।'

এবার বান্দারা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে। কী চাওয়া যায়? চাওয়ার তো আর কিছু দেখছি না। আজ তাদের বুদ্ধি কিন্তু পার্থিব বুদ্ধি নয়, বেহেশতী বুদ্ধি। বেহেশতী মস্তিস্ক, বেহেশতী মেধা, বেহেশতী চিন্তাক্ষমতা। তবু তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না তাদের আর চাওয়ার কী বাকী থাকতে পারে?

আবার আল্লাহতায়ালা বলেন, 'বান্দা, আরো চাইতে থাকো।'

বান্দা আবার প্রার্থনা করতে থাকবে। ক্লান্ত, দিশেহারা। তারা বলবে, 'ও আল্লাহ্, আর তো চাওয়ার কিছুই দেখছি না! কি চাইবো!'

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'ইয়া ইবাদি ক্বাদ রাদিতুম বিদুনি মা ইয়াশাকু লাকুম-'

'আরে আমার বান্দা, তুই তো নিজের শান মতো চেয়েছিস। আমার শান মতো কিভাবে তুই চাইবি? যা তোর শান মতো যা চেয়েছিস তা-ও দিলাম। আর আমার শান অনুযায়ী যা তুমি চাইতে পারো নাই তা-ও দিলাম!'

দাতা তো এমনই হওয়া চাই।

এখন বলেন ভাই, এমন দাতা প্রতিপালকের প্রতি মন প্রাণ না সঁপে দেয়া কতবড় অন্যায়! এই অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রভাব না থাকা। স্রেফ আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহরই স্থান এই অন্তরে থাকবে। আর আল্লাহতায়ালা তার বান্দার কাছে চান ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী চায় স্বামীর অন্তরে একমাত্র তার ভালবাসা বিরাজ করুক। তারপর সে তাকে শুকনো রুটি দিক খেতে আর পরতে